পৃথিবী ভ্রমণ

(উত্তরাংশ)

ইউরোপ পার্শিয়া, আফ্‌গানিস্থান
ও বেলুচীস্থান।

ভূপর্য্যটক

শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ

প্রণীত।

কলিকাতা:
৬১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

[মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।

মা!

মাকে মানুষে কি দিতে পারে, আমি তাহা জানিনা, বোধ হয় কখনও জানিবও না। এই "পৃথিবী ভ্রমণ" তোমার চরণ প্রান্তে স্থাপন করিতেছি মাত্র!!

তোমার—

যামিনী।

ইংলণ্ড
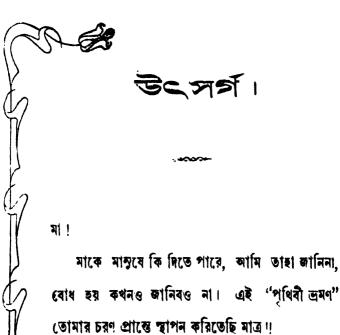
সন্ধ্যার সময় আমাদের ক্যালাডোনিয়ান ম্যান্‌চেষ্টার বন্দরে উপস্থিত হইল। জাহাজ বন্দরে লাগাইতে লাগাইতেই সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। অতঃপর আমরা তীরে অবতরণ করিলাম। কিছুদূর চলিয়া গিয়া বড় রাস্তায় উপস্থিত হইলে যাহা দেখিলাম তাহা একটু নূতন বলিয়া বোধ হইল। দেখিলাম—এখানকার রাস্তার ট্রামগাড়ীগুলি, যদিও একই জিনিষে চালিত, তথাপি এক আকারের নহে। দুনিয়ার অন্যস্থানে যাহা দেখিয়াছি তাহা অপেক্ষা এই গুলিতে একটু স্বতন্ত্রতা আছে। সেই স্বতন্ত্রতাটুকু এই—এখানে গাড়ীর ছাদের উপরেও বসিবার যায়গা আছে; ভয় হয়—পাছে গাড়ীখানা কোনো সময় বা উল্টাইয়া পড়িয়া যায়। যাহাই হউক, আমরা ট্রামে আরোহণ করিয়া সহরে চলিয়া গেলাম। তথায় যাইয়া একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলে আশ্রয় লইলাম। হোটেল ক্লার্ক আমাদের নাম ও ঠিকানাদি লিখিয়া লইল এবং তৎপর একজন পোর্টার আমাদিগকে লইয়া তেতালায় যাইয়া শয়নকক্ষ দেখাইয়া দিল। আমরা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

আমার কামরাটি নিতান্ত ছোট ছিল না এবং সজ্জিত যে ছিল না তাহাও নহে। ঘরে আল্‌নার উপরে দুইখানা গামছা ছিল। ছোট একখানা টেবিলের উপর হাত মুখ ধুইবার জল ছিল। একটি লিখিবার টেবিল ও তাহার পার্শ্বে

একখানি কাঠের চেয়ার ছিল। এতদ্ব্যতীত একখানি রকিং চেয়ার ছিল এবং পার্শ্বে ড্রয়ারের উপরে একখানি বড় আয়না ছিল। আমি ঘরে যাইয়া রকিং চেয়ারে উপবেশন করতঃ একটু ধুম্র পান করিবার পরই ঘরের ভিতরে কপাটের নিকট দেওয়ালে যে একটি বোতাম ছিল, তাহা টিপিয়া দিলাম, এবং তাহার ফলে, কতকক্ষণ পর, দেখিলাম একজন পরিচারিকা আমার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহাকে কহিলাম আমি স্নান করিব, জলের টব প্রস্তুত করিয়া দেও। সে "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া সংবাদ দিল "সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে।" সুতরাং আমি তখন স্নান করিতে গেলাম। স্নানান্তে আহারাদি পরিসমাপ্তে শয়নাগারে আসিয়া শয়ন করতঃ ভাবিতে লাগিলাম—এখন আমি ইংলণ্ডে, দেখিতে হইবে ইংলণ্ড কেমন!

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রেকফাষ্টের পরই আমার সুট-কেস্‌টি হোটেলের কেরাণীর নিকটে রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম। ভাবিলাম—ম্যান্‌চেষ্টারের যে সমস্ত 'কটন্ মিল' সমগ্র ভারতবর্ষের কাপড় যোগাইয়া থাকে তাহার দুই একটি মিল দেখিতে হইবে। সুতরাং কটন্ মিলের অনুসন্ধানে চলিলাম এবং আধঘণ্টা পর গ্রাহাম কোম্পানিতে উপস্থিত হইলাম। ম্যানেজারের নিকট যাইয়া 'মিল' দেখার অনুমতি চাহিলাম। তিনি কহিলেন "আমার কোন হাত নাই, কমিটির নিকট হইতে অনুমতি নিতে হইবে। তাহারা অনুমতি দিলে আমার কোনই

আপত্তি থাকিবে না।" সুতরাং ঠিকানা লইয়া কমিটি-মেম্বর-দের অধিবেশন-স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং আমার প্রার্থনা জানাইলাম। তাঁহারা বিশেষ কোন আপত্তি করিলেন না। ম্যানেজারের নামে একখানা চিঠি লিখিয়া আমার হাতে দিলেন, আমি তখন পুনরায় মিলে চলিয়া আসিলাম এবং অন্যূন এক ঘণ্টা কাল ভরিয়া এই কাপড়ের মিল দেখিলাম।

এই ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া আসিতে আসিতেই বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গেল। সুতরাং একটি দোকানে কিছু জলযোগ করিয়া ম্যানচেষ্টারের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী দেখিতে গেলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বারোয়ানের মারফতে লাইব্রেরীয়ানের নিকট চিঠি পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কতক-ক্ষণ পর একজন যুবক নামিয়া আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে আমার প্রার্থনা জানাইলাম। যুবক আমাকে উপরে লইয়া গেলেন এবং লাইব্রেরীয়ানের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। লাইব্রেরীয়ান আমাকে আমার সেখানে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন আমার অভিপ্রায় তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিলাম। তিনি এসিস্‌টেণ্ট লাইব্রেরীইয়ানকে ডাকিয়া তাঁহার উপর আমাকে লাইব্রেরী দেখানের ভার দিলেন। আমি তৎপর এসিস্‌টেণ্টের সঙ্গে লাইব্রেরী দেখিতে চলিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করিয়া এই ভদ্রলোকটি সেই প্রকাণ্ড লাইব্রেরীর যতদূর সম্ভব আমাকে দেখাইলেন। তিনি অনেক

সময় অনেক বেশী বলিতে যাইতেন, কিন্তু আমার অনুরোধে অতি সংক্ষেপে সমস্তটি ডিপার্টমেণ্ট দেখাইয়া দিলেন, আমি তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম।

ইংরেজ-যুবকের ভদ্রতা।

লাইব্রেরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া হোটেল হইতে সুট্-কেসটি লইয়া অন্য একটি কম খরচের হোটেলে গেলাম। সে দিন আর কোথায়ও যাওয়া হইল না। পরদিন সকালে মনে হইল "এখানে কোন ভারতবর্ষীয় ছাত্র আছে কি না অনুসন্ধান করিতে হইবে।" সুতরাং ব্রেক্ফাষ্টের পরই ভারতবর্ষীয় ছাত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সমস্তদিন অনুসন্ধান করিয়া কাহারও কোন খোজ করিতে পারিলাম না। তবে ঘুরিয়া ফিরিয়া সহর দেখা হইল বটে। সন্ধ্যা বেলায় ম্যান্‌চেষ্টারে টেক্‌নিক্যাল ইনসিষ্টিউসনে যাইয়া জানিতে পারিলাম যে সেস্থানে ভারতবর্ষের তিন চারিটি ছাত্র আছে। সুতরা· তথা হইতে দুইটি ছাত্রের ঠিকানা লইয়া তখনই ভিক্টোরিয়া পার্কের দিকে চলিলাম। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন প্রায় হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়া পার্ক কোনও একটি ট্রাম লাইনের নিকটে নয়। ট্রাম হইতে অনেকটা দূরে অবস্থিত। আমি ট্রাম হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

এ সহর আমেরিকান্ সহরের ন্যায় নহে, একটু অপরি-

স্কার। রাস্তাগুলি ভারি বেকা-কোকা. এবং বড়ই ঘুরা-ফেরা, সুতরাং একটু রাস্তা যাইতেই অনেক বার জিজ্ঞাসা করিতে হইল। যখনই একজন ভাল লোক দেখিতে পাইলাম তখনই একবার জিজ্ঞাসা করিলাম। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া ক্রমেই আমি আলোক হইতে আঁধারে যাইতে লাগিলাম, এবং বড়ই ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তখন আকাশ একটু মেঘাচ্ছন্নও হইয়াছিল। সুতরাং ভয় হইতে লাগিল—তবে কি রাত্রিকালে ভিজিতে হইবে ?

এমন সময় দেখিলাম তিনটি যুবক রাস্তার পার্শ্বে দাড়াইয়া গল্প করিতেছে। আমি তাহাদের নিকট আমার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাদের মধ্যে একজন রাস্তা বলিয়া দিয়া কহিল "বুঝিতে পারিলে কি ?" আমি বলিলাম, বুঝিয়াছি বটে, কিন্তু যাওয়া সহজ নয়। "সে একটু কঠিন ব্যাপার বটে তাহা আমি স্বীকার করি" বলিয়া, যুবকটি আবার কহিল "তুমি একাকী যাইতে সাহস কর না ?" "আমি কহিলাম—সাহস করি বটে, তবে রাস্তা ভাল নয়, সেই মুস্কিল।" "আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি", বলিয়া যুবক আগে আগে চলিলেন, আমি ধীরে ধীরে তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। উভয়ে প্রায় ১৫ মিনিটকাল ঘোর অন্ধকারে রাস্তা অতিক্রম করিয়া অবশেষে ভিক্টোরিয়া পার্কের নিকটে একটি চলিত বড় রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। তৎপর অচিরে সেই রাস্তা ও তাহার নম্বরের বাড়ী দেখিতে পাইলাম। অতঃপর যুবকটি বিদায় গ্রহণ

করিল, আমি তাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিয়া আমার কাজে ব্যস্ত হইলাম।

যুবকের ভদ্রতা দেখিয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রীত হইলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—ইহাও ইংরেজদিগের উন্নত চরিত্রের একটি পরিচায়ক। গুণ না থাকিলে কেহ বড় হইতে পারে না, এবং কেহই তাহাকে গণ্য-মান্যও করে না। গুণ না থাকিলে ইংরেজজাতি পৃথিবীতে এত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত না। পৃথিবীতে এত বড় রাজ্য সংস্থাপন করা তাহাদের অনেক গুণ ও অসীম ক্ষমতারই প্রতিদান!

দুইটি ভারত মহিলা।

যাহাই হউক ৬০ নম্বর বাড়ীর বারান্দায় উঠিয়া দরজায় ঘণ্টা বাজাইলাম। ফলে দেখিলাম একটি ভারত মহিলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—মিঃ মহাদেও সিং বাড়ী আছেন কি? মহিলা কহিলেন "না, এই কতক্ষণ হয় তাহারা দু'জনেই বাহিরে গিয়াছেন।" তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? ম্যানচেষ্টারে থাকেন কি?" প্রত্যুত্তরে আমি কহিলাম "না, আমি এখানে থাকি না, সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি। আমি ইন্‌-ষ্টিটিউসনে গিয়াছিলাম, তথায় জানিতে পারিলাম যে আপনারা এখানে আছেন, তাই দেখা করিতে আসিলাম।" মহিলাটি তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সম্প্রতি কোথা হইতে

আসিয়াছেন?" আমি বলিলাম "আমেরিকা হইতে।" শুনিয়া তিনি কহিলেন "তাঁহারা এখনই ঘরে ফিরিবেন, আপনি একটু বসুন, বসিবেন কি?" "অবশ্য" বলিয়া আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি রকিংচেয়ারে বসিলাম। স্ত্রীলোকটি উপরে চলিয়া গেলেন।

ক্ষণকাল পর তিনি আর একটি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং আমার সহিত তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। কহিলেন, "ইনি চারিয়া সাহেবের স্ত্রী।" আমি তখন দাঁড়াইয়া তাঁহাকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করিলাম। তৎপর অনেক বিষয় আলাপ হইতে লাগিল। তাঁহারা আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও তাঁহাদের প্রশ্ন সমুদয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া প্রীত হইলাম এবং তাঁহাদের শিক্ষালাভে এত উৎসাহ দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম ও মনে মনে ভারতের ভবিষ্যৎ চিত্র খানি অঙ্কিত করিতে লাগিলাম।

এই রূপে অনেক সময় কাটিয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় ১১টা হইয়াছে। কিন্তু চারিয়া সাহেব ও মিঃ মহাদেও সিং তখনও ঘরে ফিরিলেন না। সুতরাং আমি মহিলাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আবার সেই রাস্তা অতিবাহিত করিতে হইবে! কিন্তু এবার আর কোন সঙ্গী পাইলাম না। অনেক রাত্রি হইয়াছে। রাস্তায় লোক জনের সমাগম অতিশয় কম,রাস্তা জিজ্ঞাসা করাও

কঠিন হইয়া পড়িল। সুতরাং কতকক্ষণ বড় রাস্তা ধরিয়াই চলিতে লাগিলাম। এই রাস্তায় প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া ট্রামওয়ে লাইন পাওয়া গেল, তখন ট্রামে চাপিলাম। ইহার ফলে একদিক হইতে অন্যদিকে যাইয়া পড়িলাম। কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম, তখন ট্রাম বদলাইয়া অন্য ট্রামে আরোহণ করতঃ কতক্ষণ পরে যথা হইতে একধার চলিয়া গিয়াছিলাম আবার তথায় আসিয়া পৌঁছিলাম এবং তৎপরও অনেক দূব পর্য্যন্ত আসিয়া শেষে ট্রাম ছাড়িয়া হাটিতে লাগিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় একটার সময় গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল ষ্টেসনের নিকট উপস্থিত হইলাম। অনতিদূরে আমার হোটেলের আলো দেখা যাইতেছিল, আমি হোটেলে প্রবেশ করিলাম। রাত্রিতে আর কিছু আহার হইল না। অতএব শয্যায় শয়ন করিয়া অচিরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পর দিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে রেষ্টুরেণ্টে ব্রেকফাষ্ট করিতে গেলাম। তখন মনে হইল—এখান হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত হাটিয়া যাই না কেন? দূর ত বেশী নয়, ২০০ মাইল মাত্র। তখন হিসাব করিয়া দেখিলাম ৮ দিনের বেশী লাগিবে না, বোধ হয় কিছু কমাইতেই পারিব। অনেকটা কষ্ট পাইতে হইবে বটে, কিন্তু যদি হাটিয়া যাইতে পারি তবে লাভও খুব বেশী হইবে। অনেক বিষয় দেখিতে ও জানিতে পারিব। দেশের অভ্যন্তরের অবস্থা দেখিতে পাইব। সুতরাং এখান হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত হাটিয়া যাওয়াই স্থির হইল, ইতিমধ্যে

আমার ব্রেকফাষ্টও শেষ হইয়া গেল। ভাবিলাম, আর ম্যান-চেষ্টারে অপেক্ষা করা হইবে না, আজ এখনই লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিব।

ম্যানচেষ্টার ত্যাগ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার সঙ্গে একটি সুট-কেস্ ছিল। তাহাতে কাপড় চোপড় এবং কয়েকখানি মাত্র দরকারী পুস্তক ছিল। হোটেলে গিয়া হোটেলের কর্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলাম--আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু এ সুট-কেসটি রাখিয়া যাইতেছি। যে কোনও স্থান হইতে পত্র লিখি অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিতে ভুলিবেন না। কর্ত্রী তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না, বরং তখন হোটেলের দুই খানি কার্ড হাতে দিয়া কহিলেন "এই কার্ডে হোটেলের ঠিকানা লিখা আছে। এই ঠিকানায় যখনই পত্র লিখিবেন তখনই আমি আপনার সুট-কেস্ আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া নিতান্ত দরকারী যাহা কিছু তাহাই সঙ্গে লইয়া বেলা ৮ টার সময় হোটেল ত্যাগ করিয়া লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা সময় হাটার পর ম্যান্‌চেষ্টার সহরের সীমায় উপস্থিত হইয়া তথায় রাস্তার কোন পোলিস পুরুষের নিকট লণ্ডনের রাস্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "You want to walk down to London? লণ্ডন পর্য্যন্ত হেটে যেতে চাও?"

আমি—yes. হাঁ।

পোলিস—Quite a long walk! লম্বা হাটুনি বটে।

আমি—Not so much. It's only about 201 miles. Don't you think I can walk down to London. তত বেশী নয়, এ কেবল ২০১ মাইল মাত্র। তুমি কি মনে কর না যে আমি লণ্ডন পর্য্যন্ত হেটে যেতে পারি?

পোলিস—Oh, I don't doubt it; but it's only a long walk, that is all. আমি ইহাতে সন্দেহ করি না; তবে কি না, দীর্ঘ রাস্তা এই।

আমি—Yes, it is a long walk. হাঁ লম্বা রাস্তাই বটে।

পো—When you think you will reach London? তুমি কখন লণ্ডনে পৌঁছিবে মনে কর?

আমি—I don't know, it may take me five or six days. জানি না, ৫।৬ দিন লাগিতে পারে।

পোঃ—Can you walk so fast as that? তুমি এত তাড়াতাড়ি হাটিতে পার?

আমি—I think, I can. বোধ হয় পারি।

পোঃ—That is great! সে মহৎ!

আমি আর কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ রাস্তায় যাইব? পোলিস তখন পার্শ্বের রাস্তা দেখাইয়া দিয়া কহিল" Here is your London Road, this will take you to London." এই তোমার লণ্ডন রোড, এই রাস্তাই

তোমাকে লণ্ডনে পৌঁছাইবে। আমি চাহিয়া দেখিলাম, রাস্তার পার্শ্বে দেওয়ালের গায় লিখা রহিয়াছে "লণ্ডন রোড্"। সুতরাং আমি পোলিস-পুঙ্গবকে ধন্যবাদ দিয়া লণ্ডন রোডে উঠিলাম। সে কহিল "I wish you happy journey." আমি তাহাকে আবার ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম। বেলা তখন প্রায় ৯টা ৩০ মিনিট।

আমি ম্যান্‌চেষ্টার সহরের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সুন্দর সুবার্‌বনও অতিক্রম করিয়া চলিলাম এবং সুবার্‌বনের সুন্দর দৃশ্যে মন পুলকিত হইল। আমি কত জনপদ ভেদ করিয়া আস্তে আস্তে অনবরত চলিতে লাগিলাম। ক্রমে এই সমুদয় সৌন্দর্য্যশালী সুবার্‌বন সকল অতিক্রম করিয়া একটি প্রকাণ্ড মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং অবিরাম অগ্রসরই হইতে লাগিলাম। এদিকে একটু একটু করিয়া ম্যান্‌-চেষ্টার সহর আস্তে আস্তে দূর হইতে দূরতরে চলিয়া যাইতে লাগিল এবং অবশেষে সহরখানি অদৃশ্য হইল। কেবল সেই সমুদয় কটন মিলের চিম্‌নিগুলি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহাও অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি তখন আর পশ্চাৎ দৃষ্টি না করিয়া কেবল সম্মুখ চাহিয়াই চলিতে লাগিলাম। আবার জনপদ আসিল। রাস্তাটি এই জনপদ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুইধারে কত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা-পরিশোভিত বাড়ী-ঘর দেখা যাইতে লাগিল। আমি দেখিতে দেখিতে চাহিতে চাহিতে সে সমুদয় অতিক্রম করিয়া

অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিলাম। এইরূপে কত ছোট ছোট সহর এবং ছোট ছোট মাঠ পার হইয়া আবার জনপদ ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম। কোথাও বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই, চলিতেছি। একবার মাত্র একটি দোকানে উপস্থিত হইয়া সামান্য কিছু রুটি ও পিষ্টক কিনিয়া লইয়া তদ্দ্বারা মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ আবার চলিতে লাগিলাম।

এই রূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার সময় ছোট একখানি সহরে উপস্থিত হইলাম। তথায় আবার একখানি দোকানে পূর্ব্বের ন্যায় রুটি ও পিষ্টক কিনিয়া তদ্দ্বারা সান্ধ্য-ভোজন সমাধা করিলাম। তৎপর ভাবিবার বিষয় হইল এই—রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা কি? অনেক অনুসন্ধানেও সজ্জিত গৃহের যোগাড় হইল না। সুতরাং অবশেষে মনে করিলাম, রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকি, যদি কোন ভদ্রলোকের বাড়ী পাই তথায় যাইয়া আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিব। এই মতানুযায়ী আমি পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ হয় সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তখন কৃষ্ণ পক্ষ, সুতরাং দস্তুর মত আঁধারও হইয়াছে। কিন্তু আঁধারে অনেকক্ষণ থাকিলে আঁধার আর তখন তেমন ভয়াবহ এবং কষ্টকর মনে হয় না, আঁধারেও পথ দেখা যায়। আমার পক্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না; সুতরাং আমার পথ চলিতে অন্ধকার নিবন্ধন তেমন কষ্ট বোধ হইতেছিল না। তবে হাঁ, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্তি নিবন্ধন কষ্ট হইতেছিল বটে।

যাহাই হউক, আরও প্রায় অর্দ্ধ মাইল রাস্তা অতিক্রমের পর রাস্তার ডা'নদিকে একখানা বাড়ী দেখিতে পাইলাম। বাড়ীখানি অট্টালিকা পরিবেষ্টিত। দেখিয়া মনে হইল, ইহা কোন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বাড়ী হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং রাজ-পথের ধারেই তাহার বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিলাম—কেহ বাড়ীতে আছেন কি? এক দুই করিয়া অনেক-বার ডাকিলাম। কিন্তু যদিও গৃহখানি জীবিত ছিল, তথাপি কেহই কোন সাড়া দিল না। ইতিমধ্যে দু'জন লোক রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহারা আমাকে দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতে দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"What do you want, whom do you want?" কি চাও, কা'কে চাও?" আমি আমার অবস্থাটি তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। তাহাতে তাহাদের একজন বলিল—"You are a funny man I see. It's a gentleman's house; you can't expect to get in and stay there. তুমি ত একটি মজার লোক দেখছি, এটা একটা ভদ্রলোকের বাড়ী; তুমি এখানে প্রবেশ করিয়া এখানে অবস্থান করিবার আশা করিতে পার না।"

আমি—"Well, sir, what do you, then, mean by gentleman—ভাল, মহাশয়, তাহা হইলে, ভদ্রলোক শব্দে কি বুঝাইতে চা'ন।

লোকটি আমার কথায় একটু চটিয়া গেল, কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া তাহার গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। আমিও

দেখিলাম ভদ্রলোকেরা (গৃহস্থ) ডাকাডাকি শুনিবার নয়। সুতরাং গেট পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় রাস্তায় চলিতে লাগিলাম। আরও কতক দূর অগ্রসর হইয়া বামদিকে আর একখানা বাড়ী দেখিতে পাইলাম। বাড়াখানা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সেটি কোন কৃষকের বাড়ী হইবে। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম—সত্যই তাহাই বটে। তখন মনে হইল—যদি উহারা অনুমতি দেয়, তবে খড়ের উপরেই রাত্রি যাপন করিতে পারিব। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া উক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম এবং ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ ডাকাডাকি করিতে লাগিলাম। তখন একটি যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কা'কে চান্? কি চান্?" আমি তখন আমার অভাবের বিষয় তাহাকে কহিলাম এবং আমার প্রার্থনা জানাইলাম। সে তখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া বলিল—"না, আমাদের এখানে হইতে পারিবে না, অন্যত্র চেষ্টা করুন।" আমি তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমি তাহাদের কোন ক্ষতি করিব না। আমা দ্বারা তাহাদের কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। আমার এই কথায় যুবক পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল, আমার হৃদয়ে পুনর্ব্বার একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। কিন্তু অচিরেই সেই ক্ষীণ আশা নিরাশায় ডুবিয়া গেল। যুবক অল্প কাল পরই ফিরিয়া আসিয়া কহিল "না, হইবে না।" আমি তখন আর বৃথা বাক্যব্যয় নিস্ফল বিবেচনা করতঃ রাস্তায় বাহির হইয়া পথ চলিতে লাগিলাম।

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। সম্মুখে নিকটে আর বাড়ী ঘর আছে এমত বোধ হইল না। মনে করিলাম, নিকটে বাড়ী ঘর নাই, আর থাকিলেও চেষ্টা করা বৃথা। এ ভারতবর্ষ নয় যে পথিক অতিথিকে পরম দেবতাজ্ঞানে শুধু আশ্রয় তো ভাল, আহারাদি দ্বারা পূজা করিবে। এ ইংলণ্ড এখানে ভদ্রলোকে বিপন্ন পথিককে আশ্রয় দেয় না, দিলে বোধ হয় তাহাদের ভদ্রতার হানি হয়। যাহাই হউক, অবশেষে ঠিক করিলাম—অগত্যা "শ্রীমধুসূদন।" মানে আর কোনও উপায় তো হবেই না, সুতরাং অনবরত পথই চলিতে থাকিব। আর যখন বেজায় ঘুম পাইবে, তখন ওভার কোটে (Overcoat) যতটা সম্ভব আবৃত হইয়া রাস্তার ধারে শয়ন করিব। এইরূপ স্থির করিয়া আরও প্রায় এক মাইল রাস্তা অতিক্রম করার পর ক্লান্তি নিবন্ধন পথের পার্শ্বে বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলাম তখন পশ্চাৎ দিকে মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মনে কেমন একটু আশার সঞ্চার হইল, কিন্তু অন্য দিকে আবার তেমনই কেমন একটু ভীতিরও সঞ্চার হইতে লাগিল। মানুষই মানুষের বল, এবং একমাত্র ভরসাস্থল, আবার মানুষই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয়ের কারণ। এই শেষোক্তটি ভাবিয়াই একটু চিন্তিত হইতে লাগিলাম, আমার আশা-তরু অকালেই শুকাইতে লাগিল। কিন্তু হায়, তবুও 'মানুষ আসিতেছে' ইহাই আমাকে কেন কত শক্তি দিতে লাগিল। ক্লান্ত আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং মনুষ্যকণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া

রহিলাম। আমাকে অনেকক্ষণ এই অবস্থায় অপেক্ষা করিতে হইল না, অতি অল্প সময় মধ্যেই মানব-কণ্ঠধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইল। আমি অগৌণেই দেখিতে পাইলাম দুইটি লোক।

লোক দুইটি গল্প করিতে করিতে আসিতেছিল। তাহারা আমার নিকটবর্ত্তী হইলে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনারা কতদূরে কোথায় যাইতেছেন ? প্রত্যুত্তরে পথিকদ্বয় নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়া কহিল,"কেন ?"

আমি—আমিও একজন পথিক। আপনাদের গন্তব্যস্থান এখান হইতে কত দূর ?

পথিক—প্রায় তিন মাইল হইবে। তুমি কোথায় যাইবে ?

আমি—লণ্ডনে।

পথিক—কোথা হইতে আসিতেছ ?

আমি—ম্যান্‌চেষ্টার।

পথিক—ম্যান্‌চেষ্টার হইতে কোন্ দিন রওয়ানা হইয়াছ ?

আমি—আজ।

পথিক—আজই !

আমি—হাঁ, কেন ?

পথিক—It is wonderful ! এ অতি আশ্চর্য্যজনক !

আমি—Why, how far is Manchester from here ? কেন, এখান হ'তে ম্যান্‌চেষ্টার কতদূর ?

পথিক—It's not less than forty miles. চল্লিশ মাইলের কম হইবে না।

আমি—That's not very far for a man to walk in a day. এ এক দিনে হাটা একজনের পক্ষে তত বেশী দূর নয়।

পথিক—It's not ! You are then a worderful tramp, I see. However, what nationality are you ? You are not an Englishman, are you ? দূর নয়! আমি দেখছি তুমি একজন আশ্চর্য্য পদব্রাজক! যা'ই হ'ক, তুমি কোন্ দেশী লোক ? তুমি ইংরেজ নও, কেমন ?

আমি—No, I am an Indian. না, আমি একজন ভারতবাসী।

পথিক—Indian ! ভারতবাসী !

আমি—Why, don't you know India ? কেন, তুমি ভারতবর্ষটা জান না ?

পথিক—Yes, me see, হাঁ, দেখি!

আমি—I am a Hindu, you know Hindu ? আমি একজন হিন্দু, তুমি হিন্দুদিগকে জান ?

পথিক—O' yes, I see, you are a Hindu. You are from Calcutta. Are you not ? অ—হাঁ, তুমি হিন্দু, হয়েছে। তুমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছ, তাই না ?

আমি—O' yes, I am from Calcutta. হাঁ, তাই। আমি কলিকাতার লোক।

পথিক—Are you a Bengali ? তুমি একজন বাঙ্গালী ?

আমি—Yes. হাঁ।

পথিক—That's it. I see, you are a Bengali. Say man, what was the trouble over there ? সেই সে, তুমি একজন বাঙ্গালা ! হাঁ হে, ওখানে কি একটু গণ্ডগোল হচ্ছিল ?

আমি—I don't know much about it, for, I am not coming from India. এ সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু জানি না। আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছি না।

পথিক—Then where do you coming from ? কোথা হইতে আস্‌ছ ?

আমি—From America, আমেরিকা হ'তে।

পথিক—Are you ? You are then a great traveller, I see. তাই না কি ? তা হ'লে দেখছি, তুমি একজন বড় পরিব্রাজক !

আমি—Well, I don't know, তা জানি না।

পথিক—Yes, you are. Well, say, how did you like America ? হাঁ, তুমি তাই। আচ্ছা, আমেরিকা তোমার নিকট কেমন লাগল ?

আমি—First rate. খুব ভাল।

পথিক—How long were you there ? তুমি সেখানে কত দিন ছিলে ?

আমি—A little over four years. চা'র বৎসরের একটু উপরে।

পথিক—Made any money? টাকা পয়সা রোজগার ক'রেছ?

আমি—I was a student up there, আমি সেখানে এক জন পড়ুয়া ছিলাম।

পথিক—Is that so, that's great. It's how long that you are here? তাই না কি, সে মহৎ। তুমি এখানে এসেছ কত দিন?

আমি—It's about a week, প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল।

পথিক—Is that all! Where did you land at first? Liverpool or Manchester? এই! তুমি প্রথমে কোথায় নেমেছ? লিভারপুল কি ম্যান্‌চেষ্টারে?

আমি—At Manchester. ম্যান্‌চেষ্টারে।

পথিক—How did you find Manchester? ম্যান্‌চেষ্টার কেমন দেখ্‌লে?

আমি—I'ts all right, I think. আমার মনে হ'ল বেশ।

পথিক—Not like America, I guess. আমি বোধ করি আমেরিকার মত নয়।

আমি আর এই প্রশ্নের কোনও উত্তর করিলাম না। আর আমার এই নিরুত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আলাপও বন্ধ হইতে চলিল। কিন্তু এই প্রকার আলাপ করিতে করিতেই আমরা প্রায় তিন মাইল রাস্তা অগ্রসর হইয়া পড়িলাম, এবং অবশেষে পথিকেরা বিদায় প্রার্থনা করিল। আমি চাহিয়া

দেখিলাম আমরা একটা রাস্তার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। তখন আমি তাহারা এই সঙ্গমস্থল হইতে কতদূরে যাইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং জানিতে পারিলাম সেখান হইতে তাহাদের গন্তব্য স্থান আরও তিন মাইল দূরে অবস্থিত। যাহাই হউক পথিকদ্বয় অতঃপর good bye (গুড্ বাই) বলিয়া বিদায় হইল, আমি পুনরায় একাকী নির্জ্জন মাঠে পথ চলিতে লাগিলাম।

রাত্রি তখন প্রায় ১০টা অন্ধকার অতিশয় বেশী। পথিক-দিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াও আমি তখন অনেক দূরে গিয়াছি। এমন সময় রাস্তাটী ক্রমে উচ্চদিকে একটী পাহাড়ের উপর চলিয়া যাইতে লাগিল। পাহাড়টীর উচ্চতা যদিও তেমন বেশী নয়, কিন্তু ইহা গাছপালায় পরিপূর্ণ, দূর হইতেই এরূপ অনুমান করিতে মুস্কিল হইল না। যাহাই হউক, যখন নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম—পাহাড় যে শুধু পাহাড়ই তাহা নহে। পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র একটী জনপদ অবস্থিত। আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম রাস্তার পার্শ্বে একটী ক্ষীণ দীপের আলোক পরিদৃশ্যমান। কিন্তু আমি আর একটু অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম আলোটী স্থানত্যাগ করতঃ ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, এবং শুধু তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর চাকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম—একখানা গাড়ী যাইতেছে। সুতরাং গাড়ী খানা কোথায় যাইতেছে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ব্যগ্রতার

সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু গাড়ীর গতি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, সুতরাং আমার এই তাড়াতাড়িতে আর কুলাইল না, অতএব আমাকে দৌড়াইতে হইল। জনপদ কি ভাবে অতিক্রমিত হইল জানিতেও পারিলাম না, জনপদ ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার দৌড়াদৌড়িতেও কুলাইল না, গাড়ীখানা দূর হইতে দূরতরে চলিয়া যাইতে লাগিল; আমি অবশেষে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিলাম।

এইবার গাড়োয়ানের নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাড়ীখানার গতি আস্তে আস্তে কমিতে লাগিল। গোটা ৬।৭ ডাকের পর গাড়োয়ান জলদ গম্ভীর স্বরে সারা দিল—"Who's there? কে ওখানে!" প্রত্যুত্তরে আমি পূর্ব্ববৎ চিৎকার করিয়া কহিলাম—"Just wait a minute. একটু অপেক্ষা কর।" গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল। আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রায় ৩।৪ মিনিট পর তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। গাড়োয়ান আবার সেই সুরে জিজ্ঞাসা করিল—"What's the matter.—ব্যাপার কি?" আমি তখন ব্যাপারখানা কি তাহা খুলিয়া বলিলাম। বলা বাহুল্য, আমি যে লণ্ডনাভিমুখে চলিয়াছি, তাহাও বলিতে ক্রটি হইল না। যাহাই হউক, গাড়োয়ান তখন বলিল—"Just ride upon my wagon. গাড়ীর উপর উঠে বস।" আমি তাহাই করিলাম। সে তখন একখানা কম্বল আমার নিকট ফেলিয়া দিল। আমি তাহাতে আবৃত হইয়া বসিলাম। গাড়োয়ান গাড়ী

চালাইতে লাগিল, এবং এ কথা সে কথা সাত, পাঁচ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি সে সমুদয়ের অনেকগুলির উত্তর দিতে লাগিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে ক্লান্তি নিবন্ধন তন্দ্রা আসিল। আমি অচিরেই তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

তন্দ্রা নিবন্ধন অনেকক্ষণ আর কিছুই জানিতে পারি নাই, কিন্তু যখন তন্দ্রাভঙ্গ হইল তখন দেখিতে পাইলাম, আমি আমোদোন্মত্ত লোকজন পরিপূর্ণ আলোকমালাপরিশোভিত ছোট একখানি সহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। প্রাণটায় তখন কেমন একটু নুতন ভাবের আবির্ভাব হইল, আনন্দরাশির একটি রশ্মি কষ্টক্লিষ্ট ও চিন্তাবৃত মনের একটা দিকে যেন একটু আলগাইয়া দিল, মনটায় একটু স্ফূর্ত্তি লাগিতে লাগিল। কিন্তু "চোরা লণ্ঠনের আলো, দিক ঘুরাইলেই গেল।" এই যেটুকু স্ফূর্ত্তি হইতেছিল ইহা ভোগ করাও ভাগ্যে হইল না, গাড়োয়ান ডাকিয়া কহিল "Here you can get down, and try if you can find out a room here. এখানে তুমি নাম, এবং চেষ্টা ক'রে দেখ এখানে যদি কোনো ঘর পাও।' আমি তখন তাহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। গাড়োয়ান আপনার পথে চলিয়া গেল, আমি আপন কাজে যত্নবান হইলাম।

আমি ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইয়া দেখিলাম—ব্যাপার খানা কি? দেখিলাম—এখানে ছোটখাট একটা মেলা জমিয়াছিল। তবে আমার উপস্থিতির সময়—রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায়—

একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া আসিয়াছিল। তথাপি জিনিস পত্র এবং লোক-জনের সংখ্যা তখনও নিতান্ত কম নহে; রুটী, পিষ্টক ও আইস্ ক্রিমের (Iee cream) আমদানী তখনও যথেষ্ট। আমার সান্ধ্যভোজনের পর আমি অনেক রাস্তা হাটিয়া আসিয়াছি। তখন যাহা আহার করিয়াছিলাম তাহা কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল, সে খুঁজিয়া পাওয়াও মুস্কিল। আর সেও যাই হ'ক, রুটী পিঠার যে আমদানী ও যে বাহার তাহাতে আর কিছুতেই লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অতএব মনকে "কাল সকালে আবার হাঁটিতে হইবে", এই অজুহাত দিয়া জনার্দ্দন বলিয়া এক দোকানে বসিয়া গেলাম। আইস্‌ক্রিমে (Ice cream) আমার তেমন রোক্ পড়িল না, কেননা, আমি গাড়ীতেই বিশেষরূপে ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিলাম। অতএব আমি কিছু রুটী, পিঠা, পাই এবং দুগ্ধ লইয়া ভোজন করিতে লাগিলাম এবং অদূরে আমোদচক্রের অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

আমোদ-চক্রটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত, কিন্তু বোধ হয় নিচে লৌহের কাজও ছিল। এই চক্রের উপর হাতী ঘোড়া সিংহ ব্যাঘ্র এবং উট প্রভৃতি জানোয়ারের কাষ্ঠনির্ম্মিত বড় বড় প্রতিমূর্ত্তি সকল যথাক্রমে সমান দূরে সন্নিবেশিত এবং উত্তমরূপে অবস্থিত। চক্রটী মাঝে মাঝে অল্প বিরামে প্রতিনিয়তই ঘূর্ণায়মান। অথবা কোনও একজন ব্যাণ্ডের সহিত তাল রাখিয়া সব সময় ঘুরাইতেছে এবং আদেশ অনুযায়ী মাঝে মাঝে থামাইতেছে। এই ঘূর্ণায়মান

চক্রোপরি জানোয়ারের প্রতিমূর্ত্তি সকল এবং তদুপরি আরোহী বালকবালিকা এবং তরুণ যুবক ও ফুটনোন্মুখ যুবতীগণ, এমন কি দুই একটী ছেলে-কোলে-বৃদ্ধাও ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল।

কিন্তু এই দৃশ্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য অধিক সময় পাইলাম না, পিঠা খাওয়া যেমন শেষ হইয়া গেল অমনি মনে হইল—রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন ঘুমান নিতান্ত দরকার, অতএব বাসস্থান চাই-ই। সুতরাং তখন বাসস্থানের অনুসন্ধানে চলিলাম।

কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও বাসস্থান মিলিল না। বহু চেষ্টায়ও সজ্জিত গৃহের খোঁজ করিতে পারিলাম না। সুতরাং তখন সজ্জিত গৃহের পরিবর্ত্তে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম—এখানে এমন কোনও স্থান আছে কি না যেখানে রাত্রি যাপন করা যাইতে পারে? এই বার লোকে পথ দেখাইল, কহিল, "ওখানে পোলিস্ ষ্টেশন আছে, ওখানে যাও স্থান পাইবে।"

পোলিস্ ষ্টেশনের অভিজ্ঞতা আমার না আছে তা নয়, পাঠকেরও বোধ হয় স্মরণ আছে, কিন্তু তবু বিপদে শ্রীমধুসূদনই একমাত্র ভরসাস্থল! অতএব তাহাই করিলাম। অনতিদূরে পাহাড়ের শিরে পোলিস্ ষ্টেশন, আমি তথায় গেলাম।

পোলিস্ ষ্টেশনটী যদিও আকারে ছোট, তথাপি দেখিতে বেশ মন্দ নয়। আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুতরাং দেখিয়াই মনে হইল, এখানে থাকার অনুমতি পাইলে বেশ হয় বটে।

যাহাই হউক, অনতিবিলম্বে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথাকার প্রধান কর্ম্মচারীর খোঁজ করিলাম। জানিতে পারিলাম সে তখন নাই, কিন্তু অচিরেই আসিবে। এই সংবাদে তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলাম কিন্তু সে ফিরে না। একটু একটু করিয়া আরও কতকক্ষণ রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু সে আর ফিরে না, আরও কতকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, এবং অবশেষে ধৈর্য্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তথাপি সে আসিল না। শেষে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ ত এখনও এল না, বল্‌তে পার কখন আসবে? সে উত্তর করিল, "তাই ত, দেখ্‌ছি এখনও এল না; কিন্তু তার এতক্ষণ এখানে পৌঁছা উচিত ছিল। যা'ই হ'ক, তুমি বরং একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ।" আমি তাহাই করিলাম, পুনরায় মেলার দিকে চলিলাম।

কিন্তু আমি কি চিনি ওখানে কে পোলিস্ না "কুলিস্"। আমি সবাইকে একই রূপ দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু তথাপি কাহাকেও পোলিসের মত দেখায় কি না তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার কি আশা আছে? সুতরাং হতাশপ্রায় হইয়া অবশেষে পুনরায় পোলিস ষ্টেশনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখিলাম, আমার সম্মুখদিকে প্রায় ৪।৫ হাত দূরে পুরা পাঁচ হাত লম্বা একজন লোক অন্য একটী লোকের সহিত আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছে। আমি ইহার 'বাছাই করা' সাইজ

এবং ওভার কোটের কাট, ছাট ও কাপড় দেখিয়া সন্দিহান হইলাম; সুতরাং দ্রুত অগ্রসর হইয়া সম্মুখে যাইয়া কহিলাম—"আপনিই কি এখানকার পোলিস ষ্টেশনের কর্ত্তা ?"

পো—Can you tell me ; why ? বলতে পার, কেন ?

আমি—I want to see you. I went to the station and was waiting there for long time. But as you have come here, I could not find you over there. So, at last, I came to see if I can find you here. আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি পোলিস ষ্টেশনে গিয়াছিলাম, এবং অনেকক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু যেহেতু তুমি এখানে আসিয়াছ, সুতরাং তোমাকে সেখানে দেখিতে পাই নাই। অবশেষে, তোমাকে যদি এখানে পাই তাই দেখতে এখানে এসেছি !"

পো—Is that so ? Very well, sir, come along with me now. তাই না কি, বেশ, এখন আমার সঙ্গে এস।" বলিয়া পোলিসপুঙ্গব চলিতে লাগিলেন, আমিও তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম।

অতি অল্প সময় মধ্যেই আমরা পোলিস্ ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। তৎপর পোলিস প্রবর আমার নাম, ধাম এবং গন্তব্য স্থানাদির বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি তৎসমুদয়ের উত্তর প্রদান করতঃ পরে তাহাকে আমার প্রার্থনা জানাইলাম। সে তাহাতে তাহাদের আড্ডার ঠিকানা দিয়া আমাকে তথায় যাইতে বলিল। আমি অগত্যা সেই দিকে চলিলাম।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। আমি আস্তে আস্তে সেই ক্ষুদ্র সহর খানির দক্ষিণে একেবারে প্রায় সহরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিলাম। কিন্তু আড্ডা কোথায় ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল অগ্রপশ্চাৎ ও এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

রাস্তায় তখন লোকজনের সমাগম অতি কম। এখানকার যত লোক সমস্ত ঐ মেলায় সমবেত হইয়াছিল। অনেকে রাত্রি দশটা এগারটার ভিতরেই ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহারা ঝোঁকে পড়িয়াছে, তাহারাই সেই ঝোঁকেই তখনও রহিয়াছে। তবে যে দুই একটীর ঝোঁক ছুটিতেছে, তাহারাই কেবল একটী আধটী করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করিতেছে। তাহাদেরই কেবল দুই একটী লোক এই সময় রাস্তায় আসিতেছিল।

আমি অনেকক্ষণ আড্ডা কোন্‌টী ঠিক না পাইয়া এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করিতেছিলাম। এবং রাস্তায় লোক অভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলাম না বলিয়া বড়ই মুস্কিল অনুভব করিতে-ছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে একজন লোক দেখা দিল। আমি তখন তাহার নিকট 'আড্ডা' কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটী অঙ্গুলিনির্দ্দেশে অদূরে একটী দ্বিতল গৃহ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি নির্দ্দেশিত গৃহাভিমুখে চলিলাম।

কিন্তু গৃহদ্বারে পঁহুছিয়া দরজায় আঘাত করিয়া কোন প্রত্যুত্তর পাইলাম না। তখন ডাকাডাকি আরম্ভ করিলাম।

তাহাতেও ভিতর হইতে কোন সারাশব্দ পাওয়া গেল না। সুতরাং মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—এইটীই সেই 'আড্ডা' কি না। অতএব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অন্য কোন লোক আসার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, এবং বিধির কৃপায় প্রায় মিনিট দশেক পরেই আর একটী লোক এই পথে আসিল। আমি তখন তাহাকে আড্ডা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম। এবং সেও পূর্ব্ব প্রদর্শিত দ্বিতল গৃহটীই দেখাইয়া দিল। সুতরাং আমি পুনরায় গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু এবারও পূর্ব্ববৎ নীরব। সুতরাং তৎপরে একদিকে দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম, অন্য দিকে খুব ডাকাডাকি করিতে লাগিলাম। কিন্তু চিৎকারে কোনই সুফল ফলিল না। কেননা, ভিতর হইতে কেহই কোন সারাশব্দ করিল না। বরং চিৎকারে কুফল ফলিল। একটী অজানিত, অচিন্তিত ও সম্পূর্ণ নূতন রকমের ঘটনার সংঘটন হইল।

তখন রাস্তা দিয়া দুই তিন জন লোক যাইতেছিল। আমাকে 'আড্ডা'র দরজায় আঘাত করিতে এবং ডাকাডাকি করিতে দেখিয়া একজন রাস্তা হইতে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এখানে কি চাও?" প্রত্যুত্তরে আমি আমার 'আড্ডা'র দরজায় আগমনের কারণ তাহাকে জ্ঞাপন করিলাম। সে তখন বলিল—"I will then also stay here. I have the same right

as you have, rather I am better qualified then you are. আমিও তাহ'লে এখানে থাকিব; তোমার যে অধিকার আছে, আমারও তা আছে, বরং তোমা অপেক্ষা আমার এ বিষয়ে যোগ্যতা বেশী।"

আমি—"How so? সে কেমন!"

আগন্তুক—"Why not? This is Public property. Because it belongs to the Government. And if you with all these your swell dresses can have the privilege of staying here, why 'me' a poor man with this raggy clothes should not have the same privilege as you have. So I must stay here. কেন না? এটা সর্ব্বসাধারণের বিষয়। কারণ ইহা গভর্ণমেণ্টের। যদি তুমি তোমার এই সব পরিষ্কার কাপড় চোপড় সত্ত্বেও এই জায়গায় অবস্থান করিবার সুবিধা পাও, তবে আমি এই সমস্ত ছেঁড়া কাপড় চোপড়ের একজন গরীব মানুষ কেন সেই সুবিধা পাইব না? সুতরাং আমি অবশ্যই এখানে থাকিব।" এই বলিয়া সে ঠিক হইয়া দরজায় বসিল। আমি মহা মুস্কিলেই পড়িলাম। লোকটীর সঙ্গের দুইটী লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা কি দেখিতেছিল; আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলাম—"ইহাকে লইয়া যাও।" লোক দু'টী তখন এই লোকটীকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু ইনি তখন নানারূপ কথা বলিতে লাগিলেন। আমি তখন তাহাদিগকে

ডাকিয়া নিকটে আনিতে চেষ্টা করিলাম। তাহারা আসিয়া ইহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু লোকটী টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতেও বল প্রয়োগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অন্য লোক আসিয়া জুটিল। তাহাদের ভিতর ইহার ২।১টী বন্ধু ছিল। তাহারাও আসিয়া ইহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এ তখনও বল প্রয়োগ করিয়া এখানে থাকিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহাদের তিন চারি জনের সমবেত শক্তির নিকট ইহাকে পরাস্ত হইতে হইল; সুতরাং অবশেষে তাহারা ইহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। এই সময় ইহাদের একজন বন্ধু আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়—আপনি কেন এ স্থানে অবস্থান করিতে চাহিতেছেন!" প্রত্যুত্তরে আমি কহিলাম—'বাসস্থানের অনুসন্ধান করিয়াও মিলিয়া উঠে নাই; সুতরাং অগত্যা পোলিসের শরণাগত হইতে হইয়াছে এবং তাহারাই আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছে।" যুবকটী তখন—"আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি বাসস্থানের যোগাড় করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া আগে আগে চলিলেন, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম!

আমরা পুনরায় সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যুবক প্রথমে "সজ্জিত গৃহের" অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্তই দেখিলেন সে দিন ততক্ষণ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ৪।৫ যায়গায় চেষ্টা করিলেন,—কোথাও স্থান পাওয়া গেল না।

তৎপর তিনি তাহার পরিচিত গৃহস্থ ভবনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতেও চারি পাঁচ স্থান হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু অবশেষে একটী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একটুক্ষণ পর বাহিরে আসিয়া কহিলেন—"আসুন—এখানে থাকিতে পারিবেন।" আমি তখন তাহার সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। অতঃপর যুবক আমাকে গৃহস্বামীর নিকট পরিচয় করিয়া দিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আমি তখন শত সহস্র ধন্যবাদ এবং আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। গৃহস্বামী আমাকে একথা সেকথা লইয়া দুই চারিটী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধ্যানুযায়ী তাহার উত্তর দিতে লাগিলাম। ইত্যাবসরে গৃহকর্ত্রী একখানা খাটে আমার শয্যা রচনা শেষ করিলেন। আমি তখন তাহাদিগকে good night (গুড্ নাইট) দিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া যুবকের চরিত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম—কি পরহিতপরায়ণতা! কি সহিষ্ণুতা !! কি বা অটুট অধ্যবসায় !

কিন্তু রাত্রি তখন প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। অতএব আর অনেকক্ষণ ভাবিবার সময় হইল না, ক্লান্তি ও শ্রান্তি নিবন্ধন আমি অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে হাত মুখ প্রক্ষালন করতঃ হোটেল ত্যাগ করিলাম। ছোট সহরখানি অতিক্রম করিতে অনেকক্ষণ লাগিল না, আমি অল্প সময় মধ্যেই সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমায়

আসিয়া পঁহুছিলাম। সহরখানির এদিকে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে নয়ন, মন উৎফুল্ল হইল। প্রাতে প্রাতঃসূর্য্যের ঈষৎ রক্তিমাভ কিরণ পরিশোভিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন প্রতিবেশী-ভবন সকল পরিদর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলাম। এই ক্ষুদ্র সহরে এত সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও ভাবিতেও পারি নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া যে আমি আমার গতি বন্ধ করিয়া প্রাতের প্রকৃতিক শোভা পরিদর্শন করিতেছিলাম তাহা নহে, আমি চলিতেই ছিলাম। তবে একটু কম জোড়ে। তাই, যখন মনে হইল যে, আমার অনেক দূরে যাইতে হইবে, তখন গতি একটু বাড়াইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম।

এই দিন সকালে এখানে উল্লেখ-উপযোগী আর একটী বিষয় দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দেখিলাম গোপকুলনন্দনগণ দুগ্ধ পরিপূর্ণ ভার সমুদয় লইয়া কেবল সহরাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদের সংখ্যা এত অধিক বোধ হইয়াছিল যে আমি অবশেষে ভাবিতে লাগিলাম এই ক্ষুদ্র সহরে কিরূপে এত দুধের কাটতি সম্ভবপর হইতে পারিবে? কিন্তু আমি সম্ভব আর অসম্ভব ভাবিলে কি হয়, যাহা যথার্থ হইতেছে তাহার আর সম্ভব অসম্ভবের কি প্রশ্ন হইতে পারে।

যাহাই হউক, সে দিন সকালে তখনও ব্রেকফাষ্ট করি নাই। সুতরাং মনে হইল, যদি এক পাইণ্ট দুধ পাওয়া যায় তবে সুন্দর ব্রেকফাষ্ট হয় বটে। অতএব একজন দুধওয়ালাকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, সে যদি এক পাইন্ট দুধ বিক্রয় করিতে পারে? সে আমার কথায় তেমন একটা কান দিল না, কেবল মাত্র—"There is nothing to drink on. দুধ পান করিবার কোনও পাত্রই নাই" বলিয়া সে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল, আমি আমার দিকে চলিতে লাগিলাম। তৎপর পুনরায় একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। এই লোকটি নিরাপত্তিতে এক পাইন্ট দুধ মাপিয়া একটি টিনের পাত্রে করিয়া আমাকে দিল, আমি দুগ্ধ পান করিয়া মূল্য সহিত পাত্রটি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম; গোপনন্দন সহরাভিমুখে ছুটিল, আমিও আমার পথে চলিতে লাগিলাম।

কিন্তু এই সব প্রাকৃতিক ও লৌকিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতেই দেখিলাম, সূর্য্যদেব আস্তে আস্তে অনেক উপরে উঠিয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তখন একটু জোরে জোরে হাটিতে লাগিলাম। কিন্তু ইংলণ্ডের রাস্তায় চলা নিতান্ত সোজা ব্যাপার নয়, মূহুর্ত্তেই আকাশ পাতাল প্রভেদ। ঘনঘনই ছোট ছোট পাহাড় চূড়ায় আরোহণ করিতে হয় এবং তাহাদের পাদদেশে অবতরণ করিতে হয়। সুতরাং অল্প রাস্তা হাটিতেই অতিশয় পরিশ্রান্ত হইতে হয় এবং যথেষ্টই ক্লান্তি অনুভব করিতে হয়। আমাকেও সেই রূপই করিতে হইল। অতএব যখনই পাহাড়ের শিরোদেশে আরোহণ করিতাম, তখনই বসিয়া নেহাত পক্ষে দু'এক মিনিট সময় বিশ্রাম করিতাম।

এখানে এই পর্ব্বত-কন্দর-ভেদী রাস্তায় চলিতে অনেক

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হয়। আমি যখন রাস্তার গতি অনুসারে পাহাড়শিরে আরোহণ করিতাম এবং ক্লান্তিনিবন্ধন বসিয়া দু'এক মিনিট বিশ্রাম করিতাম, তখন আমার নয়নযুগলও এই সমুদয় প্রাকৃতিক দৃশ্যে আকৃষ্ট হইত। অনেক সময় এই সমুদয় দৃশ্যাবলি দেখিতে দেখিতে আমি যে আপনা ভুলিয়া যাইতাম না, তাহাও নহে। তৎপর যখনই আবার মনে হইত—অনেক রাস্তা হাটিতে হইবে—তখন আবার তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাটিতে থাকিতাম।

এই সমুদয় নির্জ্জন অথচ সুন্দর পাহাড়-প্রান্তরে চলিবার সময় দুই একবার যে ঔদাস্য আসিয়া হৃদয় অধিকার না করিত তাহাও নহে। 'ম্যাট্‌লকে' পঁহুছিবার প্রায় তিন ঘণ্টা আগে একটি পাহাড়শিরে রাস্তার ধারে বসিয়া যখন আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম, এবং অত্যন্ত ক্লান্তিবশতঃ যখন সুন্দর ঘাসের উপর শয়ন করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ সূর্য্যের দিকে নজর পড়িল। দেখিলাম, বেলা অনেক হইয়াছে। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম—বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা। মনে হইল,—'ম্যাট্‌লক্' এখনও অনেক দূর। এখন এখানে শয়ন করিলে খাওয়ার সময় 'ম্যাট্‌লকে' পঁহুছিতে পারিব না। সুতরাং এই স্থানে এখন শয়ন করা কি উচিত? এই সময় মনের ভিতরে, বুঝিতে পারি না, কেন কেমন একটি ভাবের উদয় হইল। এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, আপন মনে বলিয়া ফেলিলাম—"আঃ, যাক্ না কেন, গেলই বা। আর কি!" কিন্তু এই ভাব

অনেকক্ষণ আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রাখিতে পারিল না। পর মুহূর্ত্তেই আর এক নিঃশ্বাসে আমি আবার বলিয়া ফেলিলাম—"তাই ত! বেলা যে প্রায় এগারটা। চলেছি যখন—যেতে হবে ত নিশ্চয়। তবে অপেক্ষা কেন? 'ম্যাট্‌লকে' যাহাতে খাওয়ার বেলার পূর্ব্বে পঁহুছিতে পারি, তাহাই ত করা ভাল।" এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত শরীরে আবার কি এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল—মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত ধমনীতে এই ভাবটি শক্তিরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ওভার কোটটি গায়ে পড়িয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম।

বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমি 'ম্যাট্‌লকে' পঁহুছিলাম। 'ম্যাট্‌লক' একটি পাহাড়ের ঠিক চূড়ার উপরে অবস্থিত। ইহাতে বেশী কোন উল্লেখোপযোগী সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া মনে হইল না। আমি সহরের প্রধান রাস্তা ধরিয়া সহরটি প্রায় অতিক্রম করিলাম; কিন্তু সহর সীমা পার হইবার ঠিক পূর্ব্বেই একখানি দোকান হইতে সামান্য কিছু রুটি ও পিষ্টক ক্রয় করিয়া খাইতে লাগিলাম ও দোকানের কর্ত্রীর নিকট কিছু পানীয় জল প্রার্থনা করিলাম। দোকানকর্ত্রী তখন জিজ্ঞাসা করিল—"Do you want milk? দুধ লইবে?"

আমি—Have you got any? আছে কি?

কর্ত্রী—Yes, I have,—হাঁ, আছে বৈ কি।

এই বলিয়া বৃদ্ধা উচ্চৈস্বরে 'মেরী' 'মেরী' করিয়া ডাকিতে

লাগিল। মেরী তখন কক্ষান্তর হইতে—"Yes, Madam. হাঁ, গিন্নী"বলিয়া সাড়া দিল। অগোণে মেরী আসিয়া বৃদ্ধার সম্মুখে হাজির হইল। বৃদ্ধা কহিল—"Give this gentleman a glass of milk, will you?—এই ভদ্রলোকটিকে এক গ্লাস দুধ দাও, বুঝলে?" "All right—আচ্ছা" বলিয়া মেরী তখন কক্ষান্তরে গমন করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—"You better come in." বৃদ্ধাও তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"Go in, there," আমি দেখিলাম দোকান-কামড়ার পশ্চাতেই আর একটি কামড়া রহিয়াছে। আমি তথায় প্রবেশ করিলাম এবং প্রবেশ করা মাত্র দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—এ একটি চা'র দোকান; সুতরাং আমি নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে বসিয়া রুটি ও পিষ্টক ধ্বংস করিতে লাগিলাম। সাহস হইল—এটা 'জেণ্টেলম্যানে'র বাড়ী নহে। ইত্যবসরে মেরী দুগ্ধ লইয়া হাজির হইল। আমি পিষ্টকই পরিশেষ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মেরী যখন দুধের গ্লাস টেবিলের উপর রাখিতেছিল, তখন, মুহূর্ত্তের জন্য তাকাইয়া দেখিলাম,—মেরী বেশ সুন্দরী-ই বটে। আমি আবার তখনই আমার নয়নযুগল সামলাইয়া লইলাম। কেননা, আমার ত উদ্দেশ্য রূপরসপান নহে, কেবল চক্ষু বুলাইয়া জগতের বস্তু কিরূপ এবং কেমন তাহা দেখিয়া এবং বুঝিয়া লওয়া। যাহাই হউক, মেরী আমার বুঝা সুঝার জন্য অপেক্ষা করিল না। সে দুধের গ্লাস রাখিয়া আপনার কাজে

চলিয়া গেল। আমি আর একবার আঁখিকে নির্ব্বিবাদে নিরীক্ষণ কবিতে দিলাম। মেরী অচিরেই অদৃশ্য হইল।

কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম, চক্ষু দু'টি কি? যে চক্ষু প্রণয়ী-যুগলের প্রণয়সূত্র গড়িবার প্রথম সূচনা করিয়া দেয়, যে চক্ষু প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটনের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দেয়, যে চক্ষু বিজয়েব প্রথম বিজ্ঞান-দ্বারী, যে চক্ষু ভক্তিরসে পরিপ্লাবিত হইবার প্রথম সোপান, যে চক্ষু সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার একমাত্র রজ্জু—সে চক্ষু কি? আর পরিশেষে—যে চক্ষু এই জগতে মানবের যত কিছু অর্থ এবং অনর্থের মূল, যে চক্ষু মানুষকে ধ্বংসের পথে চালাইয়া দেয়, আর যে চক্ষু মানুষকে দেবতা হইয়া দেবলোকে পঁহুছিবার পথের ও পাথক করিয়া দেয়—সেই চক্ষু কি? মনে হয়, ইহা মানবদেহরূপ জগতের বহির্মুখীন দরজা। তোমাকে তুমি একটি প্রস্তর নির্ম্মিত কামরায় আবদ্ধ করিয়া দাও, কিছুই দেখিতে পাইবে না। বাহিবের আলো, ভিতরে আসিবে না। তোমার দৃষ্টিও বাহিরেব আলোকে কি আছে নিরীক্ষণ করিতে পারিবে না। দরজা খুলিয়া দাও, বাহিরের আলো আসিয়া কামরা আলোকিত করিবে। তুমি দেখিতেও পাইবে। মানুষের অন্তর্নিহিত মানুষের পক্ষেও চক্ষু দু'টি সেইরূপ বহির্মুখীন আলোকদ্বার। বন্ধ করিয়া দাও—বাহিরের আলো ভিতরে আসিবে না। তুমিও আলোকিত হইবে না—কিছু দেখিতেও পাইবে না। খুলিয়া দাও—নয়নোন্মীলন কর—বাহিবের আলো ভিতরে আসিবে—তুমিও দেখিবে।

সত্য কথা, এই চক্ষুই কাহারও পক্ষে মহা অনর্থের মূল হইয়া থাকে, একেবারে ধ্বংসের ক্রোড়ে তুলিয়া দেয়। এমন কি মানুষ আর মানুষ থাকে না। আবার এই চক্ষু-ই বাহিরের আলোকে মানুষকে আলোকিত করাইয়া একেবারে স্বর্গের সোপানে আরোহণ করাইয়া দেয়। মানুষ তখন মানব-দেহেই দেবলোকে পঁহুছিবার যোগাড় করে, এ কথাও সত্য। চক্ষু যথার্থই মানবের দেহরূপ প্রকোষ্ঠের বহির্মুখীন আলোকদ্বার।

আমার প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল; সুতরাং আবার আহারের দিকে মন গেল। দেখিলাম—আমার থালায় তখনও একখানা 'ডোনাট' পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেখানার সৎকার্য্য করিয়া দুধটুকু পান করতঃ দোকানের পয়সা মিটাইয়া দিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম।

তখন অক্টোবর মাস প্রায় শেষ। সুতরাং বেলা আর বেশী নাই। একটু তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় সাড়ে চারিটার সময় আবার একখানি পল্লীতে উপস্থিত হইলাম এবং অতিশয় পরিশ্রান্তি বশতঃ রাস্তার পাশে ক্ষণকাল বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। তখন অদূরে কৃষক-ভবন নয়ন-পথে পতিত হইল। ম্যাট্‌লক হইতে আমি অনেক পথ হাটিয়া আসিয়াছি; সুতরাং তখন দোকানে যাহা আহার করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা অনেকক্ষণ হয় হজম হইয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই কৃষক বাস দর্শনে মনে হইল, এই জায়গা হইতে

কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিলে সুবিধা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে রাত্রি আবার কোথায় যাপন করিব—সে চিন্তারও আসিয়া অন্তরে উদয় হইল। ভাবিলাম—আর সকালে জনপদ পাইব কি না জানি না। অতএব যদি সম্ভব হয় এখান হইতেই আহারাদি সম্পন্ন করিয়া রাত্রের যে গতি হয় করা যাইবে।

এই ভাবিয়া আর বিশ্রামের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আহার্য্য সংগ্রহে গমন করিলাম। অদূরেই কৃষক ভবন পরিদৃশ্যমান। তথায় যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কোথাও রুটি পাওয়া যাইতে পারে কি না। একটি বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"না। আমরা দরকারী জিনিষ পত্র 'ডারবী' হইতে আনিয়া থাকি।"

আমি—How far is Derby from here? ডার্‌বি এখান হইতে কত দূর ?

বৃদ্ধ—It's about ten miles—প্রায় দশ মাইল হইবে।

আমি—"So far as that ? এত দূরে ?

বৃদ্ধ—Yes sir, rather it's a little over ten miles. হাঁ মহাশয়, দশ মাইলের একটু উপরে।

আমি—How long you think it will take me to reach Derby ? ডার্‌বি পঁহুছিতে আমার কতক্ষণ লাগিবে, মনে কর ?

বৃদ্ধ—Not less then three hours, I gress. তিন ঘণ্টার কম নয়।

আমি—However, will you, please, tell me,

where I can get a loaf of bread. তুমি অনুগ্রহ করিয়া বলিতে পার, এখন আমি একখানা রুটি কোথায় পাইতে পারি।

বৃদ্ধ—O', I don't know where you can get it. I don't think you can get bread here, not before you reach Derby. কি করিয়া বলিব, কোথা পাইবে। আর ডার্বি না পঁহুছিলে এখানে যে পাইবে—তাহাও মনে করিতে পারি না।

এই বলিয়া বৃদ্ধ শুক্ল শ্মশ্রু চুলকাইতে চুলকাইতে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম এইটি ইংলণ্ডের 'ভদ্রলোক' (Gentleman)। সুতরাং আমিও আস্তে আস্তে রাস্তায় উঠিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কিন্তু দুনিয়ায় মুস্কিল এই যে যাহা চাই তাহা চাই-ই। অভাবই লোককে কাজের জন্য উৎপীড়ন করে। অভাব যদি না থাকিত তবে কে কোন দিন কাজ করিতে ইচ্ছা করিত। এই অভাব সাধারণতঃ দুই প্রকার—স্বকৃত আর স্বভাবসিদ্ধ। এই দুই প্রকার অভাবের পূর্ব্ব প্রকারকে গৌণ এবং শেষেরটিকে মোক্ষ আখ্যা দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় হয় না। আগেরটি স্বকৃত শেষেরটি প্রকৃত। প্রাকৃতিক অভাব মোচন না করিলেই নয়, আর স্বকৃত অভাব আপাততঃ মোচন না করিলেও তেমন কোনই হানি হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু ক্ষুধিত হইলে খাদ্যসামগ্রীর যে অভাব তাহা, যে কোনও উপায়ে হউক, দূর

করিতেই হইবে। তৃষ্ণা হইলে জল চাই-ই। ইত্যাদি প্রকার অভাবগুলি প্রাকৃত অভাব।

বেলা আর নাই, সন্ধ্যা হইয়াছে। অনেক পথ হাটিয়া আসিয়াছি। আমি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম কবিতে প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু আমি ক্ষুধিত, সুতরাং খাদ্যের সংস্থান হওয়া চাই। অতএব আর একটু অগ্রসর হইতে থাকিলাম, কিন্তু অদূরেই একটি কৃষকভবন দৃষ্টিগোচর হইল, তখন ভাবিলাম এখানেও একবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই স্থির করিয়া আমি অগ্রসর হইতে থাকিলাম। কিয়ৎদূর যাইয়াই দেখিলাম বাড়ীর বাহিরে একটী গো-শালা সম্মুখে কৃষক কি এক কাজে ব্যস্ত। আমি তাহার নিকট যাইয়া গুড্ ইভিনিং (good evening) বলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম। কৃষকও তখন গুড্ ইভিনিং বলিতে বলিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"yes, sir, what can I do for you? আপনার জন্য আমি কি করিতে পারি?

আমি—Well, I am coming from Manchester and expect to go to London. But I am hungry now, and was looking for bread. But there is no store here. So, I beg to say if you can spare a loaf of bread, for which, of course, I will be willing to pay, if you don't mind it. আমি ম্যানচেষ্টার হইতে আসিতেছি, এবং ইচ্ছা করিয়াছি লণ্ডন যাইব। কিন্তু এখন বড়ই ক্ষুধিত হইয়াছি বলিয়া রুটির অনুসন্ধান করিতেছিলাম। কিন্তু

এখানে দোকান নাই, অতএব মহাশয়ের নিকটে প্রার্থনা এই যে মহাশয় যদি একখান রুটী আমাকে দিতে পারেন? বলা বাহুল্য যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি উহার মূল্য দিতে প্রস্তুত।

কৃষক—O' no, I can't spare that much, but I can give you some bread and butter to eat, if you like it. না, আমি অতটা পারি না, তবে যদি তুমি চাও আমি কিছু রুটি এবং মাখন তোমাকে খেতে দিতে পারি।

আমি।—I think that will serve the purpose, all right, I don't mind it. আমার বোধ হয় তাতেই বেশ কাজ চলবে, আমি তাতে কিছু মনে করি না।"

অতঃপর কৃষক, "very good, অতি উত্তম" বলিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল, আমি বাহিরে ঘাসের উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সেদিন কৃষক বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিতেছিল। পার্লারের কার্পেট, চেয়ার প্রভৃতি যাহা কিছু তখন বাহিরে ছিল। কিন্তু তখনও ঘরে ছোট একখান টেবিল ছিল। কৃষক টেবিলখানা টানিয়া ঘরের মাঝখানে আনিয়া উপরের ধূলিবালি মুছিয়া ফেলিয়া একখানা থালায় করিয়া মাখন মাখা দুই টুকরা রুটি এবং আর একখানা থালায় বড় একখানা মাংসের টুকরা আনিয়া রাখিল এবং তৎপর আমাকে তথায় আহ্বান করিল। আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু প্রবেশ করিতেই খাদ্য

দ্রব্যের প্রতি নজর পড়ায় দুই খানা মাত্র রুটির টুকরা দেখিয়াই প্রাণটা কেমন চমকিয়া উঠিল, মনে হইল—এই দুই টুক্‌রা মাত্র রুটিতে আর কি হইবে? এ আরও জ্বলন্ত অনলে সামান্য মাত্র তৃণ-কণা নিক্ষেপের মত হইবে। কিন্তু যাই হ'ক, "ইহা দ্বারাই সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে" এই চিন্তায়ই আমাকে সংযত করিয়া লইল। আমি আস্তে আস্তে একখানা চেয়ারে উপবেশন করিলাম। কিন্তু উপবেশন অন্তে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার বিমর্ষভাব ক্ষণকাল মধ্যেই তিরোহিত হইল। দেখিলাম কৃষক যে রুটি দিয়াছে তাহা গণনায় দুই খানা মাত্র হইলেও জিনিষ খুব বেশী। ইহা ছাড়া খুব বড় একখানা মাংসের টুক্‌রাও দিয়াছেন বটে। কিন্তু আমি তৎকালে মাংস খাইতাম না, অতএব মাংস খানা তখন ফিরাইয়া দিলাম এবং একটু চিনি সহযোগে সেই সমুদয় অতিশয় তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লাগিলাম। ভোজনান্তে কৃষককে ধন্যবাদ দিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু কৃষক তাহার নাম বলিতে প্রথমে একটু আপত্তি করিল। আমি যখন ইহাতে তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই, কেবলমাত্র আমার নোটবুকে তাহার নামটি থাকিলে ভবিষ্যতে কোন দিন মনে করা দরকার হইতে পারে, এই কথাটি বুঝাইয়া দিলাম, তখন সে বলিল—"Write down—E. O. Dawson, if it is so." আমি তখন তাহার নামটি নোটবুকে লিখিয়া লইয়া তাহাকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করতঃ জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখান হইতে ডার্বি কতদূর হইবে।"

সে উত্তর করিল—"It's not less than ten miles yet, এখনও দশ মাইলের কম নয়।" আমি তখন বলিলাম—"All right, Mr. Dawson, then, good bye. Thank you very much. Indeed, "am very much obliged to you. Good bye once more. বেশ, তাহা হইলে এখন আসি—গুড বাই (Good bye)। আপনার নিকট আমি বাস্তবিকই যারপর নাই কৃতজ্ঞ। আর একবার গুড্‌ বাই।" বলিয়া আমি বিদায় হইলাম। Mr. Dawsan তখন বলিলেন—Make haste. Try to reach Derby to-night, it is quite a long walk though. হাঁ, একটু তাড়াতাড়ি কর। যদিও লম্বা রাস্তা, যে করেই হ'ক, আজ রাত্রে ডার্‌বি পঁহুছা চাই।" আমি দুর হইতেই তাহার উত্তরে কহিলাম—"All right, thanks." ডসন তখন আপন কাজে চলিয়া গেল, আমি তাড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল মধ্যেই ডসনের গৃহ অদৃশ্য হইল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সূর্য্যদেব অস্তাচলে অস্তমিত। লোহিতরাগে রঞ্জিত পশ্চিম গগন অন্ধকারে নিমগ্নপ্রায়। আমার সম্মুখে পূর্ব্বদিক দ্রুত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। আমি তখন তাড়াতাড়ি সেই অজানা ভূমিতে অপরিচিত পথে ডার্‌বি অভিমুখে চলিতেছি। দেখিতে দেখিতেই ধরাতল ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সকলেই যে যাহার আপন আলয়ে পঁহুছিতে থাকিল। আর আমি তখন দীর্ঘ

নিঃশ্বাস ত্যাগের পর তাড়াতাড়ি অদৃশ্য গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে অনেক রাস্তা আসিয়া পড়িলাম। সন্ধ্যার ঘনান্ধকার একটু একটু করিয়া প্রশমিত হইতে লাগিল। আমি সমস্তদিনের পথশ্রম সত্বেও আমার গতি আরও একটু বাড়াইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তখন রাস্তাটি আবার খারাপ হইতে লাগিল। সুতরাং আমার গতি বাড়ান সত্বেও পথ তাড়াতাড়ি কমিয়া আসিতেছিল না।

আমার পথ চলার আর একটি বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। এখানে বাইসাইকেল ওয়ালাদের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী। এখানে যুবকেরা বোধ হয় সন্ধ্যাবেলায় বাইসিকেল লইয়া বড় বেশী দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকে। প্রায় প্রতি পাঁচ মিনিটেই হঠাৎ এক যোগে দুই তিনটি বাইসিকেলের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া অন্ততঃপক্ষে মুহুর্ত্তের জন্য পথের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত।

আর একটি বিঘ্ন ইহা অপেক্ষাও সাংঘাতিক। এ রাস্তায় হাওয়াগাড়ী (মোটরকার) অত্যাচার আরও কিছু বেশী এবং একটু ভয়েরও বটে। একটু দূর হইতে আগমনের আয়োজন দেখিলেই ইহার আগমন এবং নির্গমন কাল পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। তাহাতে প্রায় প্রতি বারেই আমাকে এক আধ মিনিট কাল হারাইতে হইত।

যাহাই হউক, এইরূপ ভাবে পথ চলিতে চলিতে রাত্রি প্রায় দশটার সময় ডার্বির 'সুবার্বনের' আলো দেখা দিল। তখন

অতি বড় অব্যাহতিসূচক একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস আপনিই বাহির হইয়া গেল। আমি পথের পাশে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু তখনও রাস্তা ফুরায় নাই জানিয়া ক্ষণকাল পরেই দণ্ডায়মান হইয়া পুনর্ব্বার হাটিতে প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু হায়! তখন আর পারি না। আমি তখন বাস্তবিক বলিতে কি প্রায় চলশক্তিহীন। কিন্তু যাইতে হইবেই। তাই আস্তে আস্তে অতি কষ্টে পা ফেলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তখনও ডার্বি সহরের কেন্দ্র পর্য্যন্ত এক মাইল রাস্তা হাটিতে হইবে।

বহু কষ্টে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় ডার্বিতে পঁহুছিলাম। কিন্তু তার পর? ডার্বি তখন অনেকটা নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছে। কোথায় যাইব? সহরে কোথায় কি, কি করিয়া জানিব? সহরের বড় হোটেলগুলি অবশ্য তখনও খোলা ছিল, কিন্তু এত পয়সা পাইব কোথায়? অল্প দামের হোটেলগুলি কোথায় খুঁজিয়া বাহির করা মুস্কিল, আর খুঁজিয়া বাহির করিবার সে সাধ্যই বা তখন কোথায়! অতএব ইহা একটি বিষম রকমের ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কি করিব প্রথমে কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। ইতিমধ্যে হঠাৎ স্যালভেসন আর্ম্মির Salvation Army আশ্রমের নামটি মনে পড়িল। আমি মনে করিলাম তবে বুঝি একটি উপায় আছে। এমন সময় আমার নিকট দিয়া একটি লোক যাইতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি বলিতে পারেন স্যাল্-

ভেসন আর্ম্মির আশ্রমটি কোথায়? লোকটি তখন নিকটস্থিত একটি দ্বিতল দালান দেখাইয়া দিয়া কহিল "Here it is. এই এখানে।" আমি তখন তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া দালানের দরজায় যাইয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম, কিন্তু কেহই কোনরূপ সাড়া দিল না। আবারও ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও কোনরূপ সারা শব্দ না পাওয়ায় অবশেষে সজোরে কপাটে আঘাত করিতে লাগিলাম। এই বার ঘরের লোকের চেতনা হইল, এবং অচিরেই ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। একটি লোক তখন ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল "Who is there? কে ওখানে?"

আমি—I am a stranger. আমি একজন আগন্তুক।

লোক—What do you want? তুমি কি চাও?

আমি—I have just arrived here. I have no place to put up for the night. So, I beg to say if you could allow me to stop here. আমি এইমাত্র সহরে পঁহুছিয়াছি। রাত্রে অবস্থান করিতে পারি এমন স্থান আমার নাই। সুতরাং প্রার্থনা যদি তোমরা তোমাদের এখানে অবস্থান করিতে অনুমতি দেও?

"I don't know, me see! আমি জানি না, আচ্ছা দেখি" বলিয়া লোকটি উপরে চলিয়া গেল। আমার প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল, কিন্তু অনতিবিলম্বেই লোকটি আসিয়া সংবাদ দিল—No Sir, sorry. We cannot accomodate

you here. বড়ই দুঃখের বিষয়, মহাশয়, আমরা 'আপনাকে আশ্রয় দিতে পারি না।

আমি—I want just a little place to wait until morning and don't care for any beddings. আমি বিছানা পত্র চাই না, সকাল বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য সামান্য একটু স্থান চাই।

লোক—No, Sir, Everything is filled up, না মহাশয়, সকলই ভরিয়া গিয়াছে।

আমি—Why, there is little place behind the door I think there I can wait just as well. you can spare this place, cann't you? কেন, এই এখানে দরজার পিছনে একটু স্থান আছে, এখানে আমি বেশ অপেক্ষা করিতে পারি, এ জায়গাটুকু ছাড়িয়া দিতে পার না?

লোক—No, Sir. না মহাশয়।

আমি—Why, this is not occupied as yet, is it? কেন, এ জায়গা এখনও পূর্ণ হয় নাই, হয়েছে কি?

লোক—No, but we cann't allow you to stop here, in any way. কিন্তু যেরূপেই হ'ক আমরা তোমাকে এখানে থাকিতে দিতে পারি না।

আমি – why? কেন?

লোক—No, we cann't, that's all, there is no 'why' here. আমরা এখানে থাকিতে দিতে পারিব না, এই—অ'র আর এখানে কোন 'কেন' নাই।

আমি—But, do you know that you are drawing public money for the salvation of the people? তুমি কি জান যে মানুষের মুক্তির জন্য তোমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে টাকা পয়সা লইয়া থাক?

লোক—Yes, what's of that? হাঁ! তা'তে কি?

আমি O,' I see, the key of the Heaven is in your hand, but not of this place? অ—বুঝিয়াছি স্বর্গের দরজার চাবি তোমাদের হাতে, কিন্তু এখানকার নয়?

লোকটা এমন সময় একটু গরম হইয়া কহিল—If you disturb me any longer, I will call the Police man. আর যদি তুমি আমায় বিরক্ত কর আমি পোলিস ডাকিব। প্রত্যুত্তরে আমি কহিলাম—"Very well, if you like, you can call police man or any body round here? উত্তম যদি তোমার খুসি হয় পোলিসম্যান অথবা যে কেহ এখানে থাকে ডাকিতে পার। লোকটি তখন রাগিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

এই সময় একজন পোলিস্‌ম্যান্ এই স্থান দিয়া যাইতেছিল, সুতরাং লোকটির আর অনেকদূর যাইতে হইল না, ঘরের বাহির হইয়াই আমার মুক্তির বিধান করিতে পারিল। পোলিস আমাকে লইয়া থানায় চলিল। লোকটিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যাহা হউক, পোলিস আমাকে থানায় হাজির করিয়া এক

উপরস্থ কর্ম্মচারীর (বোধ হয় সব্ ইন্‌সপেক্টার) হাতে সমর্পণ করিয়া দিল। কর্ম্মচারিটি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পোলিস্‌ম্যান্ সঙ্গের লোকটিকে দেখাইয়া দিয়া কহিল "এই ইহাকে ধরাইয়া দিতেছে।" কর্ম্মচারী তখন লোকটিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তখন 'মুক্তি-পথে'র দরজায় যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার নিকট বলিয়া দিল. কর্ম্মচারী তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে যাহা বলিতেছে তাহা কি ঠিক ?" প্রত্যুত্তরে আমি কহিলাম—"হাঁ ঠিক। তবে কথাটা কি—আমার যে অবস্থা—এক পা অগ্রসর হইবার ক্ষমতাও খুব কম আছে। আর নিকটে এমন কোনও স্থান আছে কি না জানি না, রাত্রিও অনেক হইয়াছে, এমতাবস্থায় এই সর্ব্বসাধারণের রক্ষিত স্থান ভিন্ন এই অপরিচিত সহরে আমি আর কোথায় যাইতে পারি ?"

কর্ম্মচারী—ভিতরে যে আর স্থান নাই বলিতেছে ?

আমি—সে কথাটা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য সেই সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

কর্ম্মচারী—কেন ?

আমি—কারণ, অতি প্রথমে লোকটী "আমি জানি না, আচ্ছা দেখি," বলিয়া উপরে চলিয়া গিয়াছিল ; তখন তাহার ভাবে, এখন যে সে স্থান "নাই" বলিতেছে, এরূপ কোন কিছুই ছিল না। সেও যা'ই হ'ক, যদি ইহাও মানিয়া লই যে উপরে স্থান ছিল না, কিম্বা নাই, তা'হলেও, যখন আমি তাহাকে

তাহার দরজার পশ্চাতে সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার অনুমতি চাহিয়াছিলাম, তখন তাহাতেও সে কেন আপত্তি করিল? আর আমার অপরাধও ত এই? সর্ব্বসাধারণের রক্ষিত স্থানে আমি এইটুকু দাবী করিতে পারি না? আমিও ত অন্ততঃ সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে একজন।"

অতঃপর "Yes, of course. Very well, I will take care of you. হাঁ বলা বাহুল্য। উত্তম, আমি তোমার উপায় করিতেছি।" বলিয়া কর্ম্মচারী লোকটিকে বিদায় দিলেন, এবং তৎপরে একজন কনেষ্টবলকে আমাকে কোন এক হোটেলে লইয়া যাইতে ভার দিলেন। কনেষ্টবল "allright, কেপ" বলিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া বিদায় হইল, কর্ম্মচারীও আপন কর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

যাহাই হউক, পোলিস্‌ম্যান আমাকে কোথায় লইয়া চলিল আমি জানিতে পারি নাই। সুতরাং এটি প্রথমে একটি চিন্তার বিষয়ই হইল। কিন্তু অবশেষে ভাবিলাম—কোথায় আর নিতে পারে! বেশী দূরে গেলে না হয় কয়েদখানায় লইয়া যাইবে। ইহাতে আর ভাবিবার বিশেষ কি আছে? কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়, যে কোন স্থানে হয় কাটাইলেই হইল! আমি এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় পোলিস্‌ম্যান কহিল "এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।" এই কথায় আমি চিন্তারাজ্য হইতে ভূলোকে অবতরণ করিলাম। পোলিসম্যান চলিয়া গেল, আমি দেখিলাম আমরা তখন ছোট গলির

মধ্যে একখানি বাড়ীর সম্মুখে পঁহুছিয়াছি। যাহাই হ'ক্ আমি দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, ইতিমধ্যে পোলিসম্যান্ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল "ভিতরে এস।" আমি তখন খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম।

দুই তিনটি অন্ধকার কামরা অতিক্রম করিয়া আমরা দালানের অপর দিকে পঁহুছিলাম। বাহিরে দাঁড়াইয়া পোলিস্-ম্যান ডাকিল "জন্,—জন্" ? জন ভিতর হইতে "যাই" বলিয়া সাড়া দিল, প্রত্যুত্তরে "এই যে" বলিয়া পোলিসম্যান অগ্রসর হইয়া সম্মুখের একটি অন্ধকার কামরায় প্রবেশ করিল, আমিও তাহার পিছনে পিছনে প্রবেশ করিলাম। তখন জন উপর হইতে একটি দিয়াশলাইএর কাঠি জ্বালাইয়া কহিল, "উপরে এস, এই এখানে।" পোলিসম্যান্ উপরে উঠিবার সিঁড়ি পাইয়া বলিল "এই—এই এখানে" ; আমি তখন সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিতে লাগিলাম।

কিন্তু আমি উপরে উঠিতে উঠিতেই জনের তিনটি দিয়াশলাইএর কাঠি শেষ হইয়া গেল, এবং সে কহিল আর কাঠি নাই, যা'ই হ'ক্ তুমি এস আমি তোমাকে বিছানা দেখাইয়া দিতেছি।" সুতরাং সে আগে আগে চলিল, আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। ইতিমধ্যে আমার খোঁড়া পায়ের চঞ্চলতা বাড়িল, আমি কিসে পা লাগিয়া একবার পড় পড় হইতেছিলাম। তখন জন জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি ?—দু'পাশেই

তক্তপোষ আছে, ঠিক মধ্য দিয়া এস।” আমি তাহাই করিলাম। কিন্তু অনতিবিলম্বেই আমার পথ শেষ হইয়া গেল। জন তখন আর একটি কাঠি জ্বালাইয়া “এই তোমার স্থান” বলিয়া চলিয়া গেল। আমি আস্তে আস্তে কাপড় জামা জুতা ইত্যাদি ছাড়িয়া শয়ন করিতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু বিছানাটা দেখিয়া শোওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া একটি দিয়াশলাইএর কাঠি জালাইলাম এবং ইহার সাহায্যে যতটুকু সম্ভব ঘরের ভিতরে কি আছে দেখিয়া লইলাম। ঘরে দুই লাইনে প্রায় ২৫।৩০ খানা তক্তপোষ পাতা রহিয়াছে। এই সমুদয়ের অধিকাংশই অধিকৃত হইয়াছে। কেবল আমার নিকটে আরও দুই তিন খানা তক্তপোষ খালি আছে।

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া একটু ধূম্রপান করতঃ অচিরাৎ শয়ন করিলাম। কিন্তু বিছানাট, কেমন একটু ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে আবার গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দিয়াশলাইর কাঠির সাহায্যে দেখিলাম, বিছানার অনেকটা স্থানে জলের দাগ রহিয়াছে। মনে হইল তবে কি আমার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি এ বিছানায় শয়ন করিয়াছিল সে কোনওরূপ লিখিবার অযোগ্য কর্ম্ম এখানে সম্পন্ন করিতে সাহস করিয়াছে? কিন্তু স্থানটির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, সেই জলপ্রপাতের জল এমন ভাবে এদিকে আসিতে পারে না। জলের দাগটা পিঠের নীচেই ছিল।

যা'ই হ'ক, যে জলই হ'ক তাহার সিদ্ধান্ত ঠিক না–

হইতে পারে, কিন্তু বিছানা যে ভিজা এ কথা ত ঠিক, আর ঠাণ্ডা যে লাগে তাহাও বেঠিক হইতে পারে না। কাজে কাজেই ঘুমের যে ব্যাঘাত হইতেছিল ইহা বলাই বাহুল্য। সমস্ত দিন, আর রাত্রি দু'পুর পর্য্যন্ত পরিশ্রমের পর এত ঝকমারীর পর পাওয়া বিছানা—আর সে বিছানায় শয়ন করিয়া যদি বিছানার দোষে ঘুম না হয়, তবে বিছানা-ওয়ালাকে কি-ই না করিতে ইচ্ছা হয়!

আমি ভাবিতে লাগিলাম জনের একটু শাস্তি হওয়া উচিত। সে আমাকে রাখিয়া যাওয়ার সময় বলিয়া গেল, "খালি বিছানা-গুলির দাম বেশী, সুতরাং ও সমুদয়ে যাইয়া শুইও না। আমি ভাবিলাম জনের শাস্তিস্বরূপ আমি ঐ সমুদয়ের এক বিছানায় যাইয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু সেইগুলি দেখিলাম আরও অধম আমার মাল ভিজা হ'ক আর যা'ই হ'ক তবু সমতল, শুইলে পৃষ্ঠদেশ সমান ভাবে বিছানায় পড়িত, কিন্তু এই গুলিতে সে সুখেরও আশা নাই, আর বিশেষ এইগুলি এমন সুগন্ধময় যে কাহার বাবার সাধ্য একদণ্ড কাল তথায় তিষ্ঠিতে পারে? অতএব অগত্যা "শ্রীমধুসূদন"। কাজে কাজেই "পুনর্মূষিকোভব।" জলের দাগ যতদূর সম্ভব দূরে রাখিয়া এবং বাকিটুকু ওভার-কোটের এক কোণে ঢাকিয়া, ঘৃণার ঘরে একেবারে কপাট মারিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম। আমার চেষ্টা সফল হইল, কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে প্রায় সাতটায় সময় শয্যাত্যাগ করতঃ

হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া জনকে বিছানা ভাড়া মিটাইয়া দিয়া হোটেল ত্যাগ করিলাম।

ডারবি সে দিন সেই প্রাতসূর্য্যালোকে নিতান্ত মন্দ দেখাইতেছিল না। কিন্তু সেই অবস্থায়ও আমেরিকান সহরগুলির সঙ্গে, মনে হইল, তুলনায় দাঁড়াইতে সক্ষম নয়। আমেরিকান সহর এবং সহরতলীর সৌন্দর্য্যের সহিত ইংলিস সহর এবং সহরতলীর সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে না। কেননা, এই দু'য়ের মধ্যে অনেক তফাৎ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য আমেরিকান সভ্যতা যদিও একটু অধিক উন্নত, তথাপি ইউরোপিয়ান সভ্যতা ভিন্ন নূতন কিছুই নয়। সেই বিষয়ে যে ইউরোপীয়ান সহরগুলির আমেরিকার সহরগুলির সহিত একবারে তুলনাই হইতে পারে না তাহা নহে। কথাটা এই যে আমেরিকান সহরগুলিতে কেমন নূতন ভাব, নূতন উদ্যম, এবং সজীবতা রহিয়াছে কিন্তু ইউরোপীয়ান সহরগুলিতে এখন আর তেমন নাই, তফাৎ এই।

যাহাই হউক, আমি অল্পকাল মধ্যেই আসল সহর অতিক্রম করিয়া সহরতলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিয়দ্দূর এই সহরতলীতে চলিবার পরই দেখিলাম, একটি ভদ্রলোক একখানি বাড়ীর সম্মুখে এক্কা ঠেকাইয়া গল্প করিতেছেন। আমি আপন মনে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু একবার হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করায় দেখিতে পাইলাম—তাহারা তখনও আমার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া

রহিয়াছে। আমি এই ব্যাপারটিতে নূতন কিছুই মনে করিলাম না, কেননা অনেকেই আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়াছে এবং থাকে। বিদেশে বিদেশীর দিকে এইরূপই করিয়া থাকে।

যাহাই হউক, অনতিবিলম্বেই আমি সহরতলী অতিক্রম করিয়া ময়দানে আসিয়া পড়িলাম এবং একাকী আপন মনে পথ চলিতে লাগিলাম। এখানে মাঠের দৃশ্য, আমার যতদূর মনে হয়, তেমন চিত্তাকর্ষণীয় নহে। তাহাতে মন আকৃষ্ট হইল না, সুতরাং অতীতের চিত্রগুলি স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া নীরবে নির্জ্জন প্রান্তরে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই ভারত, জাপান, আর আমেরিকা এ সমুদয় আসিয়া মানসপটে জাগিয়া উঠিল, আমি কখনও বা অনন্ত অন্তর্জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে লাগিলাম, কখনও বা ক্রোধান্ধ হইয়া কতকগুলি কি ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম, আবার কখনও বা আশার উৎফুল্ল আনন নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্ল বদনে আনন্দ কাননে বিচরণ করিতে করিতে অতুলনীয় শান্তি-সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রান্তি ও ক্লান্তি দুর করিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল, কতক্ষণ ঠিক বলিতে পারি না। আমি পথশ্রান্তিও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মাইলের খোঁটা দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কেবল সুখের চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে পশ্চাৎ দিকে একখানা গাড়ী আসিয়া পড়িল, আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, আমি মুহূর্ত্তের জন্য রাস্তার পাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ীখানাও

থামিয়া গিয়া তৎপর একটু ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল, আমি দেখিলাম এ সেই পূর্ব্বোক্ত একাওয়ালা ভদ্রলোক। অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, কোথায় যাইতেছেন?" ভদ্রলোকটী একটী পল্লির নাম উল্লেখ করিয়া কহিলেন তিনি তথায় যাইতেছেন।

আমি—এখান হইতে অনেক দুর হইবে কি ?

ভদ্রলোক—প্রায় তিন মাইল হইবে। কে[illegible] গাড়ী দৌড়াইবেন ?

আমি—যদি সম্ভব হয়, দোষ কি ?

ভদ্রলোক—Then come up. তবে আসুন।

ভদ্রলোকটি গাড়ী থামাইলেন, আমি গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী তখন আবার চলিতে লাগিল, আমাদের মধ্যে আলাপ চলিতে লাগিল।

ভদ্রলোক—Where is your destination, Sir ? গন্তব্য স্থান কোথায় ?

আমি—London, Sir. লণ্ডন।

ভদ্রলোক—Where do you coming from, if I may ask ? কোথা হইতে আসিতেছেন যদি জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?

আমি—Certainly, from Manchester. নিশ্চয়ই, ম্যানচেষ্টার হইতে।

ভদ্রলোক—From Manchester ! ম্যানচেষ্টার হ'তে !

আমি—Yes, sir. আজ্ঞা হাঁ।

ভদ্রলোক How long is it since you left Manchester? ক'দিন হয় ম্যান্‌চেষ্টার ত্যাগ করা হ'য়েছে?

আমি—This is the third day. এইটি তৃতীয় দিন।

ভদ্রলোক—However, what is this object, if I may enquire of your coming by this way instead of going by the train? যা'ই হ'ক, আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে আপনার ট্রেণে না যাইয়া এ রাস্তায় আসার মানে কি?

আমি—Just to see the heart of the country, that is my humble object. দেশের অভ্যন্তর দেখিতেই এই পথে এসেছি, এই আমার উদ্দেশ্য।

ভদ্রলোক—Really, that's great. যথার্থ! সে মহৎ।

আমি—(নীরব)

ভদ্রলোক—Well, how you like our country? Have you been pleased with what you have already seen? আমাদের দেশটা কেমন বোধ করেন? যাহা দেখে এলেন তাহাতে সুখী হলেন কি?

আমি—Very much, very much, indeed! খুব, যথার্থই খুব বেশী।

ভদ্রলোক—That's good. Well, how long had you been there at Manchester? সে উত্তম। আচ্ছা, ম্যান্‌চেষ্টারে কতদিন ছিলেন?

আমি—Not very long though. Only for three or four days that I was there. অনেক দিন নয়, কেবল মাত্র তিন চা'র দিন আমি সেখানে ছিলাম, এই।

ভদ্র—Why, didn't you like it? কেন, ম্যানচেষ্টার আপনার ভাল লাগ্‌লো না?

আমি—O' yes, I did, but to tell the truth, not like the American cities. অবশ্য ভাল লাগলো বটে, তবে আমেরিকান সহরগুলির মত নয়।

ভদ্রলোকটির মুখখানা এই সময় সামান্য একটু মলিন ভাব ধারণ করিল। ইতিমধ্যে একজন ডাকপিয়ন এক্কা হাঁকাইয়া এক পল্লি হইতে অপর পল্লিতে চিঠি বিলি করিতে যাইতেছিল। ভদ্রলোকটি পিয়নকে ডাকিয়া বলিল "James, take this gentleman with you, will you? এই ভদ্রলোকটিকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও, নেবে?

জেমস্—All right, but I am not going very fur though. আচ্ছা, কিন্তু আমি যদিও অনেক দূর যাচ্ছি না।

ভদ্রলোক—Very good, take him along as far as you go. And then if you see some body else is going further away try to send him with him. Yes, that is the way; Good-bye, James, take care of the gentleman. Good-bye to you, sir. উত্তম, তুমি যে পর্য্যন্ত যাও সেই পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে লও, এবং তার পর

আরও দূরে যায় এমন লোক যদি পাও, তবে তাহার সহিত ইহাকে পাঠাইতে চেষ্টা করিও। হাঁ এইরূপই করিতে হয়; জেমস্, গুড্ বাই (good-bye), ভদ্রলোকটিকে যত্ন করিও। গুড্ বাই মহাশয়।" বলিয়া ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন, আমিও ডাকপিয়নের সহিত তাহার একায় চড়িয়া লণ্ডন রোড ধরিয়া সম্মুখ দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পিয়ন আবার তাহার পালায় সেই সমুদয় পুরাতন কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বেও আমি সেই সমুদয়ের অনেক কথার উত্তর দিলাম। কিন্তু অবশিষ্টগুলি হুঁ হা করিয়া কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু পিয়ন ততটা লক্ষ্য করিল না, সে তখন একটু বেশী চালাইতে চেষ্টা করিল।

প্রায় তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম করার পর আমরা আর একটি চৌরাস্তার নিকট উপস্থিত হইলাম। পিয়ন এইবার গাড়া থামাইয়া কহিল "I will follow up this road. আমি এখন এই রাস্তা দিয়া যাইব।" অতএব আমি তখন গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, পিয়ন"all right, sir," বলিয়া বিদায় হইল, আমি তখন আবার আপন মনে পথ চলিতে লাগিলাম।

এইরূপে সমস্ত দিন পথ চলিয়া প্রায় তিনটার সময় লে'ষ্টারে (Leicester) পঁহুছিলাম। সহরখানি নেহাৎ ছোট নয়। বেশ বড়ই বটে। ইহা দেখিতেও বেশ সুন্দর। ইহার অবস্থা আমেরিকার সহরের সঙ্গে তুলনা করাটা ঠিক হয় না। কেন

না ইহা' তত্তুল্য নয়। তবে আমাদের কলিকাতার চৌরাঙ্গীর দৃশ্যের সঙ্গে কতকটা তুলনা হইতে পারে বটে; কিন্তু চৌরঙ্গী লে'ষ্টাবের অপেক্ষা উন্নত। আমি তখন বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম। সুতরাং অধিক বিবেচনা কবার সময় অথবা তুলনা করার সময় আমার ছিল না। সহরে পদার্পণ করিতেই ভাবিতেছিলাম—কি খাইব। সুতরাং সহরে প্রবেশ করিয়াই খাওয়ার চেষ্টা কবিতে লাগিলাম। সহরের কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া একটি স্কোয়াবের দক্ষিণের দিকের একটি বড় রেষ্টুরেণ্টে আহার করিতে গেলাম। অনতিবিলম্বে টুপি এবং ওভার-কোট ছাড়িয়া রাখিয়া আহার করিতে বসিলাম। একটি যুবতী আসিয়া একখানা খাবার জিনিষের তালিকা হাতে দিল। আমি মাছ, ভাজা, পায়স ও চা আনিতে আদেশ করিলাম। যুবতী আদেশ লইয়া চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে একজন ভদ্রলোক টেবিলের নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে আমাকে দেখিয়াই একটু থামিয়া গেল এবং দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "May I ask if you are a Hindu—আপনি কি হিন্দু?"

আমি—Yes, Sir, হাঁ মহাশয়।

ভদ্র—What part of India have you come from? আপনি ভারতবর্ষের কোন স্থান হইতে আসিয়াছেন?

আমি—From Bengal. বাংলা হইতে।

ভদ্র—Oh, you are a Bengalee, I see. আপনি বাঙ্গালী—তাই ত।"

আমি—Yes Sir, I am Bengalee. হাঁ আমি বাঙ্গালী।

ভদ্র—Have you come from Calcutta? I had been in Calcutta. আপনি কি ক'লকাতা হ'তে আসিতেছেন। আমিও ক'লকাতা ছিলাম।

আমি—'Had you been there? That's good. আপনি ক'লকাতায় ছিলেন। বেশ্ ত!

ভদ্র—"Oh, I had not only been in Calcutta, but Bombay, Madras, Delhi. Oh I had been almost all over the country. Yes Sir, I had been almost all over the country. আমি যে কেবল ক'লকাতায় ছিলাম, তা নয়, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি প্রায় সমস্ত যায়গায়ই আমি গিয়াছি। হাঁ প্রায় সমস্ত যায়গায়ই গিয়াছি।

আমি—That's great. How did you like over there. সে মহৎ। দেশটা আপনার কেমন লাগিল?

ভদ্র—Oh, I liked it very much. হাঁ আমার বেশ লাগিত।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত যুবতী আহার্য্যসামগ্রী আনিয়া হাজির করিল। ভদ্রলোকটি "Now go on. You must be hungry I suppose. Well excuse me, but get busy. I will be back very shortly. আপনি বোধ হয় ক্ষুধার্ত্ত হয়েছেন, এখন খেতে থাকুন! ক্ষমা করুন, কিন্তু আরম্ভ করুন, আমি

আসছি।" বলিয়া ভদ্র লোকটি চলিয়া গেলেন। আমি আহার করিতে লাগিলাম। যথার্থই আমার আহার শেষ হইতে না হইতেই ভদ্রলোকটি ফিরিয়া আসিলেন। এবং তখন বুঝিতে পারিলাম তিনি-ই এই রেষ্টুরেণ্টের মালিক। যাহাই হউক, তিনি পুনরায় আসিয়া আমার টেবিলের পার্শ্বে বসিলেন, এবং "Yes Sir, I had great pleasure over there. হাঁ, মহাশয়, আমি সেখানে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই ছিলাম।" ইতিমধ্যে আমার আহার শেষ হইয়া গেল। আমি চা'র দ্বারা পরিসমাপ্তি করিলাম। ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন— "Anything else. আর কিছু দরকার ?"

আমি—No, Sir, That's sufficient, না, মহাশয়, এই যথেষ্ট।

ভদ্র—Won't you like some rice and curry ? কিছু ভাত তরকারী পছন্দ করতেন না।

আমি—Certainly, I would. অবশ্যই করতাম।"

ভদ্র—Then why did not tell us before ? Will you have some now ? তাহা হ'লে আগে আমাদের বল্লেন না কেন ? এখন খাবেন ?

আমি—No, Sir, I am full. না মহাশয়, আমার পরিপূর্ণ আহার হইয়াছে।

ভদ্র—How do you like our food ? You don't like it, do you ? আমাদের খাদ্য আপনার নিকট কেমন লাগে ? আপনার বোধ হয় ভাল লাগে না, না ?

আমি—Well, the thing is, we use lots of spices. কথাটা কি, আমরা অনেক রকম মসল্লা খাটাই।"

ভদ্র—Yes Sir, I know it, I khow it very well. I like curry too. হাঁ মহাশয়, আমি তা বেশ জানি। আমিও তরকারি ভালবাসি।

আমি—Do you? সত্যি?

এমন সময় দেওয়ালের গায়ে ঘড়িটিতে ঠুন্ ঠুন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম বেলা চারিটা বাজিয়াছে। সুতরাং আমি আমার খাদ্য সামগ্রীর মূল্য কত দিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—That's all right. অ, হয়ে গেছে।

আমি—What's that. Oh, no, that can't be. বল্‌ছেন কি। সে হবে না।

ভদ্র—Oh, I had been so kindly treated by your people, that I can't really express that in words, although I feel myself, am very much grateful to them. অ, আমি আপনার দেশে যে যত্ন পাইয়াছি, আমি ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে অক্ষম, যদিও আমি তাহাদের নিকট যারপর নাই কৃতজ্ঞ আছি।

ভদ্রলোক কিছুতেই পয়সা গ্রহণ করিলেন না। আমি অগত্যা তাঁহাকে Good bye দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং সন্ধ্যার প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে লেষ্টার (Leicester) হইতে যাত্রা করিলাম।

সন্ধ্যা হইতে হইতেই অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম। রাস্তা এইবার ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। কিন্তু তা সত্বেও দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা অতীত হইয়া ঘনান্ধকারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমি জঙ্গলসমাকীর্ণ স্থান-সমূহ অতিক্রম করিযা প্রকাণ্ড মাঠের প্রান্তে উপস্থিত হইলাম এবং বিশ্রামার্থ ক্ষণকাল উপবেশন করিলাম।

ইতিমধ্যে একটি লোক আসিযা উপস্থিত হইল, এবং জানিতে পারিলাম সে-ও আমার দিকেই যাইবে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার সঙ্গে চলিতে লাগিলাম।

রাত্রি প্রায সাড়ে নয়টার সময় আমরা কেলারিংএ পঁহুছিলাম। কেলারিং ছোট একটু সহর। সে দিন এখানে কি এক উৎসব হইয়া গিয়াছে কাজে কাজেই সহর খানি তখনও বেশ জাগ্রত। কিন্তু সামান্য একটু বৃষ্টির দরুণ কাদা হওয়াতে চলা ফেরার একটু অসুবিধা হইয়াছিল। যাহাই হউক অনেক জিজ্ঞাসার পর পোলিস্ ষ্টেসনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সার্জেণ্ট জন্‌সন্ তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রী বলিলেন "আপনি একটু বসুন, তিনি এখনই আসিবেন।"

আমি—আচ্ছা, সেই ভাল।

সাঃ স্ত্রী—Then come in, তা'হলে ভিতরে আসুন।

এই বলিয়া গিন্নী উপরে চলিয়া গেলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ক্ষণকাল পরে সার্জেণ্ট জন্‌সন্ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আমি মিসেস্ জন্‌সন্‌কে ইতিপূর্ব্বে আমার পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং সার্জেণ্ট জন্‌সন্ যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মিসেস্ জন্‌সন্ তৎ সমুদয়ের উত্তর দিতে লাগিলেন। এই সময় আমি পকেট হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া সার্জেণ্ট জন্‌সনের হাতে দিলাম, তিনি কার্ড খানা দেখিয়া কহিলেন "All right, Mr. Ghosh, I will fix you up. Now have supper with us, will you? বেশ আমি আপনাকে ঠিক করিয়া দিব, এখন আমাদের সঙ্গে সাপার (supper) খান, খাবেন কি?"

আমি—তা'তে কিছু মনে করি না, বরং আমি তাতে খুসি। কেন না, এ পর্য্যন্তও আমার "সাপার" (supper) হয় নাই।

সার্জেণ্ট—Very well, sir, then let us all have supper first, then I will take you to a hotel. Mamma, is supper ready? বেশ, তা'হলে চলুন আগে সকলে সাপার (supper) খাই। তৎপরে আপানাকে আমি একটি হোটেলে লইয়া যাইব।"

ইহার পর তিনি, তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন "সাপার তৈয়ার হ'য়েছে?" স্ত্রী তদুত্তরে কহিলেন "Yes, I am ready. হাঁ প্রস্তুত।"

আহারান্তে সার্জেণ্ট আমাকে লইয়া হোটেলে চলিলেন। রাস্তায় কহিলেন "I was ever there in your country, আমি আপনাদের দেশে ছিলাম।"

আমি—আপনার ওখানে কেমন লাগ্‌লো ?

সার্জেণ্ট—I liked it very much. Oh, they are good people over there. বেশ ভাল লাগলো। ওখানে তা'রা বেশ ভাল লোক।

আমি—How did you happen to go there ? কি উপলক্ষ্যে সেখানে গেলেন ?

সার্জেণ্ট—Well, I was in the army there. আমি সেখানে আর্ম্মিতে ছিলাম।

এমন সময় আমরা একটি হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, সার্জেণ্ট হোটেল-ওয়ালাকে বিছানা খালি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তদুত্তরে যখন জানিতে পারিলেন যে বিছানা আছে, তখন হোটেল-ওয়ালাকে কহিলেন "This gentleman will remain here to-night, and to-morrow in the morning he will have his breakfast here. Please, don't ask him for any money, I will pay for him. এই ভদ্র লোকটি আজ রাত্রি এখানে থাকিবেন, এবং কাল সকালে এখানে ব্রেক-ফাষ্ট করিবেন। তাঁহার নিকট কোনও মূল্য চাহিবেন না, যাহা কিছু আমি দিব।" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমিও অনতিবিলম্বে শয়ন-কক্ষে প্রেরিত হইলাম। কিন্তু তথায় পঁহুছিয়া অতি ক্ষীণ প্রদীপালোকে দেখিলাম শয্যাখানি সুপরিষ্কৃত। যাই হ'ক পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া শয়ন করিলাম, এবং তখন

বুঝিতে পারিলাম শয্যাখানি সুবাসিতও বটে। কিন্তু দেখিলাম ঘুম হইল, কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে সাতটার পরে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রেকফাষ্ট করিলাম, এবং তৎপর সার্জেণ্ট জন্সনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পবে হোটেল-ওয়ালা বলিল "আজ সকালে আর তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।" হোটেলওয়ালার বাচনিক এবম্প্রকার শ্রুত হইয়া আমি অগত্যা হোটেল ত্যাগ করতঃ পুনরায় লণ্ডন রোডে উঠিলাম।

রওনা হইলাম বটে, কিন্তু চারিদিকে বড় ঘন ঘটা দেখিয়া একটু ভয় হইতে লাগিল পাছে মাঠে যাইয়া ভিজিতে হয়! ফলেও বাস্তবিক তাহাই হইল, দুই মাইল রাস্তা অগ্রসব হইতে না হইতেই চাবিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে মুসলধারে জল পড়িতে লাগিল। আমি ভিজিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ ভিজিলাম, আমার তেমন আমেরিকান্ ওভার-কোটও ভিজিয়া গেল, ষ্ট্র হ্যাট ভিজিয়া জল চুয়াইয়া চুয়াইয়া মাথায়, চোকে. নাকে এবং মুখে পড়িতে লাগিল, কোথায়ও দাঁড়াইবার স্থান নাই, সুতরাং চলিতেই লাগিলাম।

অবশেষে জল ছাড়িল। কিন্তু ছাড়িয়াও ঠিক একেবারে ছাড়িল না, বিন্দু বিন্দু পাড়তে লাগিল। মধ্যাহ্ন কোথায় দিয়ে কি ভাবে চলিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বেলা প্রায়

একটার সময় রাস্তার ধারে একটি চা'র ঘরে উঠিয়া কিছু চা ও বিস্কুট খাইয়া আবার পথে পা দিলাম।

কিছুদূর চলিয়া যাওয়ার পরই আবার বিন্দু বিন্দু পড়িতে লাগিল। অল্প কাল মধ্যেই আবার বেগে পড়িতে লাগিল। আমি অনেক কষ্টে অবশেষে যাইয়া একটি চা'র ঘরে উঠিলাম। কিন্তু ক্ষণ কাল পরই জল ছাড়িয়া গেল, আমি আবার পথে উঠিলাম। তখন দুইজন লোক আমার সঙ্গেই ঘর হইতে বাহির হইল এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিল। আমি তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—How far will you be going to ? আপনারা কতদূরে যাইবেন ?

লোক—Not very far, only a short distance, about two miles. How far you going ? অনেক দুর নয়, একটু দুর মাত্র, এই দুই মাইল। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

আমি—London. লণ্ডনে।

লোক—But you cann't expect to reach London to-day, can you ? And especially in this kind of weather ? কিন্তু আজ তুমি লণ্ডনে পৌঁছিতে আশা করিতে পার না, পার কি ? বিশেষতঃ এইরূপ দিনে ?

আমি—No, that I am thinking of what can be done ? না, তাই ত ভাব্‌ছি, কি করা যায়।

লোক—Well, what nationality are you ? তুমি কোন দেশী লোক ?

আমি—I am an Indian. আমি ভারতবাসী।

লোক—Say, there is a man who works there in the paper-mill. I believe he is an Indian too. 'Is a good fellow, you better go there, and stay with him to-night. Yes, he is a married man, he got family here. Yes, sir, he has been married here with a white girl. বলি, ঐ ওখানে কাগজের কলে একজন লোক কাজ করে, আমার বোধ হয় সে-ও ভারতবাসী। সে লোকটিও ভাল, তুমি বরং সেখানে যাও এবং এ রাত্রি তাহারই সঙ্গে থাক গিয়ে। হাঁ, সে বিবাহিত। তাহার এখানে পরিবার আছে। হাঁ, সে এখানে একটি শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করেছে।

এই সংবাদে যারপর নাই সুখী হইলাম। মনে করিলাম যদি বাস্তবিক তাহাই ঘটনা, তবে লাজ লজ্জা দূরে রাখিয়া যেতেই হবে। কেননা, একে ত এই দুর্যোগ এক পা এগিয়ে যাই ত দু'পা পিছায়ে দেয়, এমন অবস্থায় এমন সুবিধা যদি হয় তবে না দেখে যাওয়া ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত—শ্বেতাঙ্গের দেশে কৃষ্ণাঙ্গে আর শ্বেতাঙ্গিনীতে কিরূপ মিশ খাইয়াছে, কি প্রকার ঘরকন্না চলিতেছে, এ সমুদয় দেখাটা একটা মজাদার জিনিষ হইবে। সুতরাং যদি সম্ভব হয়, তবে এখানেই থাকিব। ইতি-মধ্যে লুটনের (Luton) একটু উত্তরেই লোক দুটি লণ্ডন রোড্ হইতে নামিয়া আর একটি রাস্তায় ডাইন্ দিকে চলিয়া গেল, আমি বড় রাস্তা ধরিয়া সোজাসুজি 'লুটন' অভিমুখে চলিলাম।

তখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিন্তু বাতাস এত জোরে বহিতেছিল যে এক পা অগ্রসর হইতেই অতিশয় বেগ পাইতে হইতেছিল। তারপর ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে এই অবস্থায় ঠাণ্ডাও কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহা সহজে অনুমেয়। যাই হ'ক অতি কষ্টে প্রায় দুই মাইল দূর মাঠটি পার হইয়া গেল। প্রায় চারিটার সময় লুটনে উপস্থিত হইলাম এবং ছোট সহরখানির প্রধান রাস্তার ধারে যে ২।১টা দোকানের দরজা খোলা ছিল তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাগজের কল কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম।

অনতিবিলম্বেই আমি কাগজের কলের দরজায় উপস্থিত হইলাম, তথায় একটি বৃদ্ধ দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"Is there any Indian here? এখানে কি কোনও ভারতবাসী আছে?"

দরোয়ান—I don't know, but I guess we have a fellow here. আমি জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয় আমাদের এখানে একজন আছে।

আমি—Will you, please, call him for me? অনুগ্রহ ক'রে তা'কে ডাক'বেন?

দরোয়ান—Well, me see, yes, I think I can. What's your name please, where do you coming from?"

আমি তখন আমার নামের একখানা কার্ড দরোয়ানকে দিলাম। দরোয়ান আর একটি ছেলেমতন লোক মারফতে কার্ড-

খানা কারখানায় পাঠাইয়া দিল। আমি কতক্ষণ সময় তাহার জন্য অপেক্ষা করার পর লোকটি ফিরিয়া আসিয়া কহিল "এই আস্‌ছে।" কিন্তু ইহার পরে যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে আমি আত্মহারা হইলাম, দেখিলাম একজন নিগ্রো কার্ড হাতে করিয়া দরজার দিকে আসিতেছে। দেখিয়া আমি একরূপ অবাক্ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু উপায় কি ?

ইতিমধ্যে কাফ্রিসাহেব আসিয়া দরজায় উপস্থিত হইল। তৎপর সে কার্ডখানা হাতে লইয়া কহিল "Who is Mr. Ghosh,—are you Mr. Ghosh ?"

আমি—What part you came from ? কোথা হইতে আসিয়াছ ?

নিগ্রো—From Philedelphia, ফিলেডেলফিয়া হইতে।

আমি—কত দিন এখানে আছ ?

নিগ্রো—O' over five years, I belive. Yes, sir, I got married here. অঃ পাঁচ বৎসরের উপরে। হাঁ, আমি এখানে বিয়ে করেছি যে ?

আমি—That's good. বেশ ভাল।

এই সময় আমি দরোয়ানের দিকে তাকাইয়া কহিলাম—"I think, I should be going away now, for I haven't got much time. Will you, please, tell me the name of the next place to reach and how far ? আমার এখন চলে যাওয়া উচিত, কেননা, বেলা আর বেশী নাই।

ইহার পরের ষ্টেসনের নাম কি এবং কতদূর বলিতে পার ?

দরোয়ান—St. Albons, and it's not less than ten. miles, I believe. সেণ্ট আলবানস এবং সে বোধ হয় দশ মাইলের কম হইবে না।

নিগ্রো—Will you not be statаying here ? আপনি কি এখানে থাক্‌বেন না ?

আমি—না, আমার বোধ হয় আমি চলেই যাব।

নিগ্রো—Well, I thought, you will be staying here. But you see, in this kind of weather it will not be wise for you to be in way in this time. আমি ভাবছিলাম তুমি এখানেই থাকিবে। কিন্তু এই দিনের গতিক অনুযায়ী বলছি এ সময় যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।

দরোয়ান—Yes, he is right, you better stay here to-night, and early in the morning, to morrow, go wherever you may like. হাঁ, সে ঠিক বলেছে, আজ এখানে থাক, কাল সকালে উঠে যেখানে খুসি যাইও।

নিগ্রো—Yes, if you don't mind, I got a good house, if you like, I will give you a note. My wife is there, you can go there she will receive you very kindly. হাঁ আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমার সুন্দর একখানা বাড়ী আছি, আপনি তথায়

যান। আমার স্ত্রী সেখানে আছে, আমি একটু চিঠি লিখে দিচ্ছি, সে আপনাকে যত্নের সহিত গ্রহণ করিবে।"

আমি এই বেলায় ভাবিতে লাগিলাম—কি করা কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে মনে হইল—তাই ত কখনও নিগ্রো সংসার কেমন তাহা জানিবার অবসর হয় নাই, আমেরিকায় অবস্থান সময়ে এই বিষয়টি ভাবিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কাজে ঘটিয়া উঠে নাই। এখন সুযোগ উপস্থিত, নিগ্রোভবন কেমন, এইবার সেই অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। আর ইহাতে একটু বিশেষত্ব আছে, ঘোর কালায় এবং ধলায় কেমন মিশ খায় তাহা দেখা যায়। সুতরাং সুযোগটা ছেড়ে কাজ কি? পাথর কিনা, আর গঙ্গাস্নান একবারে দু'টিই সম্পন্ন হইবে। এই পর্য্যন্ত ভাবিয়াছি, এমন সময়, নিগ্রো বলিল, "মিঃ আমার কাজে যাওয়া দরকার, আপনি কি বলেন?" প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম—"আচ্ছা, তাই হউক।" নিগ্রো তখন তখন তাড়াতাড়ি তাহার বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিল, আমি তখন তাহার বাড়ীর দিকে চলিলাম।

এখান হইতে তাহার বাড়ী অনেক দূর নয়। সুতরাং তাহার বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে অধিক দেরী হইল না। তবে যেটুকু দেরী হইয়াছিল সে কেবল তা'র "সুন্দর গৃহ" খুঁজিতে। নিগ্রো আমাকে বলিয়াছিল তাহার "সুন্দর" ছোট খাট বাড়ীখানা। অতএব তাহার বাড়ীর নম্বর পাইয়াও চিনিতে মুস্কিল হইল। কেননা দেখিলাম, এই ঘরের সম্মুখ অতি কদর্য্য, পুরাণ আয়নাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে যে নম্বর

দিয়াছে সেই নম্বরের বাড়ীতে সৌন্দর্য্য কিছুই নাই, বরং কদর্য্য। সুতরাং একটু দেরী হইল, কিন্তু অবশেষে যখন জানিতে পারিলাম যে এই তাহার "সুন্দর বাড়ী, তখন দরজায় একটু আঘাত করিলাম। ক্ষণকাল পর একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। সুতরাং আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং বলিলাম আমি চার্লির নিকট হইতে আসিতেছি। স্ত্রীলোকটি তখন আমাকে বসিতে বলিল. আমি রুমালদ্বারা মাথা এবং মুখ মুছিয়া ফেলিয়া তৎপর প্রায় জীর্ণাবস্থা-প্রাপ্ত একখানা চেয়ারে বসিলাম। স্ত্রীলোকটি তখন কহিল "আপনার জন্য কি করিতে পারি ?

আমি এতক্ষণ নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এত বেলা স্ত্রীলোক-টির দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম—তাহার বয়স পয়তাল্লিশ বৎসরের কম নয় ! মুখের চামড়া আর তেমন ট্‌টনে নাই। কিন্তু দন্তপাটি এখনও বেশ ঝক্‌ঝকে আছে, পরিধানে তাহার পোষাকও ঘর খানা যেমন সুন্দর প্রায় তেমনই। যাই হ'ক, তাহার সাদর সম্ভাষণের উত্তরে আমি কহিলাম--"আমি মিসেস্ চার্লির সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই।" স্ত্রীলোকটি আমার কথা শুনিয়া তাহার শুষ্কমুখে একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল—"কেন, আমিই মিসেস্ চার্লি।" আমি তখন মনে মনে বলিলাম, এই সে পতিত-পাবনী! কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলাম—"তাই না কি, অ—কি সুখেরই ব্যাপার বটে!

মিসেস চার্লি—তাই না কি, তা'হলে অবেশ্‌।

আমি মনে মনে বলিলাম, দাঁড়াও আমি তোমার পেটের কথা চাই, সুতরাং আবার বলিলাম—"তাই ত, আমি আপনাকে দেখেই ঠিক করেছিলাম, তা চেহারায়ই চেনা যায় কি রকম চোটের মেয়েমানুষ! বাস্তবিক আপনি খুব একটি কাজ করেছেন বটে, এ রকম খুব কম লোকেই কর্ত্তে সাহস ক'রে থাকে।" মিসেস চার্লি তখন আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের প্রেমের কাহিনী কহিতে লাগিল, আমি মাঝে মাঝে এক আধটু রস দিয়ে দিয়ে শুনিতে লাগিলাম। অবশেষে তিনি বলিলেন "He made a good jolly husband. সে বড় সুন্দর হাসিখুসি স্বামী। আমি আবার আর একটু রস দিয়া কহিলাম—"I should say he is, বলা বাহুল্য।" তিনি আবার কহিলেন "Yes, sir, you bet! তা আবার বল্‌তে!" ইতিমধ্যে চার্লি বাড়ীতে আসিল। অতঃপর খাওয়ার যোগাড় হইতে লাগিল! আমি মিসেস্ চার্লির রান্না যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার সন্তুষ্টি সাধন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি মাংস খাই না বলিয়া কেবল রুটী আর চা পাইয়াই সন্তুষ্ট রহিলাম। কিন্তু যখন চার্লির খাওয়া দেখিতে হইল, তখন মনে হইল কেন ঐ বাটিতে করিয়া চা খাইলাম? আঃ কি তা'র সেই বড় বড় ওট আর ঠোঁট, যেন বাটিটার আধখানি তাহার সেই বদনে লুকাইয়া যায়। আমি তখন আবার ভাবিতে লাগিলাম মাগীর কি মতি! ভগবান, তোমার জীব, আর তোমারই ইচ্ছা। কিন্তু আজও চার্লির খাওয়ার দৃশ্য মনে

হইলেই ঘৃণা হয়। আর যাহা আহার করিল তাহাও ঠিক সেই রূপই বটে। মোটের উপর সমস্ত বিষয়টি এক কথায় বর্ণনা করিতে গেলে লিখিতে হয় যে, নিগ্রোর বাড়ী যেরূপ হওয়া সম্ভব ঠিক সেইরূপই বটে। তবে স্ত্রীলোকটির কথা মনে হইলেই নেহাৎ কেমন কেমন লাগে।

যাহাই হউক, রাত্রি খানা কোনও ক্রমে কাটাইয়া পরদিন প্রত্যূষেই লুটন পরিত্যাগ করিলাম। অনেক দূর অতিক্রম করিলে পর একটি ভদ্রসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার গাড়ীতে উঠাইয়া লইলেন। অতঃপর তাঁহার সহিতই সেন্ট আলবানস্‌এ পঁহুছিলাম। ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব সহর খানি দেখাইয়া দিলেন।

সেন্ট আলবানস্ ইংলণ্ডের একখানি অতি প্রাচীন সহর। একাধিক ঐতিহাসিক ঘটনা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রাচীন ইংলণ্ডের অনেক জিনিষ এখানে দেখা যায়। এখানকার গির্জ্জাদি অতি প্রাচীন। যাহাই হউক, অতি অল্প সময়ে মোটামুটি যতটুকু সম্ভব দেখিয়া বেলা প্রায় বারটার সময় পুনরায় লণ্ডন অভিমুখে চলিলাম। রাস্তায় ছোট ছোট আরও ২।৩টি সহর অতিক্রম করিয়া অবশেষে পঞ্চমদিন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমি লণ্ডন মহানগরীতে পঁহুছিলাম।

পাঁচদিন পরিশ্রমের পর লণ্ডন সহরে পঁহুছিয়া সাধারণতঃ সাধারণ সংকল্প সাধন হইলে লোকে যেরূপ সুখ অনুভব করিয়া

থাকে, আমিও তাহাতে বঞ্চিত হইলাম না। কিন্তু মহানগরীর রাস্তাঘাট দেখিয়া মনটা যেন তেমন সুখী হইল না। যাহাই হ'ক, আমি কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সমান দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। এই সময়ে কিছুই তেমন নূতন বলিয়া বোধ হইল না।

তবে একটিমাত্র দৃশ্য একটু নূতন বলিয়া বোধ হইল বটে। দেখিলাম এ দেশী স্ত্রীলোকেরা কানে গহনা পরিয়া থাকে। প্রায় যাহারই সঙ্গতি আছে সেই পরিয়া থাকে। এই দৃশ্যটি আমার ম্যান্‌চেষ্টারে অবস্থান সময়ে কেন যে চোকে ঠেকে নাই তাহার কারণ এই—আমি ম্যান্‌চেষ্টারে অবস্থান সময়ে বড় ব্যস্ত-সমস্ত ছিলাম, কাজেই এই দৃশ্যটি নজরে পড়িয়াও পড়ে নাই।

যা'ই হ'ক, প্রায় এক ঘণ্টা কাল কেবল দক্ষিণ দিকেই চলিয়া তৎপর মনে হইল কেবলই একদিকে চলাটা কি ভাল? এ অবস্থায় হয়'ত আমি অনেক ভারতবাসী ছাত্রদিগের ঠিকানা পিছনেও ছাড়িয়া যাইতেছি। তারপর কেবল একদিকেই চলিয়া আমি হয় ত কোনও খারাপ স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারি। সুতরাং জিজ্ঞাসা না করিয়া আর কেবল একদিকেই অগ্রসর হইব না। অতএব পোষ্টাফিসে যাইয়া ভারতবাসী ছাত্রদিগের খোঁজ খবর করা উচিত বিবেচনা করিয়া পোষ্টাফিসের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এখানে শাখা পোষ্টাফিসগুলি আমেরিকার মত রাস্তার কোনে ঔষধের দোকানের অথবা সাধারণ দোকান ঘরের

এক কোণে স্থাপিত। আমি ইহারই এক শাখা পোষ্টাফিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একজন যুবতী একটি বৃদ্ধাকে টিকেট দিতেছে। মনে করিলাম ইনিই পোষ্টমিষ্ট্রেস হইবেন। সুতরাং একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বলিতে পারেন এ দিকে নিকটে কোনও ভারতবাসী ছাত্র বাস করে কি না?"

যুবতী—না মহাশয়, আমি বড়ই দুঃখিত।

আমি—আপনি বলিতে পারেন কিরূপে তাহাদের ঠিকানা পাইতে পারি?

যুবতী—বাস্তবিক সেরূপ কিছু আমি ধারণাই করিতে পারি না।

আমি—এখানে ইণ্ডিয়া হাউস্ ব'লে কোথাও কিছু আছে জানেন কি?

যুবতী—সে এখন বন্ধ হ'য়ে গেছে, এখন সেখানে কাউকে পাবেন না।

আমি-সে আপনি বল্‌ছেন ইণ্ডিয়া অফিসের কথা, আর আমি যে ইণ্ডিয়া হাউসের কথা বল্‌ছি, এখানে ভারতবাসী ছাত্রেরা বাস করে।

যুবতী—হ'তে পারে।

আমি—আপনার এখানে বোধ হয় সহরের ডিরেক্টারী আছে?

যুবতী—আজ্ঞে হাঁ।

আমি—অনুগ্রহ ক'রে দেখ্‌বেন্ ইণ্ডিয়া হাউসটা কোথায় ?

"আচ্ছা" বলিয়া যুবতী ডিরেক্টারী হাতে লইলেন এবং ক্ষণকাল পর বলিলেন ইহার ঠিকানা ২২০ নম্বর ক্রমোয়েল রোড। তিনি ঠিকানাটি একখানা কাগজে লিখিয়া আমার হাতে দিলেন, আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম।

একজন ইংরেজ মহিলার মহানুভবতা।

আমি ডাকঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম একটি স্ত্রী-লোক বাহিরে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া একটু দূরদৃষ্টে কি দেখিতেছেন, আমি ক্রমোয়েল রোডে পৌঁছিতে কোথায় দিয়া যাইতে হইবে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার জন্য ক্ষণকালের জন্য তাকাইতেছিলাম। কিন্তু দেখিলাম নিকটে কোন পুরুষ মানুষের সমাগম নাই। সুতরাং মহিলাটির সম্মুখে যাইয়া মাথার টুপি নামাইয়া একটু মস্তক অবনত করার পর কহিলাম—'ক্ষমা করুন, আপনি অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দিতে পারেন আমি কোন রাস্তায় ক্রমোয়েল রোড যাইতে পারি।

মহিলা—সে যে অনেক দূর! তাই ত আপনাকে ব'লে দিলে আপনি ঠিক যাইতে পারিবেন কি না জানি না। অচ্ছা দেখি আমি আপনার কোন সাহায্য করিতে পারি কি না।

আমি—সে আপনার অনুগ্রহ।

অতঃপর মহিলাটি "আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে 'অম্‌নি-বাস' উঠাইয়া দিয়া বাস-ওয়ালাকে বলিয়া

দিব যে সে আপনাকে ঠিক জায়গায় নামাইয়া দেয়।" "সে আপনার দয়া"—বলিয়া আমি মহিলার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কিন্তু একটু দূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁহাকে বলিলাম "দেখুন, আমি এই সহরে একজন আগন্তুক মাত্র এবং সম্পূর্ণ নূতন, এই প্রথম এখানে এসেছি, কোন কিছুই জানি না, 'বাস'ওয়ালা আমাকে যদি একস্থান বলিতে অন্যস্থানে নামাইয়া দেয়, তবে এই রাত্রি কালে আমি মুস্কিলে পড়িব। সুতরাং বলিতেছি আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে রাস্তাটি দেখাইয়া দেন, তবে আমি হাটিয়া যাওয়াই ভাল বোধ করি।" তদুত্তরে মহিলাটী বলিলেন, "যদি পারেন, তবে সে-ত সব চেয়ে ভাল। আচ্ছা তাই হউক আপনি আসুন আপনাকে সেই রাস্তাই দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তখন পূর্ব্বদিক অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। আমি তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

স্ত্রীলোকটী দেখিতে বেশ সুশ্রী। দেখিলেই অনুমান করা যায় যে তিনি কোন ভদ্রমহিলা। বয়স—ষাট বৎসরের বেশী ভিন্ন কম হইবে না। তাঁহার চুলগুলি অধিকাংশই পাকিয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি যে এক কালে বেশ সুন্দরী ছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে।

যাহাই হউক, আমরা আস্তে আস্তে হাটিতে হাটিতে অনেকদূরে অগ্রসর হইলাম। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আমাকে অনেক কথা বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলাম। তাঁহার কথিত

৪০১

এইরূপে প্রায় একঘণ্টা কাল পথ চলার পর একটী চৌরাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা দাঁড়াইয়া আমাকে কহিলেন—"এখান হইতে আর অনেক দূর নাই, আপনি ইহার পরে আরও চারিটী মোড় পাইবেন। প্রথম তিন মোড়েই আপনি সর্ব্বদাই ডা'ন দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকিবেন এবং অবশেষে চতুর্থ মোড় হইতে বাঁ দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিবেন। এই রাস্তা ধরিয়া ক্ষণকাল চলিলেই আপনি যাইয়া ক্রমোয়েল রোডে পড়িবেন।" আমি তখন তাহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম, বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাটি আপন পথে চলিয়া গেলেন।

মহিলাটি যেরূপ বলিয়া দিলেন আমি সেইরূপই চলিতে লাগিলাম। প্রথম মোড়ের পর ডা'নদিকের রাস্তায় এবং তৎপর ঐ রাস্তারই দ্বিতীয় মোড়ে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে আবার তাহার ডা'নদিকের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া তৃতীয় মোড়ে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে ডা'নদিকের রাস্তাটির আরম্ভ একটু গোলমেলে। সুতরাং সে স্থানে আমাকে রাস্তাটির বিষয় একটু জিজ্ঞাসা করিতে হইল। অতএব একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি তখন আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার গন্তব্য পথের মোড়ে উঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইলাম। তিনি গুড্‌বাই (Good bye) বলিয়া

আপন পথে চলিয়া গেলেন, আমিও প্রদর্শিত রাস্তায় চলিতে লাগিলাম।

প্রায় দশ মিনিট পর আমি মহিলা-কথিত চতুর্থ মোড়ে পঁহুছিলাম। অবিলম্বে ইহাও অতিক্রম করা হইল। আমি এখান হইতে দিক পরিবর্তন করিয়া বাম দিকে চলিতে লাগিলাম এবং অতি অল্পকাল মধ্যে ক্রমোয়েল রোডে আসিয়া পড়িলাম এবং ক্ষণকাল পর ইণ্ডিয়া হাউসের নিকট উপস্থিত হইলাম।

আমি ইংলণ্ডে পঁহুছিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ লণ্ডনে ঠিক কোন্ স্থানে থাকে তাহা ভাল রূপে জানিতাম না। সুতরাং অপরিচিত সহরে রাত্রি সমাগত দেখিয়া যথায় ভারত-বর্ষীয় ছাত্রগণের থাকা সম্ভব তাহারই নাম করিয়াছি এবং তথায়ই আসিয়াছি। কিন্তু এখানে উপস্থিত হইবার পর যখন প্রশ্ন হইল, তুমি কাহাকে চাও, তখন অতি প্রথমে আমি একটু ভ্যাবাচেকা লাগিয়া গেলাম। কিন্তু এই সময় একটি বন্ধুর কথা মনে পড়িয়া গেল। আমি আমেরিকা ত্যাগ করিবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে একটী ভদ্রলোক ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। এই ভদ্রলোক ভদ্রতার অনুরোধে দুই এক দিনের জন্য আমাদের সঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া হাউসে উঠিলে পর, যখন দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কা'কে চান," তখন একটু ভ্যাবাচেকা খাইলাম; কিন্তু তৎপর মুহূর্ত্তেই আপনাকে সাম্লাইয়া লইয়া পকেট হইতে একখানা

কার্ড বাহির করিয়া দরোয়ানের হাতে দিলাম। সে কার্ড খানা লইয়া উপরে চলিয়া গেল, আমি এই সময় ইণ্ডিয়া হাউসের কলেবরের দিকে নজর করিলাম।

ইণ্ডিয়া হাউসে যে সমস্ত ছাত্র থাকে, তাহারা বলিতে গেলে একরকম সুখেই থাকে। খরচ এখানে তেমন বেশী কিছু নয়। সকাল আর বৈকালের খাওয়া এবং ঘরভাড়া সমস্ত লইয়া সপ্তাহে মোট চব্বিশ শিলিং করিয়া দিতে হয়। এখানে যে সমুদয় ভারতবর্ষীয় ছাত্র বাস করিয়া থাকে, তাহারা প্রায়ই ধনী লোকের সন্তান, অথবা অন্ততঃ পক্ষে তাহারা ভারতবর্ষ হইতে যথেষ্ট ধন গ্রহণ করিয়া থাকে।

যাহাই হউক, ক্ষণকাল পর দরোয়ান আসিয়া সংবাদ দিল যে, আমার সেই ভদ্রলোকটি তখন তথায় উপস্থিত নাই। তবে রাত্রি ৮টার ভিতর ফিরিতে পারে। আমি এতচ্ছ্রবণে মনে করিলাম কি করা যাইতে পারে। বাহিরে যাইব, না এখানে বসিয়া দু'ঘণ্টা কাল এ স্থানে বসিয়াই কাটাইব? ইতিমধ্যে পার্শ্বে একটি বড় হলের দিকে নজর পড়িল। দেখিলাম অনেক ছাত্র সেখানে বসিয়া ধূম্র পান করিতেছে। সুতরাং মনে করিলাম—এত রাস্তা হাটিয়া আসিয়াছি, আবার কোথায় বাহিরে যাইব, এখানে বসিয়াই সময় কর্ত্তন করিব। অতএব অবশেষে এই হলে প্রবেশ করিয়া একখানি টেবিলের পার্শ্বে একখানা বেত্রাসনে উপবেশন করিয়া

আমিও ধূম্রপান করিতে লাগিলাম এবং ঘড়ির দিকে চাহিয়া উহার 'সেকেণ্ড গণিতে লাগিলাম।

কিন্তু মানুষ কতক্ষণ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু নিরুপায়। এই রূপে অনেকক্ষণ অতীত হওয়ার পর শেষে ঘুম পাইতে লাগিল। দোষ দিব কার, পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত শরীরে নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় লোক এইরূপে কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে? অতএব শেষ বেলায় মনে করিলাম ইহাদের একজনের সঙ্গে একটু আলাপ করিতে পারিলে ত বেঁচে যাই। কিন্তু ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিলাম, সেটা হওয়া বড় সহজ নয়। সুতরাং ভাবিলাম ইহা অপেক্ষা কতক্ষণ বাহিরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া আসা ভাল। এইরূপ স্থির করিয়া অগত্যা বাহিরে চলিলাম।

সেখানেও বিপদ! বিনা কাজে রাস্তায় বেড়াইতেই কি ভাল লাগে? তারপর ভয়ও আছে—পাছে রাস্তা ভুলিয়া যাই। কাজে কাজেই অনেক দূর যাইতেও পারি না। অতএব বাধ্য হইয়া অল্প দূরের মধ্যেই ঘুরা-ফেরা করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে কতটুকু সময় ঘুরা-ফেরা করা যাইতে পারে? সুতরাং ইহাও ভাল লাগিল না, তাই ফিরিয়া পুনরায় ইণ্ডিয়া হাউসে চলিলাম।

এবার ইণ্ডিয়া হাউসে পৌঁছিয়া দেখিলাম দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মনে হইল—আর একঘণ্টা মাত্র—তা বসিয়াই কাটাইতে পারিব। তাহাই করিলাম, পুনরায় হলে যাইয়া বসিয়া ধূম্র পান

করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে একজন ভদ্রলোক আসিয়া আমার টেবিলের অন্যদিকে আর একখানি চেয়ারে বসিল। আমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- "মহাশয়,এখানে সপ্তাহে কত করিয়া খরচ পড়ে?" ভদ্রলোক উত্তর করিলেন "I do not know exactly. আমি ঠিক জানি না।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম —"মহাশয় ত এখানেই থাকেন?"

ভদ্রলোক থাকি বই কি?

আমি—তবে এখানে কত খরচ পড়ে বলিতে পারিবেন না?

ভদ্রলোক—That's not my business. There is clerk. He is to answer to your these questions সে আমার কাজ নয়। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একজন কেরাণী আছে।

বলা বাহুল্য, এ সব প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য একজন লোক আছেন, কিন্তু আপনি যখন এখানে আছেন, তখন এই বিষয়টুকু জানা সম্ভবপর হইতে পারে এই ভাবিয়াই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।

আমার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন—"I am not introduced to you. আমি আপনার পরিচিত নই। কথাটা শুনিয়া আমার একটু কেমন বোধ হইতে লাগিল, কাজেই সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালীই একজন বাঙ্গালীকে বলিতেছে "I am not introduced to you. আমি আপনার সহিত পরিচিত হই নাই, সুতরাং আমার নিকট আপনি কোন প্রশ্নের কোন উত্তর

দিতে আশা করিতে পারেন না।" ইহার উপর আমার আর কোন জবাব রহিল না, কিন্তু একটু দুঃখিত হইলাম।

ইতিমধ্যে একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে অবতরণ করতঃ হলে আসিয়া উঁকি মারিলেন,—দেখিলাম ইনি আমার সেই পরিচিত ভদ্রলোক, সুতরাং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া কর মর্দ্দন করিলাম। দু'জনের ভিতরে কতকক্ষণ সময়ের জন্য মঙ্গলা-মঙ্গল সংবাদ বদল হইতে লাগিল।

অতঃপর ভদ্রলোকটি আমার অবস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন আমার বিবরণ তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, "এখানে ত থাকা সম্ভবপর নহে, সুতরাং চলুন আগে বাসস্থান ঠিক করা যাক।" তৎপর আমরা বাহিরে চলিলাম।

প্রায় ২ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করার পর ভদ্রলোকটি আমাকে লইয়া তাহার একটি পরিচিত রেস্টুরেণ্টে গেলেন। আমি ৫ দিন পরে সে দিন উদর পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিলাম।

অতঃপর ভদ্রলোকটী তাহার বিশেষ পরিচিত স্বনামধন্য কোন বাঙ্গালী বন্ধুর বাড়ীতে লইয়া চলিলেন। বন্ধুবরের বাড়ীতে পৌঁছিয়া জানা গেল তিনি বাড়ীতে নাই। তাঁহার ছেলেরা মাত্র বাড়ীতে আছে। আমার বন্ধুটি তখন ঐ রাত্রির জন্য আমার তথায় থাকা সম্ভবপর হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার প্রতি উত্তরে এত সব অন্যায় এবং বিরক্তিজনক প্রশ্ন হইতে লাগিল

যে তৎসমুদয়ের উত্তর করা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। কাজে কাজেই আমি বাধ্য হইয়া বন্ধুটিকে বলিলাম এস্থানে আর থেকে কাজ নাই, চলুন এখন অন্যত্র চেষ্টা করা যাক। বন্ধুবর তখন নূতন আগত তিনটি ছাত্রের ঠিকানা লিখিয়া লইলেন, তৎপর আমরা এ স্থান হইতেও বিদায় লইলাম।

অনতিবিলম্বে আমরা নূতন আগত ছাত্রদের বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম তথায় একটি কামড়া খালি আছে। সুতরাং তখনই দুই শিলিংএ সেই কামরাটি ঐ রাত্রের জন্য ভাড়া করা হইল।

তৎপর বন্ধুবর পরদিন এগারটার সময় আসিয়া দেখা করিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং আমি অল্পকাল মধ্যে পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করতঃ নূতনাগত ছাত্রদের সহিত ক্ষণকাল গল্প গুজব করিয়া তৎপর শয়ন করিলাম। অনেক দিন পরে ভাল বিছানা পাইয়া অল্পকাল মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্ধুবরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে লইয়া হাইহোবরণে অরিয়েণ্টল কাফেতে লইয়া গেলেন। তথায় তিনি মিষ্টার কে, চৌধুরীর অথবা পতিতপাবন) সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই দিন হইতে মিষ্টার চৌধুরীর অনুগ্রহে রিজেণ্ট পার্কে তাহার বাসায় আমার থাকার বন্দোবস্ত হইল এবং তাহার বাড়ী ও অরিয়েণ্টল কাফেতে খাওয়ার বন্দোবস্ত হইল আমার মজা দেখিবার সুবিধা হইল।

অরিয়েণ্টল কাফেতে থাকা সময়ে অনেক রগড় দেখিয়াছি।

অনেক রকমওয়ারী সাহেবী-আনার কেতা দেখিয়াছি। সে সমুদয় বিস্তৃতভাবে এখানে বর্ণনা করা সম্ভবপর হইবে না, তবে দুই একটী মাত্র ঘটনা এবং গল্পের উল্লেখ করিব।

একদিন আহারের পূর্ব্বে যখন অপেক্ষা করিতেছি, একটি বাঙ্গালা ভদ্রলোক তখন কাফেতে আসিলেন। মিষ্টার চৌধুরী ভুলক্রমে আমাকেও তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমার মনে হয়, ইহার নাম আর এন্ বানার্জ্জি। যাহাই হউক, ক্ষণকাল আলাপের পর মিষ্টার চৌধুরী আপন কাজে ব্যস্ত হইলেন। আমি তেমন আলাপী লোক নই, সুতরাং আলাপ করিতে পারিলাম না; মিষ্টার ব্যানার্জি বড় মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন তাহার গল্প করাটা নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িল। সুতরাং তিনি অগত্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"How do you like London? Is it like American cities or inferior? লণ্ডন কেমন? এ কি আমেরিকার সহরগুলির মত, না তার চেয়ে খারাপ?"

আমি—সত্য কথা বলিতে কি, আমেরিকার সহরগুলি, আমার যত দূর বিশ্বাস ইহা অপেক্ষা একটু উন্নত।

মিঃ বানার্জি—Is it so? তাই?

আমি—আমার সেইরূপই মনে হয়। তবে আমি ত এখনও সেরূপ একটা মত প্রকাশ করিবার উপযুক্ত নই। যেটুকু দেখিয়াছি তাহাতে এই রূপই মনে হয়।

মিঃ বানার্জি—Why, did you not go round the city? কেন, আপনি সহরটা ঘুরিয়া দেখেন নাই?

আমি—আমি একা যতদূর পারিয়াছি।

মিঃ বানার্জি- Why, could you not have any body to go with you? কেন আপনার সঙ্গে যায় এমন কাউকে পেলেন না?

আমি—সকলেই যে যাহার কাজে ব্যস্ত, কে যাইবে! যাহাই হউক ক্ষণকালের জন্য এইরূপ আলাপ হইতে লাগিল। মিঃ বানার্জি আমি একাকী কোন্ কোন্ স্থানে যাইতে সক্ষম হইয়াছি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সকল সময়েই ইংরেজিতে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমি অবশেষে নেহাত মুখ পোড়ার মত বলিয়া ফেলিলাম—মিঃ বানার্জি, আপনি কি বাঙ্গলা বলিতে পারেন না? ইংরেজিতে গল্প করিতে সুখ হয় না, অনুগ্রহ করিয়া বাংলা বলিলে সুখী হইব।

মিঃ বানার্জি—O' I am very sorry, but I have almost forgotten my native language. আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু আমি আমার মাতৃ ভাষা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি তখন মনে মনে একটু হাসিলাম, কিন্তু গম্ভীরভাবে তাঁহাকে আবার কহিলাম—Is it so? That's too bad! How long it is that you left india, please?

মিঃ বানার্জি—Not very long though. Its only about six mouths, that's all. But you see, I always mix with the ladies and gentlemen of higher circle. So I

always have to speak in English. That's why I have forgotten my native tongue. অনেক দিন নয়। তবে যদিও কেবল মাত্র ছয় মাস, তথাপি আমি সর্ব্বদাই উচ্চ শ্রেণীর মহিলা এবং ভদ্রলোকদের সহিত মিশিয়া থাকি এবং সদা সর্ব্বক্ষণ ইংরাজিতেই কথা বার্ত্তা বলিয়া থাকি জন্যই আমি আমার দেশী ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি মিঃ বানার্জ্জির এ কথা শুনিয়া মুখে বলিলাম—ও' তাই বলুন না, তা হবেই ত। কিন্তু মনে মনে বলিলাম হা হতভাগ্য, এই ছয় মাস সময় বিলাতে এসে বিলাতী মেয়ে মানুষের সঙ্গে মিশিয়াই সেই আশৈশব শিক্ষিত মাতৃভাষা ভুলিয়া গেলে! ধিক তোমায়! হা হতভাগ্য বঙ্গভূমি, এমন সন্তানও বক্ষে ধ'রে লালন পালন ক'রেছিলে।

ইহার সঙ্গে আর একটী কথাও মনে হইল। মহতেই মহানুভবতা সম্ভবে। বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তনেও মনের মহানুভবতার তেমন হঠাৎ পরিবর্ত্তন হয় না। বাঙ্গালী বাবু আজ ছয় মাস কালের জন্য বিলাতবাসী হইয়াই তিনি তাহার বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন। আর দলিপ সিং আশৈশব ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়াও যখন তিনি প্যারিস একজিবিসনে যান তখন তিনি পাঞ্জাবীদের সঙ্গে তাঁহার মাতৃভাষা পাঞ্জাবীতে এবং আর সমুদয় ভারতবাসীর সঙ্গে হিন্দিতে আলাপ করিয়াছিলেন এবং যখন তাহাকে এ কথা বলা হইয়াছিল যে তিনি আশৈশব ইংলণ্ডে বাস

করিয়াও যে তাহার দেশী ভাষা ভুলিয়া যান নাই সে আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি তখন অমনি বলিয়াছিলেন "আহা মাতৃভাষা কি লোকে ভুলিতে পারে!"

যাহাই হউক, মিঃ বানার্জ্জি বোধ হয় আমার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে আমি তাহার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলাম না। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ আলাপে বন্ধু জমিল না দেখিয়া সম্মুখেই খাওয়ার ঘরে যাইয়া বসিলেন। আমি একাকী বসিয়া এই সমুদয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

বাঙ্গালীর ইংরেজ মহিলা বিবাহে আমার কিরূপ ধারনা।

আমি কাফেতে বসিয়া আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে ছিলাম। আমাকে অনেক সময় এখানে বসিয়া থাকিতে হইত। প্রায় দিনই আমি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে সকলের আগে আসিয়া কাফেতে বসিতাম। মিঃ চৌধুরী কার্য্যানুরোধে অন্যত্র চলিয়া যাইতেন, আমি বসিয়াই থাকিতাম। চাকর ও পাঁচক ভিন্ন তখন প্রায়ই আর কেহই থাকিত না। ইহার কতক-ক্ষণ পরে পরিবাসনকারিণী বালিকা আসিত। সে আসিয়া খাবার টেবিল সাজাইত এবং পরিবাসন সম্বন্ধিয় আর যাহা কিছু দরকার তাহা করিত। ইহার পরে দুই একটী বাবু আসিয়া হাজির হইত। তাহাদের আসিবার উদ্দেশ্য যাহাই হউক তাহা প্রারে বলিব, কিন্তু উপলক্ষ্য কাফেতে আহার করা। কিন্তু প্রায়

দিনই দেখিতাম তাহাদের কাফেতে পৌঁছিবার অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা পর আহার্য্য প্রস্তুত হইত এবং তার পরও অন্যূণ আধ ঘণ্টা কিম্বা তিন পোয়া ঘণ্টা পর অন্যান্য ভদ্র লোকেরা আহার করিতে আসিত। যাহাই হউক, ইহারা যে বিনা কাজে এত সময় আগে আসিতেন তাহা নহে, তাহাদের বিশেষ দরকারী কাজই থাকিত। তাঁহারা আসিয়া প্রথমে পরিবাসন-কারিণীর নিকট মাথা নোয়াইতেন, তৎপর টুপি, ওভারকোট ইত্যাদি ছাড়িয়া রাখিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বালিকাকে বলিতেন—"May I have a cup of tea ? এক বাটী চা পাইতে পারি কি ?" প্রত্যুত্তরে বালিকা একটু আরনয়নে চাহিয়া ঈষদ্ধাস্যে বলিত—Certainly, why not ? নিশ্চয়ই, কেন না ?" তৎপর বাবু কৃতার্থ হইয়া "Thanks" বলিয়া একটী টেবিলের পার্শ্বে বসিতেন এবং ঘণ্টাভর বালিকার সহিত আলাপ প্রলাপ, আমোদ প্রমোদ, হাসি ঠাট্টা এবং রঙ্গ রস করিয়া এক কাপ চা খাইতেই এক ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন। মাঝে মাঝে বালিকার দুই একটা দুঃখকাহিনী কানে আসিত। বাবু যখন জিজ্ঞাসা করিতেন "why don't you get Married ? তুমি কেন বিয়ে কর না ? বালিকা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিত "Who will marry me ? আমাকে কে বিয়ে ক'রবে ?" বাবু তখন মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না বটে, কিন্তু চোকের মিলে আসল কথা কহিয়া দিতেন। বালিকার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইত, সে তখন মুচকি হাসিয়া প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইতে ভুলিত না।

আমি প্রায় মাঝে মাঝে এরূপ দুই একজন বাবুকে কাফেতে এই প্রকার কাজের আলাপ করিতে শুনিতাম। ইহাতে বোধ হয় আমাদের যত বিলাতী বিয়ে তাহা সমস্ত না হইলেও অধিকাংশই এই প্রকারের। তবে বাবুদের কৈফিয়ত শুনিয়া বড় রাগ হয়। ধুপণী কি চাকরাণী ঘরের মেথরাণী বিয়ে করেই যদি সমাজ সংস্কার করা যাইত, সমাজকে উন্নত করা সম্ভবপর হইতে পরিত তবে আর দুঃখ ছিল কি? তুমি ম'রবে মর, গোল্লায় যাবে যাও; ভারতমায়ের কত ছেলে ত প্লেগ, কলেরা, এবং ম্যালেরিয়ায় নিপাত যাইতেছে, আর তুমিও না হয় যাবে। যাত্ত তা'তে কোন আফসস্ নাই, কিন্তু জ্বালা বাড়াও কেন?

তবে এই বলিয়া, কিম্বা এই সব দৃষ্টান্ত দিয়াই আমি ইহা বলিতে চাইনা যে, যে কেহ বিলাত গিয়াছে তাহারা সকলেই এইরূপে পরিণত হইতেছে। তবে অনেকেই যে এইরূপ ক'রে থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। বারে পড়া, আর কে কত বোতল চালাইতে পারা এবং কিরূপে দেশী লোকের পকেট হইতে পয়সা বাহির করা এই সব আলাপ যে ছাড়া মুখে অন্য কথা খুব কম!

ইংলণ্ডে ভারতবাসী ছাত্রদের উচ্চ আশা।

বাস্তবিক ইংলণ্ডে ভারতবাসী ছাত্রদের উচ্চাভিলাষ কিরূপ তাহা জানিলে মনে বড়ই দুঃখ হয়। দেশের এত টাকা, এত পয়সা খরচ করিয়া পিতামাতার ঘর বাড়ী উৎসন্ন করিয়া, শ্বশুড়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া যে টাকা ইংলণ্ডে

আমদানী করে সে টাকা ব্যথে যাহা পাওয়া যায় তাহা জানিতে পারিলে মনে বড়ই দুঃখ হয়। অনেকের উচ্চ আশা এক জন হোটেলওয়ালা হওয়া, কাহারও বা আশা কিরূপে দেশী লোকের পকেট হইতে পয়সা বাহির করা। এই কি এত টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া শিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়ার ফল?

এই গেল বিলাতের কথা। আর আমেরিকায় যে সমুদয় ভারতবাসী ছাত্র আছে তাহাদের আশা এবং অধ্যবসায়ের কথা শুনিলে প্রাণে কতই না সুখ হয়। তাহাদের সেই কঠোর পরিশ্রম করিয়া নিজের উপরে নির্ভর করিয়া পড়াশুনা করা এবং তার উপরে দেশের উন্নতির চিন্তা করা, দেশের উন্নতির জন্য কিছু না 'কিছু করিতেই হইবে' এই চিন্তা এবং এই উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করার সংবাদ পাইলে কি সুখই না হয়!

যাহাই হউক, কাফেতে কয়েক দিন খাইতে যাইয়া এবং মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে শয়ন করিয়া আমি এইরূপ অনেকগুলি বিষয় জানিতে পারিয়াছি।

আমি কাহারও সহিত বড় বেশী কোন কথাবার্ত্তা বলিতাম না। যে সব আলাপ হইত, কেবল শুনিতাম। তবে কেবল যে আমি ইহাই শুনিয়া বেড়াইতাম তাহা নহে। আমি একাকী রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার জিনিষ যতটা সম্ভব দেখিয়া লইতাম। যখন যেদিকে খুসি হইত চলিয়া যাইতাম। বাসায় ফিরিলে আমি লণ্ডন সহরে একাকী বেড়াইয়া বেড়াই

শুনিয়া যখন এখানে ভারতবাসী ছাত্রেরা আশ্চর্য্য বোধ করিতেন তখন আমার কেমন একরূপ বোধ হইত। তাহারা বলিত "আপনি এই নূতন, কেবল মাত্র লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন, কিরূপে একাকী লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে সাহস করেন?"

আমার তখন আমেরিকার কথা মনে হইত। ভাবিতাম; আমি লণ্ডন সহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি দেখিয়াই তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ, কিন্তু আমেরিকায় ভারতবাসী ছাত্রগণ কত কিরূপ ভাবে যে কত কি যে করিয়া থাকে, দেখিলে তোমরা যে কি করিবে তাহা ভাবনার অতীত। তাহারা যে পরিশ্রম করিয়া দৈনিক আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে যে পরিশ্রমে তাহারা সামান্য কিছু সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা ইউনিভারসিটীতে পাঠাভ্যাস করে, যে কষ্ট করিয়া তাহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অবস্থান করে এবং তথাপি তাহাদের মনে যেরূপ উৎসাহ, যেরূপ উদ্যম, যেরূপ অধ্যবসায়, এবং উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করে, তাহা দেখিলে, বুঝিলে এবং জানিতে পারিলে তোমরা যে কি করিতে তাহা আমি ভাবিতেও পারি না। তখন আবার মনে হইল, তাহা হইলে তাহাদের তুলনায় তোমরা কি? তাহারা এত কষ্ট করিয়া কত উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করে আর তোমরা এখানে দুঃখদৈন্য প্রতারিতা ভারতবর্ষ হইতে অজস্র অর্থ আনিয়া তাহার ব্যয়ে, যাহা শিখিতেছ তাহাতে তোমরা কি?

যাহাই হউক আমি একাকীই একে একে হাইড পার্ক, টেমস্ নদীর উপরের পুল, পার্লামেণ্ট, বার্মিংহাম্ প্যালেস্, সেণ্টজেম্‌স্ প্যালেস্, মিউজিয়াম ইত্যাদি অনেক দেখিবার জায়গা হাটিয়া হাটিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লইলাম। আর মধ্যে মধ্যে দুপুর বেলায় ওরিয়েণ্টাল কাফেতে বসিয়া তামাসা দেখিতাম এবং মজাদার গল্প স্বল্প শুনিতাম।

এ সব বিষয় অল্প-বিস্তর বোধ হয় অনেকেই, যে কোন রূপে হউক, কতকটা অবগত আছেন। সুতরাং বৃথা কথায় সময় নষ্ট না করিয়া অনেকে যে সব বিষয় জানিতে চাহেন সেই সব বিষয় জানাইয়া আর [illegible] [illegible] বলিয়াই লণ্ডন হইতে বিদায় হইব।

এখানে জানিবার, শিখিবার এবং বুঝিবার বিষয় অনেক আছে। লণ্ডন পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে প্রায় সব রকম শিক্ষাই মিলিতে পারে। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। কেননা এ বিষয় অনেকেই অবগত আছেন।

লণ্ডন সহর যদিও এ পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহর বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এইবার হইতে লণ্ডন প্রথম হইতে দ্বিতীয় স্থানে প্রত্যাগত হইল। আর নিউইয়র্ক তৃতীয় স্থান হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিল। লোকসংখ্যায়, এবং আয়তনে লণ্ডন যেমন নিউইয়র্ক হইতে নিম্ন স্থানে অবস্থিত; বৈজ্ঞানিক উন্নতিতেও লণ্ডন নিউইয়র্ক হইতে আজকাল অনুন্নত অবস্থায় অবস্থিত।

কিন্তু ম্যানিউফ্যাকটারীংএ লণ্ডন বোধ হয় নিউইয়র্ক হইতে উচ্চ স্থানের অধিকারী। লণ্ডনের রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন, দোকান-পশার ইত্যাদি নিউইয়র্কের ঐ সমুদের সঙ্গে আর তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না।

তবে এক বিষয়ে লণ্ডন অতিশয় ভাল। এখানে খরচ কম। ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর অনেক রকম খাবার জিনিষ অপেক্ষাকৃত অল্প পয়সায় এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়; এই সব দেখিয়া আমার কিছুদিন লণ্ডনে অবস্থান করারও ইচ্ছা হইয়াছিল। যাহাই হউক, লণ্ডনে বাস করিতে নিউইয়র্ক হইতে খরচ অনেক কম পড়ে। সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে সপ্তাহে ২৪ শিলিং যথেষ্ট আর একেবারে ন্যূন পক্ষে দশ শিলিং খরচেও সপ্তাহ কাটিয়া যাইতে পারে।

ইহা হইতেই দেখা যায় যে লণ্ডনের খরচ নিউইয়র্ক অপেক্ষা কম। কিন্তু নিউইয়র্কে খরচ যেমনই বেশী রোজগারও আবার তেমনই বেশী; নিউইয়র্কে একজন সামান্য লোকে দৈনিক নিতান্ত কম পক্ষে দেড় ডলার মানে ৬ শিলিং করিয়া রোজগার করিয়া থাকে। কিন্তু লণ্ডনে দৈনিক ৬ শিলিং রোজগার করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। লণ্ডনে দৈনিক ৬ শিলিং রোজগার করিতে শরীর হইতে একটু বেশী রকম ঘাম ফেলিতে হয়।

তবে নিউইয়র্কের পরিশ্রমীদিগের লণ্ডনের পরিশ্রমীদিগ হইতে পরিশ্রম একটু বেশী, সেখানে তাদের দৈনিক দশ ঘণ্টা

কাজ করিতে হয়। আর এখানে আট ঘণ্টা কাজ করিলেই কাজ চলিতে পারে। আবার তেমনই সেখানে যেমন সহস্র কারণে দগ্ধীভূত প্রাণ লইয়া দুদণ্ড মাত্র সহরের রাস্তায় দাঁড়াইলে যেমন প্রাণটা ঠাণ্ডা হয় এবং প্রফুল্লিত দেহ মন ও নূতন উদ্যম লইয়া ঘরে ফেরা যায়, এখানে আর তেমন হয় না। তবে বলা বাহুল্য এখানে পিকাডেলী প্রভৃতি অনেক জায়গা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। তবে তাই বলিয়া আমি ইহা বলিতেছি না যে লণ্ডনে নিষ্পাপ বিশুদ্ধ এবং পবিত্র আমোদ প্রমোদ এবং উপভোগ করিবার মত তেমন কিছু নাই।

মোট কথা লণ্ডনে মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিবার মত সব উচ্চ উপকরণ রহিয়াছে, তেমনই মানুষকে অমানুষের ন্যায় নিপাত যাইবার উপকরণও ততোধিক আছে। লণ্ডন তোমাকে শিখাইতে পড়াইতে মানুষ করাইতে পারে, আবার অন্যদিকে তোমাকে পাপের প্রশস্ত স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া অবশেষে অকালে পতনের অনন্ত পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারে।

যাহাই হউক প্রায় ২৩।২৪ দিন সময় এইরূপে লণ্ডনে অবস্থান করার পর এখান হইতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিশে যাইতে কৃতসংকল্প হইলাম। অতএব অকারণ আর অধিক দিন এখানে সময় কর্তন না করিয়া, এখান হইতে ফ্রান্স অভিমুখে রওনা হইলাম।

লণ্ডন হইতে সকাল বেলায় সাড়ে আটটার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মনোহর গ্রাম্যদৃশ্য সমুদয় দেখিতে দেখিতে

যথাসময়ে ফোকষ্টোনে (Folkstone) উপস্থিত হইলাম। এবং তথায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী ইংলিশ ক্যানেল নামে প্রকাণ্ড জলরাশি পার হওয়ার জন্য জাহাজে আরোহণ করিলাম। জাহাজখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে তীর ছাড়িয়া পর পারের দিকে চলিতে লাগিল, আমরাও সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রথমে পর পারের দৃশ্য তখন কিছুই নয়নগোচর হইল না, কিন্তু জাহাজখানি যতই ইংলিশ উপকূল হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন রেখামাত্র পর পার নয়নগোচর হইতে লাগিল। এবং জাহাজ যতই ফ্রান্স উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল পারের শোভা তখন ক্রমেই বেশী দেখা যাইতে লাগিল। এই সময় একটি দৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ আমার সেই শস্যশ্যামলা সুফলা সুজলা বঙ্গ ভূমির কথা মনে হইল। দেখিলাম ওপারের দৃশ্যে আমাদের পদ্মার কূলের দৃশ্যের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। সেই পারের দৃশ্য তখন এতই মধুর হইয়াছিল যে আমি আর তখন সেই পারকে ফ্রান্সের উপকূল বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। মনে হইতেছিল তখন যেন আমি পদ্মার উত্তর পার হইতে দক্ষিণ পারে যাইতেছি। কিন্তু যখন মনে হইল এ বঙ্গভূমি নয়, এ পদ্মা নদীও নয়, আমি ইংলিশ ক্যানেল পার হইতেছি, তখন জানি না কেন হঠাৎ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস আপনা হইতেই আসিয়া আবার বিদায় হইল। আমি আবার ফ্রান্সের উপকূলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। যাহাই হউক প্রায় এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট সময়ে ইংলিশ ক্যানেল পার

হইয়া বন্দরে (Boulonge.) অবতরণ করিলাম এবং জেটি হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়ার পর কাষ্টম ঘরে জিনিষপত্রাদি সমুদয় পরীক্ষা করা হইয়া গেলে পর আমি একজন পুলিশম্যানকে প্যারিসের গাড়ী কোন সময় তথা হইতে ছাড়িবে জিজ্ঞাসা করিলাম ; পুলিশম্যান ইংরেজী না জানার দরুণ আমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একজন ইংরেজী জানা লোকের সহিত আলাপে জানিতে পারিলাম— প্যারিসের গাড়ী অতি শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি যাহা কিছু সম্ভব কিনিয়া খাইয়া উদর-জ্বালা নিবৃত্তি করিলাম। এবং তৎপর ক্ষণ কাল মধ্যেই গাড়ীতে চাপিয়া প্যারিশ অভিমুখে ধাবিত হইলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, দিঙ্মণ্ডল একটু অন্ধকারে আবৃত হইয়া আবার চন্দ্রোদয়ে প্রতিভাসিত হইয়াছে ; কিন্তু তথাপি সহরের রাস্তাগুলি আলোকমালায় সুশোভিত। আমাদের গাড়ীখানি আসিয়া প্যারিসের উত্তর সীমার ষ্টেশনে দাঁড়াইল। আরোহিগণ গাড়ী হইতে নামিয়া যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইতে লাগিল।

প্যারিসে আমার পরিচিত কেহ ছিল না, কাহারো ঠিকানাও জানিতাম না ; সুতরাং গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া কোথায় যাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল চিন্তার পর ঠিক করিলাম আজ রাত্রিতে যে কোন হোটেলে অবস্থান করিব এবং পরদিন প্রাতে আর বাঙ্গা

হইতে পারে তাহার চেষ্টা দেখিব। অতএব কোন একটি সাধারণ রকমের হোটেল দেখিতে প্রয়াস পাইলাম।

কিন্তু হোটেল অনুসন্ধান করা আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি ফরাসী ভাষা জানিতাম না, এখানেও ইংরাজী জানা লোক পাওয়া যায় খুব কম। তথাপি ২।৪টি হোটেলে যাইয়া চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ষ্টেশনের নিকটে হোটেলের চার্জ্জ্য অতি বেশী, কাজে কাজেই দরে বনিল না। তখন মনে করিলাম একটু দূরে একটু সুবিধা হইতে পারে। কাজে কাজেই সেই অনুসারে রওনা হইলাম, এবং যাহাকে পাইলাম তাহাকেই যে কোন ভাল অথচ অল্পদামী হোটেল মিলিতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা কেহই আমার কথা বুঝিতে পারিল না। সুতরাং আমি তখন পুনরায় চলিতে লাগিলাম।

ইতি মধ্যে হোটেলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দুই জন ভারতীয় যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা এখানে পড়াশুনা করিতে আসিযাছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ইহাদের সঙ্গে পরিচয় হইয়া গেল, তৎপরে তাহারা আমাকে একটি রেষ্টুরেণ্টে লইয়া গেল।

রেষ্টুরেণ্টে দুইটি বালিকা এবং তাহাদের পিতা উপস্থিত ছিল। বালিকা দুইটির বয়স সম্ভবতঃ ১৭ ও ১৯ বৎসর, দেখিতে তেমন ধপ্‌ধপা সুন্দর নয়, কিন্তু চেহারা দু'খানি লাবণ্যময় এবং হাস্যময়, মুখ দু'খানি পবিত্রতাপূর্ণ। আমরা হোটেলে

পৌঁছিবা মাত্র তাহারা নিকটে আসিয়া আমাদের মঙ্গলা-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল; আমার তখন বোধ হইল তাহারা আমার সঙ্গীদের পরিচিত। আমাকেও তাহারা কত কি জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, কিন্তু আমার বন্ধুগণ তাহাদিগকে বলিয়া দিল সে ফরাসী ভাষা জানে না। তাহারা নিরস্ত হইয়া অগত্যা 'আমরা কি আহার করিব' তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। আমরা যাহা খাইব তাহা বলিয়া দিলাম, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে সমস্ত আমাদের সম্মুখে আসিল। আমার বন্ধুগণ বেশী কিছু আহার কবিলেন না। তাহারা বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন, আমি আহার করিতে লাগিলাম। বালিকারা বন্ধুদ্বয়ের আলাপে যোগদান করিয়া বেশ রগড় করিতে লাগিল। তাহাদের পিতাও এই সঙ্গে যোগদান করিতে বিরত রহিল না।

ফরাসীরা সাধারণতঃই বড় হাসিখুসি প্রকৃতির লোক। তাহরা যাহা কিছু করে কিছুই তেমন একটা কঠিন বিষয় বলিয়া ধরিয়া লয় না। তেমন বড় বড় কাজও খেলিতে খেলিতে হাসিতে হাসিতে সম্পন্ন করে। কাজটাও যেন খেলা। ফরাসী-দের এইটি বড় বিচিত্র চরিত্র। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ, স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য সকলি তাহাদের খেলার বস্তু। খেলিতে খেলিতে সকলই সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই জীবনটাই তাহাদের নিকট খেলার বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নয়। বড়ই সুন্দর মত। বালিকা দুইটি জানিয়াছে, আমি ফরাসী ভাষা জানি না, কিন্তু ইংরেজি জানি। সুতরাং তাহারা যে দুইচারি কথা ইংরেজি

জানিত তাহাই দুই একটা ফরাসী ভাষার সঙ্গে মিশাইয়া হাসিতে হাসিতে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে প্রয়াস পাইল, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়াতে আরও হাসিতে লাগিল। তাহাদের পিতা তাহাদের সহিত হাসিতে যোগ দিল, বন্ধুগণও হাসিতে লাগিলেন এবং তৎপরে তাঁহারা তাহাদের ইংরেজি সংশোধন করিয়া দিলেন।

এইরূপে আধ ঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল। এই আধ ঘণ্টা সময়ের ভিতরেই আমাকে তাহারা তাহাদের বিশেষ পরিচিত করিয়া তুলিল। আমি বাস্তবিকই বড় প্রীত হইলাম। আমার ক্লান্তি ও শ্রান্তির ইহাতে অনেক উপশম হইল।

অনন্তর আমরা তাহাদের নিকট বিদায় হইয়া হোটেলের অনুসন্ধানে চলিলাম এবং অতি শীঘ্রই একটি হোটেল ঠিক করা হইল। বন্ধুগণ পরদিন প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া বিদায় হইলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পরদিন সকালে ৭টার সময় বন্ধুদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুতরাং আমি তখন তাহাদের সহিত সহর পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম।

প্যারিস নগর পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সহর; কিন্তু আয়তনে তেমন বড় নয়। রাস্তাগুলি সোজা সোজা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দুই ধারের বাড়ীগুলি দেখিতে প্রায় একই রকম; সুতরাং নয়নতৃপ্তিকর। রাস্তার ধারে বড় বড় দোকান, তাহাতে বড় বড় কাঁচের জানালা বসান, তাহাতে ভিতরে

সাজান নানা প্রকার জিনিষ বাহির হইতে সুন্দর ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতে সুবিধা এই দোকানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাহির হইতেই যে জিনিষ লওয়া তাহা পছন্দ করা যায় এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর জিনিষ পছন্দ করার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। এই সমস্ত জিনিষের প্রায়টিতেই দাম লেখা আছে। এবং ভিতরে সুন্দর সুসজ্জিত রমণীগণ বেচা কেনা করিতেছে।

রাস্তাগুলি জনতাপূর্ণ—লোকগুলি সকলেই ক্ষিপ্রপদ, ও ব্যস্তভাব। আমাদের দেশের ন্যায় এখানে নানা রং-এর পোষাক পরা, নানা প্রকার বেশধারী নানাপ্রকার লোক দেখা যায় খুব কম। এখানে প্রায় সবই এক প্রকারের, এখানে অন্যস্থান হইতেও যাহারা আইসে, তাহারাও এখানকার বেশভূষা গ্রহণ করে। শুধু এই যে তাহাও নহে, কতক দিন ইহাদের সঙ্গে এখানে থাকিলে অনেকাংশে ইহাদেরই স্বভাববিশিষ্ট হইতে হয়।

অনেকে বলিতে পারেন পোষাকের বিভিন্নতায় তেমন কিছু আসে যায় না। আমরা বলি ইহাতে খুব বেশী আসে যায়—পোষাকের বিভিন্নতায় একতা-বন্ধনের হানি হয়। আমাদের দেশে একজন বাঙ্গালী পাঞ্জাব প্রদেশে গেলে তখনি বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হয়। একজন পাঞ্জাবী বোম্বাইতে গেলে, দৃষ্টিমাত্রেই পঞ্জাবী বলিয়া পরিচিত হয়। একজন বোম্বাই-ওয়ালা কি মান্দ্রাজে কি বাঙ্গালায় আসিলে তাহার পোষাক পরিচ্ছদে তখনই বোম্বাই বলিয়া পরিচিত হয়। ইহাতে বিভিন্নতার

সৃষ্টি হয় ও একতার হ্রাস হয়। একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইলে পোষাক পরিচ্ছদে একরূপতা, বেশী বাহুল্য, অনেকটা সাহায্যকারী। আমাদের দেশে, আমাদের মহাদেশে এই পোষাকের কোনরূপ সমতা নাই, একতারও কাজে কাজেই বিশেষ অভাব। ইউরোপের সকল দেশেই, এই হিসাবে অনেকটা সমতা আছে এবং সেই সমতারই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে যে কেহ আসে সেই স্রোতে পড়িয়া তাহারই সঙ্গে ভাসিয়া যায়। সমতায় দেশে ও সমাজে একতার সৃষ্টি হয়, একতাই সৃষ্টির আধার। আমাদের দেশে এ সমস্তের অভাব।

যাহাই হউক আমরা নানা প্রকার জিনিব দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আর একটি দৃশ্য নয়ন আকৃষ্ট করিল, সে এখানকার রাস্তার পুলিশ। এখানকার পুলিশেরা বিলাতী পুলিশের মত নহে। দেখিতেও তেমন বল-বীর্য্যশালী বলিয়া বোধ হয় না। লণ্ডনের পুলিশ। দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। কেহই প্রায় ছয় ফুটের কম লম্বা নহে। চেহারা খানিও বীর পুরুষের ন্যায়, মূর্ত্তিটিও গম্ভীর এবং শিক্ষাও সেইরূপ। লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাছিয়া বাছিয়া এই সব লোক সংগ্রহ করে এবং নানা প্রকার শিক্ষা দেয়; তাহাদের মাহিয়ানাও বেশী। পোষাক এক রকম এবং সুন্দর। তাহারা সর্ব্বসাধারণের চাকর। সুতরাং রাস্তায় দাঁড়াইয়া সর্ব্বসাধারণের সাহায্যার্থে অপেক্ষা করে। ফরাসী দেশের পুলিশ দেখিতেও সেরূপ নয়, কাজেও বোধ হয় সেরূপ নয়।

প্যারিস সহরে টেক্সমিটার নামক এক প্রকার গাড়ী চলে। ইহা অতি দ্রুতগামী এবং ইহা যত সময় যত দূর যায় তাহা সমস্তই একটি ঘড়ীর মত যন্ত্রে আপনি লিখিত হয়, সুতরাং ভাড়ার জন্য কোন গোলমাল করিতে হয় না। সহর দেখিতে হইলে ভাগে এই টেক্সমিটার ভাড়া করিয়া, কয়েক জনে একত্রে গেলে সস্তাও সুবিধা হয়। আমরা টেক্সমিষ্টার ভাড়া না করিয়া তিন জনে পদব্রজেই ভ্রমণ করিতে চলিলাম। প্রথমে সৈন্যনিবাস দেখিতে গেলাম, সে গুলি এক একটি বড় বড় ৪।৫ তালা দালান। আলোক ও হাওয়া খেলিবার সুবিধার জন্য ফাক ফাক করিয়া অংশগুলি গঠিত। বাড়ীগুলি দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু তাহাতে যে সৈন্যগণ অবস্থান করে তাহারা দেখিতে তেমন বলিষ্ঠ ও সাহসী বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় বাবুগিরি ঝাজে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ফরাসীগণ সাধারণতন্ত্র অতিশয় ভাল বাসে। নেপোলিয়ান সাধারণতন্ত্র ঘুচাইয়া দিয়া যখন নিজেই সম্রাট হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন এদেশে অনেকের মনে তাহাতে আপত্তি ছিল, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধের পরেই তাহারা তাহাদের রাজাকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় সাধারণতন্ত্র পুনঃ স্থাপিত করে। এবং তখন সেই শুভদিনের স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ সাধারণতন্ত্রের একটি রমণী মূর্ত্তি উচ্চ একটি থামের উপর স্থাপিত হয়, আমরা অনন্তর তাহাই দেখিতে গেলাম।

এখান হইতে "আর্ক ডি ট্রায়াম্ফ" দেখিতে গেলাম। ইহা

দেখিতে অতি সুন্দর,সম্মুখে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ানের ছবি, এই তোরণ তাহারই দিগ্বিজয় ঘোষণা করিতেছে। চারিদিক হইতে রাস্তা আসিয়া এই তোরণ দ্বারে মিশিয়া যাইতেছে, এই তোরণের গায় নেপোলিয়ানের ২২০টি যুদ্ধের নাম লিখিত আছে।

তার খানিক দূরেই দেখিলাম নেপোলিয়ান যত যুদ্ধে জয় করিয়া কামান সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেই গুলি গালাইয়া একটি স্তম্ভ গঠিত হইয়াছে। আজ কাল নোপোলিয়ানের স্মৃতি-স্তম্ভগুলি ভীষণ বলিয়া মনে হয়।

ইহার কিছু দূরে "নটারডাম ডি প্যারিস" নামক গির্জ্জার চুড়া পরিদৃশ্যমান। এইটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গির্জ্জা। ইহা ফরসী রাজ্যের একটী প্রধান উপাসনার স্থান।

আর কিছুদূর যাইয়া "প্যানে ডি জষ্টিস্" অর্থাৎ বিচার-আলয় দর্শন করিলাম। এখান হইতে অল্প দূরেই প্যারিসের বিখ্যাত রাস্তা রুভিটর্দালি, যত বড় বড় দোকান হোটেল বাগান বাড়ী সমস্তই এই রাস্তার উপরে অধিষ্ঠিত।

এই রাস্তার নিকটেই "লুভেয়ার"এর আর্ট-গ্যালারী ও বিখ্যাত বাগান বা রাজপ্রাসাদ ও প্রেসিডেন্টের প্যালেস্ আছে। অনতিদূরে প্যান্থিয়ন ও ফরাসী দেশে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার-কর্ত্রী জোয়ান ডি আর্কের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত।

ইহার পর দিন ব্যাস্টাইল দেখিতে গেলাম। ইহা একটা ঐতিহাসিক বাড়ী কিম্বা উদ্যান উভয় বলা যাইতে পারে। এটি প্রথমে একটি রাজপ্রাসাদের মত করিয়া গঠন করা হয়; তৎপর

চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর উঠাইয়া কেল্লার মত করা হইল। ইহার ভিতর সুন্দর "এলেম" গাছের নীচে বসিয়া অনেক দিন ধরিয়া রাজ্যের বিচার হইত। পরিশেষে এটি রাজবিদ্রোহীদিগের জেলখানা রূপে পরিণত হইল। এবং অবশেষে ফরাসী বিদ্রোহের পর বিদ্রোহিগণ এখানে প্রবেশ করিয়া কয়েদীদিগকে খালাস করিয়া ইহার অনেকটা ভাঙ্গিয়া দেয়। এই বাগান বাটীটির ভাগ্যচক্র এতরূপেই এতবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে!

প্যারিসের প্যান্থিয়ানটিকে ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবির মত যত যশস্বী ও বড় লোকের গোর দেওয়া হয়। কত শত শত দেশহিতৈষী ফরাসী কর্ম্মবীরগণ [illegible] চির নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, স্থানটিতে উপস্থিত হইলেই মনে হয় কোন বিশেষ পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।

এ দেশটি যেমন সুন্দর, এ দেশের লোক যেমন সুন্দর ও সরল এদেশের রাজবাটীও তেমনি পরিপাটী করিয়া নির্ম্মিত ও সজ্জিত। বাড়ীটি সুন্দর বাগানে ঘেরা। তাহার মাঝে মাঝে লতা মণ্ডপের ন্যায় ছাউনি করা, তন্নিম্নে বেঞ্চী পাতা। সন্ধ্যাবেলায় প্রণয়িগণ তথায় বসিয়া চুপে চুপে প্রণয়ালাপ করিয়া থাকে। আর সহরের যত সৌখীন লোক সন্ধ্যাবেলায় এখানেই বেড়াইতে আসে।

এই খানে একটি স্থানে একটি রমণীমূর্ত্তি মাথা হেট করিয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতেছে। জার্ম্মেণীর সহিত যুদ্ধে হারাতে "আলসাস" ও "লোরেন" নামক দুইটি প্রদেশ জার্ম্মেণীকে ক্ষতি-

পূরণ স্বরূপ দিতে হয়, সেই অঙ্গচ্ছেদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া জননী ফরাসী ভূমি কাঁদিতেছেন।

এ স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা লুভেয়ারের আর্ট-গ্যালারিতে বেড়াইতে গেলাম; এটি একটি প্রকাণ্ড জায়গা, বৃহৎ এবং নানাপ্রকার কারুকার্য্য করা প্রাচীরে ঘেরা। তাহার ভিতরে বেড়ানোপযোগী একটি বাগান আছে। প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ছবি, এবং তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান "গামবাঁটার" ছবি। এবং তাহার চারিদিকে কতকগুলি কাফ্রিরমণী ও ছেলের নগ্নমূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

লুভেয়ারের আর্টগ্যালারীর বড় বাড়ীটি মধ্যস্থলে বিদ্যমান। বাড়ীটি তিন তালা, অতিশয় উচ্চ এবং কারুকার্য্যময়, ছাতটি ঢালু। বাড়ীটি দূর হইতে বাস্তবিক অতিশয় সুন্দর দেখায়।

ভিতরে প্রস্তর কিম্বা অন্যান্য উপকরণে গঠিত মূর্ত্তিগুলি এতই মনোহর, এমনই নিপুণ হাতে গঠিত যে ইহাদের অঙ্গভঙ্গি ও আকৃতি জীবন্ত জগৎ অপেক্ষা ও সুন্দর বলিয়া মনে হয়। কি-ই বা বলিহারী গঠনের আর কিই বা নিপুণতা অঙ্কনের। এখানে প্রায় সমস্ত রমণীমূর্ত্তিগুলিই উলঙ্গ। ইটালির আর্টের দস্তুরই এই। নরদেহগুলি প্রায়ই কোন না কোন একটি আয়াসসাধ্য কার্য্যে ব্যস্ত।

ইহার পরদিন অস্ত্রাগার দেখিতে গেলাম। সে কি ভয়ঙ্কর বিপুল ব্যাপার। বাঙ্গালীর এই দৃশ্য অনেকক্ষণ অবলোকন করিবার অধিকার কি? চলুন পাঠক, আমরা অন্যত্র যাই॥ আর

একটু অগ্রসর হইয়া, মহাবীর নেপোলিয়ানেব গোর-স্থান দর্শন করিতে গেলাম। গোরটী সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত গহ্বরে প্রোথিত। চারিদিকে রেলিং করা, কবরের চারিদেকে বিজয় পতাকা দোদুল্যমান। দালানটী মহাবীরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত জাতিদের অসংখ্য পতাকায় সুশোভিত।

এইরূপ নানা দৃশ্য দেখিয়া অবশেষে প্যারিসেব প্রসিদ্ধ বাগান দেখিতে গেলাম। সেই শান্তিময় স্থানে তিন জনে প্রায় ৪ ঘণ্টা কাল বিচরণ করিয়া অবশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে জার্ম্মেনি অভিমুখে ধাবিত হইলাম।

দক্ষিণ পশ্চিম জাম্মেনিতে "বাথ" প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে ৪।৫ দিন ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সুইটজারল্যাণ্ডের একটী প্রসিদ্ধ সহর "জুরিক্"এ উপস্থিত হইলাম। এখানেও ৪।৫ দিন সময় অতিবাহিত করিয়া, সুইটজারল্যাণ্ডেব সৌন্দর্য্যময় পর্ব্বতোপত্যকা ভেদ করিয়া নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অষ্ট্রীয়া অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। এবং তৎপর দিন সকাল বেলা নয়টার সময় অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই ষ্টেসনে ইন্‌ফরমেশন্ "বিয়োরো"তে উপস্থিত হইয়া একখানা ভিয়েনা গাইড্ চাহিয়া লইলাম এবং তৎসহ বাহিরে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

ষ্টেসন, হইতে সহর নিতান্ত কাছে নয়। এখানে ইংরাজি জানা লোক খুব কমই পাওয়া যায়। সহর দেখিতে হইলে এক জনের সাহায্য দরকার করে। সুতরাং মনে করিলাম, এখানে

ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটীতে যদি কোন ভারতবাসি ছাত্র থাকে তবে বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভবনা। অতএব ট্রামে উঠিয়া সহর অভিমুখে চলিলাম।

প্রায় ১৫ মিনিট সময় মধ্যে সহরে ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটীর সম্মুখে ট্রাম হইতে নামিয়া ইউনিভারসিটীতে গেলাম। কিন্তু যাহাকেই যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম কেহই কিছুই বলিতে পারিল না। তাহারা ইংরেজী জানে না। প্রায পাঁচ মিনিট কাল এইরূপে কাটাইয়া অবশেষে অফিসে গেলাম ; তথায ইউনিভার-সিটীতে কোন ভারতবাসী ছাত্র আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না ; মহা মুস্কিল, কেহ ইংরেজী জানে না। অবশেষে একটী বৃদ্ধ একজন ছাত্রকে ডাকিয়া আনিল। সে অতি সামান্য মাত্র ইংরেজি জানিত ; আমি তাকে ইউনিভার-সিটীতে কোন ভারতবাসী ছাত্র আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেও কোন উত্তর দিতে পারিল না ; কিন্তু ছাত্রটী তখন ফিরিয়া যাইয়া অপর একটী ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় আমার নিকট আসিল। নবাগত ছাত্রটী সামান্যরূপ ইংরেজি জানিত। সে তাহারই সাহায্যে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি চান ?"

আমি—এখানে কোন ভারতবাসী ছাত্র আছে ?

ছাত্র—(অফিসারের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল) না

আমি—২।৩ বৎসরের ভিতর ছিল ?

ছাত্র—(ঐ) না। কেন, কি দরকার ?

আমি—আমি ভিয়েনাতে এই প্রথম আসিয়াছি ।. কিছুই

জানি না, সুতরাং মনে করিয়াছিলাম কোন ভারতবাসী যদি এখানে থাকে তবে বিশেষ সুবিধা হইতে পারিবে।

ছাত্র—আমি যদি আপনার কোন সাহায্য করিতে পারি তাহাতে আমি বিশেষ সুখী হইব। আপনি কোথায় উঠিয়াছেন?

আমি—আমি ট্রেণ হইতে নামিয়া একেবারে ইউনিভার-সিটিতে আসিয়াছি। আর কোথাও যাই নাই, সুতরাং সর্ব্ব প্রথমে কোনো একটি হোটেল ঠিক করিতে হইবে।

ছাত্র—আচ্ছা চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইতেছি।

তৎপর ছাত্রটি আমাকে সঙ্গে লইয়া একটি হোটেলে যাইয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিল এবং তৎপর "আমি ১২টার সময় পুনরায় আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া সহর দেখাইতে লইয়া যাইব" বলিয়া ছাত্রটি বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি এদিকে স্নান-আহারাদিতে ব্যস্ত হইলাম।

আহারাদি অন্তে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল একজন ভদ্রলোক আপনাকে ডাকিতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ছাত্রটি আসিয়াছে, ইহার নাম মিঃ স্মিড্‌থ্‌ (আমরা অতঃপর মিঃ স্মিথ্‌ বলিব), বয়স অনুমান ২৭।২৮ বৎসর। তিনি সম্প্রতি ডি এল্‌ পড়িতেছেন। আমরা হোটেল হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ইউনিভারসিটিতে গেলাম, তথায় তাঁহার সাহায্যে ইউনি-ভারসিটীতে সমস্ত ডিপার্টমেণ্টগুলি দেখিয়া তৎপর সহর পরি-দর্শনে বাহির হইলাম। সহরখানি দেখিতে অতি সুন্দর; তেমন

৪:৩

পুরাতন সহর, তথাপি মনে হয় যেন অল্প কয়দিন মাত্র ইহা স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে আমরা সম্রাট্-প্যালেসে গেলাম। দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবেশ করিতে প্রথম দেউরীটি পার হইয়া সম্মুখে একটি বাগানের মধ্য দিয়া একটি রাস্তা। ইহার ডান ও বামদিকে স্যাভয়ের মহাযোদ্ধা ইউজিন এবং ইউরোপবিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়নের প্রতিযোগী আর্চডিউক চার্লসের দুইটি প্রতিমূর্ত্তি দুই দিকে অশ্বরূপী স্তম্ভোপরি আরোহিত; আমরা অনেকক্ষণ সেই দু'টি প্রতিমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া দুই একটা ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা করিলাম এবং তৎপর আর একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় দরজা পার হওতঃ ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মিঃ স্মিথ্ সমস্ত বিষয় আমাকে বিস্তৃত ভাবে বলিয়া দিতে লাগিলেন। আমরা এই সম্রাট্ভবন দর্শন করিতে অনেকক্ষণ যাপন না করিয়া ক্ষণকাল পরই সহরের আর দুই একটি আরও সুন্দর বিষয় দেখিতে গেলাম। একস্থানে দেখিলাম বলিষ্ঠ কিন্তু সুবীর ড্যানিউব আপন অঙ্কশায়িনীকে আপন অঙ্কে ধারণ করিয়া বসিয়াছে এবং তাহার নিম্নস্থল হইতে ফোয়ারায় জল ছুটিয়া তাহাদিগকে সিক্ত করিতেছে। এই ছবিটি বড়ই সুন্দর লাগিল। আমরা অনেক স্থলে এই প্রকারে অনেক জিনিস দেখিতে দেখিতে অবশেষে এক কাফি-হাউসে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

এখানকার কফি-হাউস্ বড় চমৎকার। একটি প্রকাণ্ড ঘরে অনেক চারিপ্বার্নি করিয়া চেয়ার্ মাঝখানে একখানি ছোট

টেবিল লইয়া অপেক্ষা করিতেছে; যাহার খুসি আসিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করিতেছে; তাহাদের কর্ম্মই ঐ।

সমস্ত দিনটা এই ভাবে কাটাইয়া দিলাম, তখন মিঃ স্মিথ্ বলিলেন; চলুন থিয়াটারে যাওয়া যাক্। আপনি আমাদের দেশের অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। সন্ধ্যাকালে থিয়েটার দেখিতে চলিলাম।

আমরা ৪ জন হইলাম। মিঃ স্মিথ্, তাহার কনিষ্ঠ ভাই এবং আরও একটি ছাত্র যাহার সঙ্গে পূর্ব্বেই একবার পরিচিত হইয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল—আমাদের চারিজনেরই খরচ আমার দিতে হইবে; কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলাম তাহা হইতে পারিল না; মিঃ স্মিথ্ কিছুতেই তাহাতে রাজি হইলেন না। সুতরাং অবশেষে যে যাহার নিজের পয়সা দিয়া টিকেট করা হইল।

ষ্টেজে যে সমুদয় বক্তৃতা হইল, সমস্তই জর্ম্মান্ ভাষায়; সুতরাং কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তবে ভাবটা মাত্র বুঝিতে পারিলাম। তৎপর মেয়েদের সার্কাস দেখা হইল এবং রাত্রি প্রায় একটার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন আমরা ড্যানিউব দেখিতে গেলাম। এইরূপে নানা প্রকারে চিত্রবিচিত্র দৃশ্যাবলী অবলোকন করিয়া সপ্তম দিন রাত্রিকার ট্রেণে চাপিয়া পর দিন সকাল বেলা ৭টার সময় বুদাপেস্তে পৌঁছিলাম।

বুদাপেস্তে ৩ ঘণ্টা অপেক্ষার পর গাড়ী বদলাইয়া বেল-

গ্রেড় অভিমুখে চলিলাম, বেলগ্রেডে একবার পাস্‌পোর্ট পরীক্ষা করা হইল। যাহাই হউক বেলগ্রেডে আর তিন ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করার পর পুনরায় আর এক গাড়ীতে চাপিলাম, সমস্ত রাত্রি এই গাড়ীতেই অতিবাহিত হইল। সকাল বেলায় আমরা তুর্কি রাজ্যে প্রবেশ করিলাম ; সেখানে আবার পাস্‌পোর্ট পরীক্ষা করা হইল ; অতঃপর আমরা আস্তে আস্তে লালটুপির আগমন দর্শন করিতে করিতে ইউরোপিয়ান্ তুর্কির রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম।

বাস্তবিকই এটি একটি আশ্চর্য্যের বিষয়, তুরস্ক একটি ইউরোপিয়ান ষ্টেট্ হইয়াও কি প্রকারে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের পুরাতন আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সভ্যতায় ঝুলিয়া রহিয়াছে যে ষ্টেটের চারিদিকে সমস্ত সুসভ্যজাতি উন্নতির দিকে ধাবিত, নানাপ্রকার উন্নতিসাধনে তৎপর,সেই ষ্টেট্ আজ পর্য্যন্তও কি প্রকারে সেই পুরাতন ট্রেডিসন ধরিয়া উন্নতির চিন্তাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। পাশা-পাশি তুর্কি আর অন্য এক জন ইউরোপিয়ান অবস্থিত, তন্মধ্যে এক জন উন্নত অপর জন উন্নতিতে উদাসীন।

যাহাই হউক, অতিশীঘ্র ভূমধ্যসাগর আরোহীদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সকলে ঔৎসুক্যের সহিত তাহাই দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন প্রায় ১১টা ৩০ মিনিট। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আবার তখন পাস্‌পোর্টের ডাক পড়িল; আমি

নূতন এক গণ্ডগোলে পতিত হইলাম, এখানে নামিতে হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা কর্ত্তৃপক্ষকে দিতে হয়। আমার সেই ঠিকানার অভাব। বলা বাহুল্য, তখন অনেক হোটেলওয়ালা আসিয়া জুটিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের চার্জ্জ শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। যাহাই হউক, অনেক দরাদরির পর দৈনিক দুই ক্রাউন হিসাবে বন্দোবস্ত করিয়া এক হোটেল ঠিক করতঃ সেই ঠিকানা দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে পাস্‌পোর্ট ফিরাইয়া লইয়া বিদায় হইলাম। কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেসন কম্পাউণ্ডের বাহিরে যাইয়া দেখিলাম ঐ লোকটা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, সুতরাং তাহার সঙ্গে আর না যাইয়া নিকটে প্যারিস হোটেলে যাইয়া উঠিলাম এবং তথায়ই থাকা ঠিক করিলাম।

আমি কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপল সহরে না রহিয়া ষ্টেসনের নিকটে রহিলাম। এখান হইতে কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপল যাইতে কেবল মাঝখানে "বসফরাস্" পার হইতে হয়। বস্‌ফরাসের উপর পুল আছে, কিন্তু অনেকে নৌকাযও পার হইয়া থাকে। আমি আহারাদি অন্তে কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপল সহরে গেলাম। সহর দুইটি ভাগে বিভক্ত। ইউরোপিয়ানদিগের যে ভাগ তাহা ঠিক ইউরোপিয়ান সহরের ন্যায় সর্ব্ব প্রকারে সুশোভিত, কিন্তু মুসলমানদিকটা অতি অপরিষ্কার ও কদর্য্য। সহরটি খুব বড়ই বটে; খাওয়ার জিনিস পত্র এখানে বেশ সস্তা, অন্যান্য জিনিস পত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমি প্রথম দিন মুসলমান দিকটি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু তৎপর দিন আবার যাইয়া ইউরোপিয়ান-

দিগের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দর্শন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করতঃ হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

আমি এখানে ভারতবাসী আছে কি না, জানিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়া কোনও খোঁজ করিতে পারিলাম না; কিন্তু শ্রুত হইলাম পূর্ব্বে ছিল এখন আর নাই।

পর দিন সন্ধ্যাবেলায় আবার সহরে বেড়াইতে গেলাম; ভাগ্যক্রমে ইংরেজি জানা একজন তুর্কি সেনা-নায়কের সহিত পরিচয় হইল। তাহার নিকট তুর্কির বিষয় কতকটা অবগত হইলাম।

তৎকালে বোধ হইল যে তুর্কি যদি সামান্য সময় পায় তাহা হইলে ইহার পতনের পথ অবরোধ করিতে পারিবে। তুর্কির তখনকার অবস্থা যতদূর বুঝিতে পারিলাম তাহাতে কিছুতেই হতাশ হইবার কিছুমাত্র ছিল না।

এইরূপে ৫ দিন এখানে অতিবাহিত করিয়া ষষ্ঠ দিন বেলা ২টার সময় এক খানা ইটালিয়ান ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া বস্‌ফরাস্ বহিয়া কৃষ্ণসাগরের পর পার রুশ রাজ্যে প্রবেশ করিতে চলিলাম। বস্‌ফরাস্ নানা দেশীয় বাণিজ্য-পোতে পরিপূর্ণ, আমাদের ষ্টীমার খানি ক্রমে ক্রমে সে সমুদয়কে পশ্চাতে রাখিয়া কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপল বাম ভাগে রাখিয়া আস্তে আস্তে বস্‌ফরাস্ বহিয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইলাম বস্‌ফরাসের দুই পারে প্রত্যেক বাঁকে ৩।৪।৫টি কোথাও বা ৭টি পর্য্যন্ত কামানের ব্যাটারী সুসজ্জিত অবস্থায় শত্রুর

আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সব দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব সময় আমরা কৃষ্ণসাগরে উপনীত হইলাম। ষ্টিমারখানি কৃষ্ণসাগরের কালো জল বিভাগ করিয়া আপন বিক্রম দেখাইয়া গর্ব্বভরে চলিয়া যাইতে লাগিল, সূর্য্যদেব আস্তে আস্তে অস্তাচলে গেলেন, আকাশ কিন্তু ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, বাতাস বহিতে লাগিল, পরে প্রবল বেগে ঝড় হইতে লাগিল; কিন্তু ষ্টীমার থামিল না, বৃষ্টি হইতে লাগিল, খুব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ডেকের আরোহিগণ বিষম বিধ্বস্ত হইতে লাগিল; কিন্তু ষ্টীমারের সে গতি রোধিত হইল না। ষ্টীমার আপন মনে চলিয়া যাইতে লাগিল।

রুশিয়া।

কৃষ্ণসাগর অতিক্রম কালে অনেক তুর্কি বন্দর দর্শন করিয়া অবশেষে পঞ্চম দিন সকালে বেলা ৯ টার সময় রুশিয়ার অন্তর্গত "বাতুম" বন্দরে উপনীত হইলাম। জাহাজখানি বন্দরে পঁহুছিলে ৪ জন রুশিয়ান কাষ্টম-অফিসার জাহাজে আসিলেন। ইতালিয়ান অফিসারগণ তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া কিছু পান করাইলেন। ইতিমধ্যে জাহাজখানি তীরে লাগিল। তখন আমাদের মাল পত্র পরীক্ষা হইতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পর আমরা ডাঙ্গায় নামিলাম।

জাহাজে একজন পার্শিয়ানের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ও আলাপ হইয়াছিল। ইনি ইজিপ্তে পার্শিয়ান কন্‌সাল জেনারেলের সেক্রেটারী ছিলেন, সম্প্রতি পারস্যে ফিরিয়া যাইতে-

ছিলেন। ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া আমি একটি পার্শিয়ান বিশ্রামাগারে গেলাম, তথায় স্নান-আহারাদি সমাপনান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ সহর পরিদর্শনার্থে বাহির হইলাম; এখানেও ইউরোপিয়ান এবং এশিয়াটিক দুইটি দিক আছে। রুশিয়ান দিক ইউরোপিয়ান দিক হইতে অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সব রকম মিউনিসিপ্যাল বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু এশিয়াটিক দিক অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন।

এখানে সমস্ত লোক সংখ্যার অর্দ্ধেক রুশিয়ান ও আর আর অল্প কয়েকজন মাত্র ইউরোপিয়ান এবং অপর অর্দ্ধাংশ ককাশিয়ান তুর্কি এবং পার্শিয়ান্ সহরের সৌন্দর্য্য নিতান্ত মন্দ নয়। আমরা অনেক ক্ষণ এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সাগরতীরে বাগানে বেড়াইতে গেলাম। বাগানটি অতি মনোহর, এখানে বসিলে গ্রীষ্মকালেও সাগর-সলিলস্নাত মলয়হিল্লোলে শরীর জুড়ায়। বাগানটি সুন্দর দেখাইবার আরও কারণ আছে।

অনেকেই ফরাসী, ইংরেজী, ইটালিয়ান এবং আমেরিকান সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু রুশিয়ান সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় তাহারা কিছুতেই উৎকৃষ্ট নহে। যখন আতপতাপে সমস্ত তাপিত হয়, তখন বাকুমে রুশিয়ার সৌন্দর্য্য সমষ্টি এই সাগরতীরস্থ বাগানে আসিয়া বিচরণ করিতে থাকে। তাহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সুশোভিত বাগান আরও সুন্দর দেখায়।

যাহাই হউক, আমরা একঘণ্টা কাল বাগানে বিশ্রাম করিয়া

অতঃপর আমাদের বাসাভিমুখে গমন করিলাম। তৎপর সামান্য এদিক ওদিক ঘুরিতে ফিরিতে দিন অতিবাহিত হইল, রাত্রি ১২টার সময় আমরা টিপ্লিস্ গমনাভিলাষে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম।

প্রভাতের ঠিক পূর্ব্ব সময় আমরা টিপ্লিসে পৌঁছিলাম। টিপ্লিস্ একটি অতি সুন্দর স্থান, ইহা একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত, এবং চারিদিক যথেষ্ট পাহাড়ে অবরুদ্ধ। ইহা একটি সুন্দর গ্রীষ্মকালে বাস করিবার স্থান। এখানে রুশিয়ান এবং ককাশিয়ান উভয় জাতি বাস করিয়া থাকে। টিপ্লিসের দৃশ্যে বিমোহিত না হয় এবং টিপ্লিসে বাস করিতে ইচ্ছা না করে এমন লোক খুব কমই মিলিয়া থাকে। আমি ২৪ ঘণ্টা কাল টিপ্লিসে অপেক্ষা করিয়া তৎপরে কাস্পিয়ান সাগরাভিমুখে গমন করিলাম।

বেলা প্রায় ১২ টার সময় কাস্পিয়ান সাগরতীরস্থ "বাকু" সহরে উপস্থিত হইলাম। এখানে আমার পূর্ব্বপরিচিত পার্শিয়ান বন্ধুটি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখন একাকী বাকুতে বিচরণ করিতে লাগিলাম।

এটি একটি রুশিয়ান সহর। আমি রুশ ভাষা অবগত ছিলাম না, তবে আমার সহিত একখানা সেল্ফটট্ রুশিয়ান পুস্তক ছিল; তাহারই সাহায্যে একজন রুশ বালকের সহিত আলাপ করিলাম। বালকটি প্রথমতঃ আমাকে একটি কফি-হাউসে লইয়া গেল। আমি তথায় কিছু জলযোগ করিলাম। তৎপর বালকের সাহায্যে

একটি হোটেল ঠিক করা গেল। এই হোটেলে দুই দিবস অপেক্ষা করিয়া বাকুর বিষয়-ব্যাপার অবলোকন করতঃ তৃতীয় দিন সন্ধ্যা বেলায় এখান হইতে ষ্টীমার যোগে ক্যাস্পিয়ান বহিয়া আস্তারাগ চলিলাম।

কিন্তু ইউরোপিয়ান অধিকার পরিত্যাগের পূর্ব্বে, যদিও অনেকেই ইউরোপের কতক কতক বিষয় অবশ্য অবগত আছেন, তথাপি মোটামোটি কয়েকটি বিষয় বলা দরকার বোধ করি। আশা করি, পাঠক তাহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইবেন না।

ইউরোপ বর্ত্তমান সময়ে ইহ জগতে এশিয়া হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইউরোপিয়ান সমাজ এশিয়াটিক সমাজ অপেক্ষা উন্নত এবং প্রত্যেকটি লোক যাহাদের সমষ্টিতে ইউরোপের সমাজ তাহারও এই জগতের মতে চলিতে গেলে শ্রেষ্ঠ। আর এই ইউরোপের প্রত্যেক জাতি, যাহা এই ব্যক্তি সমষ্টি, সমাজের সমষ্টি, তাহাও উন্নত।

আমরা এই জগতের লোক। এইটিই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। চোক বুজিয়া শুধু বলিলে চলিবে না যে ইহা কিছু নয়। কেননা ইহাই কিছু, এটি কর্ম্মক্ষেত্র, এখানে কাজ করিয়াই কর্ম্মের অবসান হইবে। যিনি যে পথেরই পথিক হউন না কেন, তাঁহার এই স্থানেই সে কর্ম্ম করিতে হইবে। চোর এই জগতেই চুরি করিবে, আর সাধু এই জগতেই সাধু হইবে। যোগী এই জগতে যোগ সাধন করিয়াই সোঽহম্ জ্ঞান লাভ করিবেন, এইটিই কর্ম্মভূমি। সুতরাং চোক বুজিয়া এটি কিছু নয় বলিলে চলিবে না।

এই পৃথিবীতে যাঁহারা বাস কবিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের ঠিক বাস করার মত বাস করাই ভাল। তবে যাঁহাবা ত্যাগী হইতে চাহেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। তাহাদের পক্ষেও বলিতেছি যদি কিছু থাকে তবে ত ত্যাগ করিতে পারেন। এই বেলা স্বামীজি বিবেকানন্দের একটা কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছেন আমার যদি দান করিতে হয় তবে 'কি দান করিব তাহা' আমার অধিকাবে থাকিলে ত দান করিতে পারি। আমার আছে, সুতবাং চাহি না, সে এক কথা, আর আমার নাই সুতরাং চাই না, সে এক কথা। আমার যদি ১০,০০০,টাকার সম্পত্তি থাকে তবে সে সম্পত্তি আমি ইচ্ছা করিয়া চাই না, কিম্বা ভোগ করি না সে এক কথা। আর. আমার ১০,০০০ টাকার সম্পত্তি নাই, কিম্বা ১০,০০০ টাকার সম্পত্তি অধিকাবী হইবাব ক্ষমতা আমার নাই, সুতরাং আমি সম্পত্তি চাই না, কিম্বা ভোগ করিতেও চাই না সে অন্য কথা। আমার শরীরে যথেষ্ট জোর আছে, তখন একজনে আমাকে আক্রমণ করিল, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দিতে পাবি, আমার সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি তাহাকে কোন শাস্তি দিলাম না,অমনি চলিয়া যাইতে দিলাম। সেইটিকে বলি ক্ষমা। আর আমার শরীরে শক্তি নাই, একজনে আসিয়া আক্রমণ করিল, তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কিম্বা অন্য কোন পকারে প্রতিফল দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই, অথচ আমি বলিলাম, আমি লোকটাকে ক্ষমা করিলাম। যখন ক্ষমতা থাকে তখন ক্ষমা করিতে পারি,এবং

আমার সেই স্থানেই বাহাদুরি, আর ক্ষমতা নাই, অথচ বলিলাম ক্ষমা করিতেছি যে কেবল, আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। আমার যদি যথেষ্ট থাকে এবং সেই সব ত্যাগ করিতে পারি তবে তাহাকে প্রকৃত ত্যাগ বলিতে পারি। আর যদি আমার নাই, আর থাকার মত ক্ষমতাও নাই, কিন্তু মুখে বলিলাম ঐ সব চাই না, তাহা প্রকৃত ত্যাগ নয়, কেবল আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে ইউরোপিয়ানগণই ত্যাগের অধিকারী, কেননা তাহাদের আছে। আমাদের নাই তাহার আর ত্যাগ করিব কি ?

অবশ্য আমাদের দেশ ইউরোপ নয়, সুতরাং সেস্থানে যাহা দরকার এখানে তাহা দরকারও নয়, কিন্তু আমাদের এখানে যাহা দরকার, অন্ততঃ পক্ষে তাহাও যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তবে বলিতে পারি আমাদের ত্যাগের অধিকার আছে, মোটেই নাই, তাহা আর ত্যাগ করিব কি ?

আজ কাল জগতে তাহারা শ্রেষ্ঠ। তাহারা সামাজিক বিষয়ে, অর্থে, অনর্থে এবং এক কথায় প্রায় সকল রকমেই শ্রেষ্ঠ।

ইউরোপের প্রায় সমস্ত জাতিই তাহাদের বর্ত্তমান সভ্যতার জন্য গ্রীসিয়ান এবং রোমানদের নিকট ঋণী। একটু কম হউক আর বেশী হউক, তাহারা সকলেই সভ্যতা-ভিত্তি তাহাদের গ্রীসিয়ান কিম্বা রোমানদিগের ভিত্তির উপরেই স্থাপিত করিয়াছে।

সমস্ত ইউরোপই প্রায় এক প্রকার, মানে তাহাদের আচার, ব্যবহার, সামাজিকতা, জাতীয়তা এবং লৌকিকতা, প্রায় সমস্তই

একই প্রকার। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদও একই রকমের, সকল ইউরোপিয়ানই ইউরোপিয়ান। ইংরেজ কি ফরাসী, জর্ম্মান্ কি ইতালিয়ান, অষ্ট্রিয়ান কি স্পেনিয়ার্ড, পোল কি রুশিয়ান সকলেই প্রথম দৃশ্যে এক ইউরোপিয়ান। আটলান্টিক হইতে ইউরাল পর্ব্বত এবং আর্কটিক মহাসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যত কেহ আছেন এই সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে যেই বাস করেন তিনি এক ইউরোপিয়ান।

কাস্পিয়ান তীর।

জাহাজের চাৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি ভোর হইয়াছে, সুতরাং শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম, ঊষার শিশিরস্নাত বিমল বাতাসে প্রাণ পুলকিত হইল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম দিঙ্মণ্ডল ঊষার হাসির ছটায় মাতিয়া গিয়াছে। তীর অতি নিকটে জাহাজখানি তীর বাহিয়া যাইতেছিল, তীরের দিকে তাকাইলাম, আমার নয়ন মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, আর আমি চক্ষু সেই দিক হইতে উঠাইতে পারিলাম না। মনকে আমার সেই মনোমোহন দৃশ্য হইতে অবচ্ছিন্ন করিতে পারিলাম না। সুতরাং এক দৃষ্টে কেবল সেই দিকেই তাকাইয়া রহিলাম।

তখন নূতন তপন পাহাড়ের পশ্চাতে উদয়াচলে আসিয়া দেখা দিয়াছেন, তাহার প্রথম কিরণ মস্তকে ধারণ করিয়া শৈল-শ্রেণী দেমাক ভরে চোখ রাঙ্গাইয়া সম্মুখে অপ্রশস্ত প্রান্তরের দিকে

তাকাইতেছিল, শ্যামল দূর্বাদলাবৃত প্রান্তর প্রত্যুত্তরে তাহাদের মুখের উপর হাসিয়া খেলিয়া উপহাস, করিতেছিল। তাহারা রাগে ও দুঃখে ক্ষুব্ধ হইয়া যেমন কাল মুখ আবার তেমনি কাল করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন মাঠে সূর্যকিরণ পতিত হইয়াছে।

তীরের শোভা অতি মনোহর, অতি অতুলনীয়। কাস্পিয়ান্ সাগর শুধু পাহাড়ে বেষ্টিত নয়, প্রান্তরে প্রাণভাসান দূর্বাদল-মণ্ডিত প্রান্তরে যেন প্রেমভরে আপনি আসিয়া কাস্পিয়ান্ গা ডুবাইয়া দিয়াছে। আর লতাফুল আচ্ছাদিত চাড়া গাছ গুলি একটু দূরে দাড়াইয়া এক প্রাণে তাহাই অবলোকন করিতেছে। স্থানে স্থানে অদূরে বৃক্ষশিরে স্বর্ণলতাগুলি গলা বাড়াইয়া উৎফুল্ল প্রাণে সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে এবং আপন মস্তক দুলাইয়া মনের একান্ত আক্ষেপ জানাইতেছে "কেন তাহারা আরও একটু লম্বা হইতে পারিতেছে না।"

জাহাজখানা স্বতই তীর বহিয়া যাইতেছিল, আমিও এক দৃষ্টে কূলের অতুলনীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। কিন্তু দিবাকরের তাহা অসহ্য হইল, তিনি তখন প্রখর তেজ বিকীরণ করিতে লাগিলেন।

বেলা তখন অনেক হইয়াছে। পাশ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম। জাহাজে তখন নিম্নশ্রেণীর আরোহীদিগের মধ্যে নাস্তা খাওয়ার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ইহারা বিভিন্ন জাতীয়—রুশ, তুর্কি, পার্শি ও আরবি। জাহাজে এ সকল রকমই ছিল। ইহাদের

বিভিন্ন প্রকার বেশভূষা ও রকমওয়ারী সাজসজ্জা আমার চোখে নিতান্ত সামান্য দৃশ্য হইয়াছিল না। তারপর আবার তাহাদের বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ভাষায় কথোপকথন শুনিত (যদি ও খুব কমই বুঝিতে পারিয়াথাকি) আমি কম আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম না। এই বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় লোকের একত্র সমাবেশ দেখিলে মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকৌশলের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু তখনও সৃষ্টির নিগূঢ় কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিতেছি না। কি আশ্চর্য্যই বটে, সকলেই মানুষ সকলেরই রক্তমাংসের শরীর, সকলেরই মন আছে, সকলেই একই প্রণালীতে সৃজিত, সকলেই একই উপায়ে জীবন ধারণ করিতেছে এবং সকলেই একই প্রকারে এ সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবে; সকলই এক, তথাপি এত তফাত এত বৈষম্য এত স্বতন্ত্রতা। সকলেই মানুষ, সকলেরই মন আছে, সকলেই একই জিহ্বা সাহায্যে কথা কহিতেছে, তবু কেহই কাহাকে বুঝিতে পারিতেছে না।

যাহাই হউক, আমি তাহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলে তাহারা তাহাদের যে যাহার ভাষায় আমাকে কত কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু আমি তাহার বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কেহ জিজ্ঞাসা করিল "পরুস্কি নিজ নাই? (রুশ ভাষা জান না?)" আর একজন বলিল "তুর্কি বিলে? (তুর্কি ভাষা জান?)" আবার কেউবা যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "পার্শি না মিদানী? (পার্শি বুঝ না?)" প্রতি উত্তরে আমি

"না" বলাতে তাহারা হো হো করিয়া হাসিতেলাগিল। তখন এক জন অতি ভীষণ চেহারার লোক ব্যঙ্গস্বরে কহিল 'সোমা চিতোর সেইয়া হাস্তি? চিতোর সিযাহাদ মিকনী? (তুমি কি রকম পরিব্রাজক, কি করিয়া তুমি ভ্রমণ করিতেছ)" তখন আবার সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল আমি দেখিলাম বড় বিপদ, লোকটাকে একটু না থামাইলে নয়, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিলাম "সোমা ইংলিশি মিদানি?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—ফ্রান্সে মিদানি?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—হিন্দি মিদানি?

উত্তর—না

প্রশ্ন—বাঙ্গালা মিদানি? সংস্কৃত মিদানি? উর্দ্দু মিদানি?

তৎপর লোকটা উত্তরে যেমন বলিয়াছে "না" তখনই আমি বলিলাম সোমা চি হাস্তি সোমা হিচ্ না মিদানি (তুমি কি, তুমি ত কিছুই জান না)। আমার এই উত্তর শুনিয়া সকলে দ্বিগুণ জোরে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। প্রশ্ন কারী তাহার উন্নত মস্তক অবনত করিল, আমি স্থানান্তরে যাইয়া অন্য প্রকার ভাষায় কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ এইরূপ নানা দেশীয় লোকের নানা ভাষায় কথোপকথন শ্রবণ করিয়া মনে হইতে লাগিল—মানুষও যদি একজন অপরজনের ভাষা বুঝিতে না পারে ও বুঝাইতে না পারে

তবে পরস্পরে পরস্পরের নিকট কেবল মাত্র জন্তু ভিন্ন আর বড় বেশী কিছু নয়। তবে কথা এই, মানুষ মানবীয় উপাদানে গঠিত, সুতরাং মানুষের ন্যায়ই চলিয়া থাকে, কাজে কাজেই মানুষের মতই ব্যবহার পাইয়া থাকে।

যাহাই হউক, এই সমস্ত বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া অনেক সময় কাটিয়া গেল, এমন সময় পুনরায় জাহাজে চীৎকার শুনিলাম, চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম আস্তারা ষ্টেসন অতি নিকটে। বেলা তখন ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। জাহাজ খানা আর বেশী দূর গেল না, এই খানেই থামিল; আরোহিগণ তখন যে যাহার গাটুরী বোচ্কা ঠিক করিতে লাগিল।

অনুমান এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা কাল পর আস্তারা হইতে রুশিয়ান্ কাষ্টম্ অফিসারগণ জাহাজে আসিলেন এবং আরোহী-দিগের গাটুরী বোচ্কা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল। আন্দাজ ৩টার সময় ছোট ছোট নৌকা যোগে আরোহিগণ ডাঙ্গায় অবতরণ করিতে লাগিল। আমিও তার এক খানা নৌকায় গিয়া উঠিলাম। ভাগ্যক্রমে কাষ্টম্ অফিসারগণও সেই নৌকাতে আরোহণ করিলেন। অল্প কাল মধ্যেই আমরা তীরে আনীত হইলাম। জুতা পরিয়া ডাঙ্গায় অবতরণ করা সম্ভব হইল না। মাল্লারা কাঁধে করিয়া কাষ্টম্ অফিসারদিগকে তীরে নামাইল এবং তাহাদের অনুগ্রহে আমিও সেই সুযোগ উপভোগ করিয়া লইলাম।

নৌকায় আসা কালে কাষ্টম্ অফিসারদিগের সঙ্গে আমার

একটু আলাপ হইল। তাহারা রুশ, আমার মত লোক বোধ হয় এই প্রথম দেখিলেন, সুতরাং নানারূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি রুশ ভাষা জানিতাম না, কিন্তু আমার সঙ্গে এক খানা Self-taught Russian ছিল, আমি তাহা খুলিয়া তৎ সাহায্যে তাহাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে রুশ অফিসারদের সহিত আমার সামান্য একটু আলাপ হইল। ইতিমধ্যে নৌকা তীরে লাগিয়াছে। তৎপর যাহা হইয়াছিল তাহা একটু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কাষ্টম্ অফিসারদের সঙ্গে ছিলাম বলিয়া আমাকে তীরে আসিবার জন্য কোন পয়সাও খরচ করিতে হইল না।

তীরে অবতরণ করিবার পর কাষ্টম্ অফিসার একজন রুশ কনেষ্টবলকে আমাকে কোন একটি রুশিয়ান্ হোটেলে লইয়া যাইতে বলিল। আমি কনেষ্টবলের সঙ্গে চলিলাম কিন্তু রুশিয়ান্ হোটেলে রহিলাম না। কনেষ্টবলকে বলিলাম আমার পক্ষে ককাশিয়ান্ হোটেলই ভাল, সুতরাং তথায় যাইব। সে বলিল তবে "তাহাই হউক," সুতরাং আমরা ককাশিয়ান্ হোটেল অভিমুখে চলিলাম।

ইতিমধ্যে একজন ভদ্রলোক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কনেষ্টবল তাঁহাকে আমাকে একটি ভাল ককাশিয়ান্ হোটেলে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। ভদ্রলোকটি তাহাতে সম্মত হইয়া ককাশিয়ান্ হোটেলের দিকে চলিলেন এবং আমাকে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বলিলেন, আমি তাহাই করিলাম। কনেষ্টবল তখন বিদায় গ্রহণ করিল।

এই ভদ্রলোকটি একজন সদ্বংশীয় ককাশিয়ান্। ককাশিয়ানেরা সাধারণতঃ প্রায় সকলেই গৌরবর্ণ; নাক, মুখ ও চক্ষু অনেকাংশেই প্রায় আর্য্যজাতির ন্যায়; তবে খুব সামান্য একটু মঙ্গোলিয়ান আভাস আছে। ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী।

যাহাই হউক অচিরে আমরা একটি ককাশিয়ান্ হোটেলে উপস্থিত হইলাম। ভদ্রলোকটি হোটেলের কর্ত্তার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করিলেন, আমি তাহাতে সম্মত হইয়া ব্যাগটি হোটেলওয়ালাকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে চলিলাম।

ভদ্রলোকটি রুশ ভাষা ভাল জানেন, তিনি উক্ত ভাষায় আমার সঙ্গে আলাপ করিতে প্রয়াস পাইলেন। আমি রুশ ভাষা জানিতাম না সুতরাং পূর্ব্ববৎ পুস্তকের সাহায্যে তাঁহার সহিত কিছুকাল আলাপ করা হইল, কিন্তু দুধের পিপাসা কি ঘোলে যায়! আলাপে যুত বাঁধিল না, সুতরাং আমরা শুধু বেড়ানেই মন দিলাম।

আস্তারা একখানি ছোট সহর, অনেকটা গ্রাম্য রকমের এবং কেবলই বালির উপর দণ্ডায়মান। রাস্তা-ঘাট, যেখানে যাওয়া কেবল বালি ভিন্ন আর কিছু নয়। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, অতি নিকটে কোন পাহাড় নাই, কিন্তু একটু দূরেই পরিদৃশ্যমান। সহরের উত্তরের দিকে একটি সুন্দর প্রান্তর পরিশোভিত, পূর্ব্বদিকে কাস্পিয়ান প্রশান্ত প্রশস্ত বক্ষ দক্ষিণ

দিকে বিস্তার করিয়া বহিয়াছে ; পশ্চিমে প্রায় অগম্য প্রাকৃতিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ; সহরের মধ্যেও জায়গায় জায়গায় গাছ গাছড়া ঝোপ ঝাপ দুই চারিটি বেশ না আছে তা নয়। এই সমস্তে সহরের শোভা বর্দ্ধিত ব্যতীত হ্রাস হয় নাই। দক্ষিণ দিকে অতিশয় অপ্রশস্ত একটি স্রোতহীন নদী। বোধ হয় বৃষ্টি কিম্বা বরফ পতনের পর ইহাও স্রোতস্বতী হয়। নদীটি যে অনেক দূর হইতে আসিতেছে তেমন মনে হইল না। যাহাই হউক, ইহার ঠিক অন্য পারে পারশ্যাধিকারে পার্শিয়ান আস্তারা পরিলক্ষিত হইতেছিল। এই দুই আস্তারার মধ্যে নদীর উপর বেশ মজবুত একটি পুল আছে। তাহার দক্ষিণ দিকে পারশ্য সিপাহী পাহারায় নিযুক্ত, উত্তর দিকে এপারে রুশিয়ান্ সিপাহী পাহারা দিতেছে, কেহই বিনানুমতিতে কাহারও সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিতেছে না। পুলের উত্তর দিকে অনতিদূরেই একটি অফিস। ভদ্রলোকটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহা দেখাইয়া আমাকে কহিলেন "যদি ওপারে যাইবে তবে ঐ স্থানে তোমার রাহ দারী লইতে হইবে। এমন সময় দেখিলাম সন্ধ্যা হইয়াছে, অতএব তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি হোটেলের দিকে চলিলাম। তিনি তাঁহার আলয়ের দিকে চলিলেন।

পরদিন সকাল বেলায় এক সুযোগ উপস্থিত হইল ; রুশ রাজ্যের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যেরূপ যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার সামান্য একটু আভাস মাত্র প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ দেখা দিল। দেখিলাম একজন ককাশিয়ান্ রুশরাজ চৌকিদার অন্য একজন ককা-

শিয়ানকে রাস্তার কিনারে ভীষণ রূপে প্রহার করিতেছে। কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম অপরাধীর অপরাধ অতি সামান্য। অপরাধী এবং আর দুই জন ককাশিয়ান্ রাস্তার পাশে বসিয়া গল্প করিতেছিল ; চৌকিদার একবার তাহাদিগকে তাহার পায়-চারীর স্থান হইতে সরিয়া যাইতে বলিয়াছে ; তাহার আদেশে দুই জন সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপরাধীর সরিয়া যাইতে একটু গৌণ হইয়াছে বলিয়া চৌকিদার পশ্চাৎ ফিরিয়া যেই দেখিয়াছে যে তখনও জায়গা ছাড়িয়া যায় নাই, অমনি ফিরিয়া আসিয়া অপরাধীকে প্রহার আরম্ভ করিয়াছে। অপরাধীর আর কোন কিছু করিবার ছিল না, সুতরাং গুরুতর প্রহারে সে ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ফলে দুই চারি দশ জন লোক জমা হইয়াছে। ঘটনা শুনিয়া মনে বড়ই দুঃখ হইল ভাবিলাম, This what Russian tyranism is. এ বিষয়ে আর অধিকক্ষণ ভাবিবার সময় রহিল না, পূর্ব্ব পরিচিত ভদ্রলোকটি আসিয়া হাজির হইলেন, আমি তাঁহার সহিত সহর-পরিভ্রমণে বাহির হইলাম।

সহরের সমস্ত লোকসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ককাশিয়ান এক-তৃতীয়াংশ রুশ, কিন্তু দোকান-পশারীদিগের অর্দ্ধেক ককা-শিয়ান এবং অপরার্দ্ধেক রুশ। রাজকর্ম্মচারীদিগের কেবল কয়েকজন চৌকিদার ভিন্ন প্রায় সমস্তই রুশ। সহরের সৌন্দর্য্য বালির উপর যতটুকু হইতে পারে তাহা মন্দ নয়। রুশদিগের কোয়ার্টারের যদিও তেমন কোন স্বতন্ত্রতা নাই, তথাপি সামান্য·

একটু আছে এমত বুঝা গেল। কিন্তু রুশগণ নেটিভদিগকে দেখিয়া তেমন একটা নাক সিট্‌কানী, দেয় না, অনেকটা মিলিয়া মিশিয়া আছে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া সমস্ত দিন কাটাইলাম। সন্ধ্যাকালে এক ককাশিযানের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে চলিলাম। ইহারা মুসলমান, সুতরাং আচার-ব্যবহার চাল-চলন যাহা কিছু প্রায় সমস্তই আমাদের দেশীয় মুসলমানের ন্যায়ই। আমি তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাহারা আমাকে এক খানা বেশ মোটা গদির উপর লেপ বিছাইয়া বসিতে দিল এবং নমাজের সময় হইয়াছিল বিধায় তাহারা অজু করনান্তে নমাজ পড়িতে লাগিল। নমাজ সমাপ্ত হইলে চা প্রস্তুত হইল, তখন আমরা সকলেই চা পান করিলাম।

অতঃপর তাহারা আমার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। আমি এবারেও পূর্ব্ববৎ পুস্তকের সাহায্যে কতক্ষণ আলাপ করিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল না। কাজে কাজেই ইংরেজি কথা বলিয়া অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাহাদিগের নিকট বক্তৃতা করিতে লাগিলাম, তাহারা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া অবশেষে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া আবার কাস্পিয়ান তীরে গেলাম। একটু বাতাস বহিতেছিল, তাই দেখিলাম কাস্পিয়ান বক্ষে তখন বেশ তরঙ্গ উঠিয়াছে। তখন নির্জ্জনে সেই বালির উপর বসিলাম,

অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, তবুও ভাল লাগল না, মনটায় একটু অবসাদের ভাব আসিয়া পড়িল। যাহাই হউক উঠিয়া হাটিতে হাটিতে দক্ষিণ দিকে যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত নদীটি সাগরে পতিত হইয়াছে সেই স্থানে গেলাম। পরপারের দৃশ্যাবলী আমার চিত্ত আকর্ষণ করিল, আমি অনিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেখানে তখন আর কেহই ছিল না কেবল আমি, আর কোন শব্দ ছিল না, কেবল সেই কাস্পিয়ান বক্ষের তরঙ্গাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতের শব্দ। সেই সময় কে যেন সেই শব্দ ভেদ করিয়া সুমধুর স্বরে সুললিত কণ্ঠে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় কহিল "যদি নয়ন পরিতৃপ্ত করিবে, যদি জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবে, তবে এপারে এস।" চাহিয়া দেখিলাম এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পার্শিয়ান আস্তারা।

পরদিন সকালে বেলা ৯টার সময় কাষ্টম আফিসে যাইয়া আমার পাশপোর্ট দেখাইলাম এবং আমার ব্যাগটি পরীক্ষা করা শেষ হইলে পর তখন রুশিয়ান আস্তারা হইতে বিদায় হইলাম। পুলে উঠিতেই রুশিয়ান সিপাহী আমার পাশপোর্ট আছে কি না জানিতে চাহিল। সুতরাং তাহাকে পাশপোর্ট দেখাইলাম। তৎপরে পার হইয়া ওপারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পার্শিয়ান সিপাহী আমার পাশপোর্ট খানা চাহিয়া লইল এবং

অন্য এক জন সিপাহী আমাকে কাষ্টম অফিসে লইয়া গেল। সেখানেও আমার ব্যাগটি পরীক্ষা করা হইল। তৎপর আমি পাশপোর্টের জন্য এখানকার সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট গেলাম, তিনি চৌদ্দ ক্রাউন (প্রায় পৌনে চারি টাকা) দাবী করিলেন। আমি তাহা দিতে অস্বীকার করিলাম, কিন্তু তিনি তাহা ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন, আরও ত্রুটী দেখাইতে লাগিলেন যে আমি ইতিপূর্ব্বে কোনও স্থানে কোন পার্শিয়ান কনসালের নিকট পাশপোর্ট লইয়া উপস্থিত হই নাই এবং সই করিয়া লই নাই, সুতরাং চৌদ্দ ক্রাউন আমাকে দিতেই হইল। আমি নাচার হইয়া পড়িলাম। তখন আমি পার্শি ভাষা প্রায় একেবারেই জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবে পার্শিয়ান অফিস নিতান্ত উপায়হীন স্থান নয়, পার্শিয়া বর্ত্তমানে গরীব হউক, এখনও তাহার পূর্ব্ব চারিত্র বিস্মৃত হয় নাই। প্রবাদ আছে, ফকির যদি রাজা হয় তাহার ফকিরের নজর দূর হয় না। আর রাজা যদি ফকির হয় তবে রাজ-ব্যবহার ভুলিয়া যায় না। পার্শিয়া যদিও আজকাল দুনিয়ার কাছে গরীব, তথাপি তাহার রাজ-নজর যায় নাই। গভর্ণমেণ্ট অফিসে সাধারণতঃ যাহা দরকার তাহা আছে। ওপারে রাশিয়ান অফিসে একটি কথা কহিতে আমার দশ বার দশ পাতা পুস্তক উল্টাইতে হইল, আর এখানে যখন ইহা বুঝিতে পারিল যে আমি পার্শি জানি না, তখনই ইংরেজি জানে এমন একজন অফিসার আমার সঙ্গে প্রধান কর্ম্মচারীর যে সমস্ত কথোপকথন

হওয়া দরকার ছিল, তৎসমুদয় ইণ্টারপ্রেট করিতে লাগিল। আমি যেন তখন মহাবিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম।

ইণ্টারপেটার একজন অতিশয় ভদ্রলোক; বড়ই দুঃখিত যে আমি তাঁহার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি, যদিও ইনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এবং ভদ্রলোকটি প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিয়া আস্তারাতে আমার পাশপোর্ট পরীক্ষা করা স্থগিত রাখিলেন এবং বিনা খরচে আমার এঞ্জেলিতে চলিয়া আসিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। এই শেষ নয়, অবশেষে ইনি এবং কাষ্টম অফিসার আমার আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং বেলা দু'টার সময় তাঁহারা আমাকে আস্তারা হইতে এঞ্জেলি যাতায়াতের জাহাজ খানিতে উঠাইয়া দিলেন। আমি কৃতজ্ঞ মনে তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। জাহাজ তখনও ছাড়ে নাই এবং সকালে ছাড়িলও না, সমস্ত দিন এখানে অপেক্ষা করিয়া অবশেষে সন্ধ্যার পর এখান হইতে নঙ্গর উঠাইয়া বিদায় হইল।

এঞ্জেলি।

বেলা প্রায় নয়টার সময় আমাদের ষ্টিমার খানি এঞ্জেলিতে আসিয়া লাগিল, আমরা তীরে অবতরণ করিয়া এখানে আবার কাষ্টম অফিসে পরীক্ষিত হইতে চলিলাম; যথাসময়ে পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল।

এঞ্জেলি পার্শিয়ানদের কাস্পিয়ান তীরে একটি ভাল বন্দর। সহরটি তেমন বড় নয়, কিন্তু নিতান্ত ছোটও নয়। একটি নদী এঞ্জেলিকে সমানে দুই ভাগ করিয়া মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া কাস্পিয়ানে পতিত হইয়াছে। ইহার দুই দিকেই এঞ্জেলি, ইহার দুইটি পাখার মত বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি কাষ্টম হাউস হইতে বাহির হইয়া নদীতীরে গেলাম; তখন ছোট ছোট নৌকাওয়ালা পাটুনিগণ আসিয়া পারে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল, আমি অবশেষে ইহাদের এক জনের নৌকায় চাপিয়া অন্য পারে চলিলাম।

পর পারে পৌঁছিয়া বিষম গণ্ডগোলে পতিত হইলাম, পাটুনি অতিশয় বেশী চাহিয়া বসিল। আমিও এত বেশী দিব না, সেও ছাড়িবে না। আমি তখন জোর করিয়া উপরে চলিয়া গেলাম; তাহারা ২।৩ জন আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল এবং ঝগড়া করিতে লাগিল। তখন একটি ভদ্রলোককে আমি ঘটনা খুলিয়া বলিলাম, ভদ্রলোকটি পাটুনিদিগকে ধমক দিয়া থামাইলেন, আমি যখন বলিলাম যে আমি এঞ্জেলি হইতে পদব্রজে রাষ্টে চলিয়া যাইব, তখন তিনি পাটুনিদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন "কেন তোমরা ইহাকে এপারে লইয়া আসিলে? তোমরা এইরূপ অন্যায় কর বলিয়া শাস্তি পাইতে হইবে।" পাটুনিগণ বিপদ ভাবিয়া তখন একটি পয়সাও না লইয়া মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে চাহিল ভদ্রলোকটি তাহাতে অসম্মত হইলেন না। পাটুনিগণ চলিয়া গেল।

ভদ্রলোকটি এক জন শিক্ষিত আর্ম্মেনিয়ান: ইহার ব্যবসা

ডাক্তারি, ইনি টিহারাণে থাকেন। বেড়ান উপলক্ষে সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। গ্রাটুনিগণ বিদায় হইলে পর ডাক্তার আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; আমার নাম ধাম এবং কোথা হইতে এ অবস্থাতে পার্শিয়াতে আসিতেছি সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে পর তিনি অন্য একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। এই ভদ্রলোকটি এখানে আমদানী ও রপ্তানি কার্য্যে নিযুক্ত। ইনি অনেক দিন ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ বাস করিয়াছেন। ইহারা আমাকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। আমাকে আহারাদির জন্য অনুরোধ করিলেন, আমি তাহাতে অস্বীকৃত হইতে পারিলাম না। কিন্তু ইতিমধ্যে ডাক্তার আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি রাষ্ট পর্য্যন্ত ষ্টিমারে যাইতে রাজি আছি কি না। আমি বলিলাম "যদি ষ্টিমার সার্ভিস থাকে তবে আমি অবশ্যই ষ্টিমার যোগে যাইব।" ডাক্তার কহিলেন "তাহা হইলে আর বিলম্ব করিবেন না, ষ্টিমার এখনই ছাড়িবে। আপনি ষ্টিমারে গিয়া বসুন, আমি টিকেট করিয়া পাঠাইয়া দিতেছি।" তাহাই হইল, আমি ষ্টিমারে যাইয়া বসিলাম। অল্পক্ষণ পর ডাক্তারের ভৃত্য দু'খানা রুটী ও আর আর কিছু সামগ্রী সহ আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি সে সমস্ত গ্রহণ করিলে পরই ডাক্তার টিকেট সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম, ষ্টিমারখানি ইতিমধ্যে নঙ্গর তুলিয়া বিদায় হইল।

এঞ্জেলি হইতে রাষ্ট যাইতে এক খানা ফেরী ষ্টিমার সারভিসের সাহায্য পাওয়া যায়, এই ফেরী সামান্য একটি অতি অপ্রশস্থ স্রোতশূন্য নদী বহিয়া প্রায় ৩।৪ মাইল অতিবাহিত করিয়া তৎপরে গিয়া খুব বড় একটি বিলে পতিত হয়। বিল অতিক্রম করিয়া আর অনেক দূর যাইতে পারে না, তথা হইতে আবার নৌকা যোগে যাইতে হয়। আমরা ষ্টিমারে আরোহণ করিলে ষ্টিমারখানি নঙ্গর তুলিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল। ছোট ছোট পল্লিসমূহ পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ষ্টিমারখানি ছোট ছোট বন উপবন ভেদ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর বিলে গিয়া উপস্থিত হইল। বিল-বিহারী পক্ষিগণ উড়িয়া পলাইতে লাগিল; আরোহীদিগের মধ্যে দুই চারি জনের সঙ্গে বন্দুক ছিল, তাহারা ২।৩ টি পাখীকে গুলি করিতে চেষ্টা করিল, আওয়াজ হইল কিন্তু পাখী বধে কৃতকার্য্য হইল না। ষ্টিমারখানা স্বতঃই দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল। বিলে উপস্থিত হওয়ার পরেও এক ঘণ্টা কাল চলিয়া ষ্টিমারখানি যখন সেই প্রকাণ্ড জলাশয়ের মাঝা-মাঝি উপস্থিত হইল এবং তখন হইতে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু থামিল না, চলিতেই লাগিল। কিন্তু যখন প্রায় এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম করিতে বাকি, তখন ষ্টিমার ঠেকিয়া গেল, সুতরাং নঙ্গর পড়িল এবং চীৎকার করিতে লাগিল। তখনও ষ্টিমার সার্ভিসের নৌকা আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষার পর এক খানা নৌকা আসিল, তাহাতে

আরোহিগণের চারি ভাগের এক ভাগ বহন করিয়া লইয়া চলিল এবং অবশিষ্ট আরোহিগণ তীরের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিল। ইতিমধ্যে একখানা হাটুরে নৌকা যাইতেছিল। আমরা ২।৪ জন আরোহী তাহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গ ধরিয়া নৌকায় উঠিলাম এবং পরে আরও ২।৩ জন আরোহী আসিয়া এই নৌকায় চাপিল।

এখানকার মাঝিগণ কেবল হাত বইঠা দিয়া নৌকা বাহিয়া থাকে, পরিষ্কার জল না হইলে অথবা অল্প জল হইলে তাহারা নৌকা ভালরূপ চালাইতে পারে না। আমাদের নৌকা অল্প জল দিয়া চলিতেছিল, সুতরাং অতি ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এতদ্ব্যতীত প্রতিকূল স্রোতও তাহাদিগের বাধা জন্মাইতেছিল, যাহাই হউক বিল অতিক্রম করিয়া নৌকা পুনরায় এক খাল বহিয়া দক্ষিণ দিকেই চলিতে লাগিল। দুই দিকে অনেক উপবন অতিক্রম করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল খাল বহিয়া চলিয়া নৌকাখানি অবশেষে একটি হাটে উপস্থিত হইল, এখায় আমরা সকলেই অবতরণ করিলাম।

এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, ষ্টিমারে উঠিয়াই দুইটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ও আলাপ হইয়াছিল। তাহারা যখন ষ্টিমার হইতে নৌকায় আরোহণ করিল, তাহাদেরই অনুরোধে আমি তাহাদের নৌকায় উঠিয়াছিলাম এবং সেই নৌকায় হাট পর্য্যন্ত পৌঁছিলাম। তাহারা এস্থান হইতে একটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিল এবং তাহাদের সহিত গাড়ীতে

আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল। আমি তাহাদিগের নিকট বলিলাম আমি এখান হইতে পদব্রজে রাষ্ট্রে যাইব। কিন্তু তাহাদের নিতান্ত অনুরোধে আমি তাহাদের সহিত গাড়ীতে উঠিলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে রাষ্টে উপস্থিত হইলাম। উক্ত হাট হইতে রাষ্ট ৫ মাইল রাস্তার কম হইবে না। রাষ্ট পৌঁছার পর ভদ্রলোকদ্বয় তাঁহাদের বাসা হইতে একটি চাকর আমার সঙ্গে দিয়া আমাকে ইংলিস লিগেসনে পাঠাইয়া দিলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া কনসালের নিকট সংবাদ পাঠাইলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে এঞ্জেলিতে ডাক্তারের নিকট জানিয়াছিলাম এখানকার ব্রিটিশ কনসাল একজন সদাশয় যুবক ভদ্রলোক। তিনি ইচ্ছা করিলে বিনা খরচে আমাকে পোষ্ট ক্যারেজের সাহায্যে এখান হইতে তেহারণে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। সুতরাং কনসালের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর আমি এই বিষয়ের প্রস্তাব করিলাম। তিনি লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইলেন এবং আমাকে কহিলেন "কাল দু প্রহরের পর এখান হইতে ডাক যাইবে এবং সম্ভবতঃ তাহাতে পাঠাইতে পারিব। সেই গাড়ীতে যাইতে হইলে আজ এখানে অপেক্ষা করা দরকার। সুতরাং বলিতেছি আজ এখানে থেকে কাল সকালে যাইবে।" আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। কনসাল মহাশয় তখন বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন, তৎপর আর কোন সংবাদই পাইতে লাগিলাম না, কোথায় থাকিতে হইবে তাহারও কিছু ঠিক হইল

না। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আমি আবার সংবাদ পাঠাইলাম, কিন্তু আর কিছু খবর পাইলাম না। অতঃপর আর একবার সংবাদ পাঠাইলে একটি ভৃত্য কিছু খাবার লইয়া আসিয়া একটি কক্ষে গিয়া সে সমুদয় তথায় রাখিয়া আমাকে তথায় যাইতে বলিল; আমি কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানে কোন আলো নাই, সুতরাং ভৃত্যকে প্রদী: আনিতে আদেশ করিলাম। ভৃত্য চলিয়া গেল আমি দাড়াইয়া রহিলাম। প্রায় ১৫মিনিট কাল পর প্রদীপ হস্তে সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু দীপালোকে যাহা দেখিলাম তাহাতে আব কক্ষে উপবেশন করিতেও ইচ্ছা হইল না, সুতরাং তথা হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া তখনই কন্সালের নিকট সংবাদ পাঠাইলাম যে, আমি অদ্য রজনীতেই এখান হইতে চলিয়া যাইব। তবে তাঁগব নিকট এই প্রার্থনা তিনি তাঁহার একজন লোক দিয়া আমাকে তেহারাণের রাস্তায় উঠাই া দেন। আমার এই প্রার্থনা অতি অল্পকালেই মঞ্জুর হইল, দুই জন পার্শিয়ান সিপাহী আমাকে তেহারণের পথ দেখাইয়া দিতে চলিল।

বাষ্ট একটি বড় সহর। দালান কোঠা এখানে যাহা কিছু আছে প্রায় সমস্তই কাঁচা ইটের ও কাঁদার গাথুনি। কিন্তু তাহাতেও এই সমস্ত দালান কোঠা নিতান্ত হালকা বালয়া মনে হয় না। রাস্তা ঘাট বড় অপরিস্কার, সহরে মিউনিসিপালিটী আছে কি না সন্দেহ, দোকান পসারও তেমন সুসজ্জিত নয় তবে সমস্ত জিনিষই যথেষ্ট পাওয়া যায় বটে। এখানে আহার্য্য দ্রব্য মহার্ঘ নয়, এখানকার লোকেরা সেই কারণে একটু সুখী বলিতে পারা যায়।

এখানে ইংলিস্ এবং রুশিয়ান লিগেসনের প্রতিপত্তি খুব বেশী। কিন্তু ইংলিশ অপেক্ষা রুশিয়ান জিনিষ পত্রই এখানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

রাষ্টে রুশিয়ান হোটেল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময়, ইংলিস্ লিগেসন পরিত্যাগ করিয়া তেহারণের রাস্তায় উঠিলাম। দুইজন সিপাহী সহরের গেট পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল; তথায় পাহারাওয়ালাকে ব্রিটিশ কনসালের চিঠি দেখাইলে পর আমার গেট পার হওয়াতে পাহারাওয়ালা আর কোন বাধা জন্মাইল না। আমি গেট পার হইয়া, বাহিরে আসিয়া কনসাল মহাশয়কে তাঁহার এই সৌজন্যতার জন্য ও দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া সিপাহীদিগের হস্তে দিলাম, তাহারা তখন বিদায় গ্রহণ করিল।

অতঃপর আমি একটু অগ্রসর হইয়া একটি দোকান ঘরে উপস্থিত হইলাম, এবং দোকানদারের নিকট রাস্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

আমি—এখান হইতে তেহারণ কত মাইল ?

দোকান—জানি না। ৬০ ফার্সাকের কম হইবে না।

আমি—কত দিন লাগিবে ?

দো—১০।১২ দিন।

আমি—রাস্তা কেমন ?

দো—নিতান্ত খারাপ না, বেশ আছে।

আমি—আমি আজ এখান হইতে রওনা হইলে কোথায় গেলে রাত্রি প্রভাত হইবে? রাত্রিকালে চলাফেরার ত কোন অসুবিধা হইবে না?

দো—তুমি একাকী এই রাত্রিকালে পথ চলিতে চাও?

দোকানদারকে যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার মত দেখিলাম, সুতরাং বলিলাম—"কেন, কোন হানি আছে কি?"

দো—রাস্তায় ডাকাতেরা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।

আমি—এই রূপই?

দো—হাঁ, এই রূপই বটে। তুমি কখনও একাকী এই রাত্রিকালে এখান হইতে রওনা হইও না, যদি যাও—প্রাণ হারাইবে।

দোকানদারের কথা শুনিয়া প্রথমে কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, মনে করিলাম লোকটা চালাকী করিতেছে, কেননা, আমি যদি এখান হইতে না যাই, তবে,তাহার ঘরে থাকিলে তাহার দুই পয়সা রোজগার হইবে—এই মতলবে সে ভয় দেখাইতেছে। সুতরাং কহিলাম—"যদি না যাই তবে এখানে থাকিবার স্থান কোথায়? সহর ত ছাড়িয়া আসিয়াছি।" দোকানদার তখন অঙ্গুলি সঙ্কেতে অদূরে একটি আলোকময় ঘর দেখাইয়া কহিল—"ঐ ওখানে একটী হোটেল আছে, হয় ত ঐ স্থানে স্থান পাইবে।" তখন বুঝিলাম দোকানদার স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিছা ভয় প্রদর্শন করে নাই, সুতরাং তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমি হোটেল অভিমুখে চলিলাম।

অনতিবিলম্বে হোটেলের দরজায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম "এখানে একজন লোকের থাকিবার স্থান আছে কি ?" হোটেল কর্ত্তৃপক্ষ উত্তর করিল "আছে।"

আমি—কত চার্জ্জ ?

হো ক। ৩ ক্রাউন (বার আনার কিছু উপর)।

মনে করিলাম এত বেশী কিছুতেই দিতে পারিব না। কহিলাম —"আমার হাতে একবারেই পয়সা নাই, এই চারিটা মাত্র পাই (প্রায় চারি পয়সা) আমার আছে; ইহা লইয়া আমাকে আশ্রয় দিতে পার ? হোটেলওয়ালা একজন রুশিয়ান। তাহার সঙ্গে একজন পার্শিয়ানেরও হোটেলে বক্ৰা ছিল। তাহারা আমার কথা শুনিয়া আমাকে প্রায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। আমি চলিয়া আসিলাম, মনে করিলাম—স্থান ভাল নয়, আমি একা; এই অবস্থায় আমার সঙ্গে পয়সা নাই, এইটাই জানান ভাল। জানি না কার মনে কি আছে! সুতরাং সেই মত অবলম্বন করিলাম এবং একটু অগ্রসর হইয়া আবার রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। কতকদূর গিয়া আর একটা দোকান ঘরে উপস্থিত হইলাম। তথায়ও চারি পাই ব্যয়ে বাসস্থানের প্রার্থনা জানাইলাম। প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল, তাই আবার রাস্তা চলিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কাহার সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল, কে যেন গান গাইতে গাইতে আসিতেছিল। তাহার শব্দবিন্যাস কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তথাপি স্বরটী বড় মিষ্ট লাগিল, তাই ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে পথিক আমার নিকটে আসিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই স্থানে কোথায়ও থাকিবার স্থান

আছে কি ? আমি পার্শি ভাষা খুব কম জানিতাম, সে আর কিছুই বুঝিল না কেবল "মাঞ্জিল" কথাটী শুনিয়া বুঝিয়া লইল আমি থাকিবার স্থান অনুসন্ধান করিতেছি, সুতরাং সে কহিল "আমার সঙ্গে এস, আমি দেখাইয়া দিতেছি।" আমি তখন তাহার সহিত যেদিক হইতে আসিতেছিলাম পনঃ সেই দিকে যাইতে লাগিলাম। অতি অল্প সময়ের পর সে ব্যক্তি আমাকে লইয়া সেই রুশিয়ান হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "এখানে একবার আসিয়াছিলাম, স্থান পাই নাই।" "আচ্ছা আমি দেখিতেছি আছে কি না" এই কথা বলিয়া সে হোটেলওয়ালাকে ডাকিল। হোটেলওয়ালা যখন বাহিরে আসিল তাহার নিকট ভদ্র লোকটী আমার বিষয় প্রস্তাব করিলে, হোটেলওয়ালা হাসিয়া কহিল,—"স্থান ত আছে, কিন্তু চার পাই-এ ত আর স্থান দিতে পারি না। ভদ্র লোকটী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল –"চার পাই"। হোটেলওয়ালা তখন হাসিয়া খাটখানা দেখাইল এবং পরে কহিল—"হা গো চার পাই।" আমি যদিও সমস্ত কথা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তথাপি ব্যাপার খানা মোটামুটি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সুতরাং দাঁড়াইয়া তখন রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। ভদ্র লোকটী চার 'পাই' শুনিয়া বিদায় হইল, আমি ভাবিলাম—ইহার বেশী দেওয়া হইবে না। যাহাই হউক, ভদ্র লোকটী চলিয়া গেলে হোটেলওয়ালা যখন দরজা বন্ধ করিতে লাগিল, তখন আমি আবার তাহাকে কহিলাম—"দেখ আমার নিকট এই চারি পাই মাত্র, আছে; কি করি—তোমার ত আর বেশী লোক আসিতেছে না, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে

করিল। পরে ভোজন শেষ হইলে তাহারা মদ্যপান করিতে লাগিল এবং নানা কথা ও [illegible] করিতে লাগিল। আমাকে তাহারা মদ্য পান করিতে অনুরোধ করিল কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

রাত্রি হইলে, আহারাদি এক প্রকার সম্পন্ন হইলে পর কৃষাণগণ পার্শ্বে থাকে। উহারা আমাকে একটি বিছানা করিয়া দিল। আমি তাহাতে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম, তাহারা স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। কত পল্লী, কত বন, কত উপবন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলাম, অনেক দূর হইলেও তবু ক্লান্ত হইলাম না, পথ চলিতে লাগিলাম। অবশেষে রাস্তার ধারে এক দোকানে উঠিয়া একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। দোকানদার আমাকে জল দিল, জলপান করিয়া অবশেষে যে সামান্য রুটী ছিল তাহা খাইতে লাগিলাম, দোকানদার তখন আপনা হইতে খানিকটা চিজ আমাকে দিল। তাহা দিয়া আমি রুটী খাইতে লাগিলাম। দোকানদার তৎপর চা প্রস্তুত করিয়া আমাকে দিল, আমি পান করিলাম। অবশেষে সে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে আমি সংক্ষেপে যতটা সম্ভব তাহার নিকট বিবৃত করিলাম। তাহা শুনিয়া তাহার নিকট আমি যতটা সম্মান আশা করিতে পারি তাহা প্রদর্শন করিল, আমি অতিশয় সুখী হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম, এবং পথ

চলিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম—তুকিরা লেখা পড়া না জানিলেও ভদ্রতা জানে বটে।

এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বেলা প্রায় ৯টা অবধি অবিশ্রান্ত হাঁটিলাম এবং তৎপর আর এক স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লইলাম। উঠিয়া পুনরায় হাঁটিতে লাগিলাম এবং সম্মুখে অদূরে পাহাড়ের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম। কি ভাবিলাম—কত চিন্তা আসিতে লাগিল, কত কি তখনই আবার দূরে লুকাইতে লাগিল; কিন্তু একটী চিন্তা বহিয়া বহিয়া, যাইয়া আসিয়া, আবার যাইয়া আবার আসিতে লাগিল। সন্ধ্যার অধিক দেরি নাই সূর্য্য দেব নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছেন অচিরে সন্ধ্যা হইবে; তার পরই রাত্রি সম্মুখে! পাহাড় দেখিতেছি, কোথায় রাত্রি যাপন করিব, সম্মুখে কি আরও গ্রাম আছে?

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পাহাড়ে দাড়াইলেন, আমি রাস্তার দুই পার্শ্বে দুই খানা ঘর দেখিয়া থামিলাম। আবার ভাবিলাম সম্মুখে আরও ঘর বাড়ী থাকিতে পারে সুতরাং যাই। যতটুকু অগ্রসর হইতে পারি ততটুকু রাস্তাই কমিয়া আসিবে, সুতরাং একটু অগ্রসর হইয়া গেলাম। কিছু দূর যাইয়াই দেখিলাম রাস্তাটী নিবিড় জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিতেছে তখন সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। মনে হইল, যদি আর অগ্রভাগে ঘর বাড়ী না পাই তবে কি গতি হইবে? একাকী এই বন মধ্যে পথ চলা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। কাজে কাজেই এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল, তাহাই করিলাম, এখান হইতে ফিরিয়া পথিপার্শ্বে

পূর্ব্বে যে দুইখানি ঘর দেখিয়া আসিয়াছিলাম তাহার বড় ঘরটীর সম্মুখে যাইয়া একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কি এখানে আশ্রয় পাইতে পারি? সে আমার কথা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিল না, তবে আসল ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিল এবং আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে তাহার মনিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, মনিবও তখন টেলিফোন হস্তে লইয়া তাহার মনিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিল।

মনিব এক জন ধনবান, এই স্থানে এই বিশ্রামাগার খুলিয়া বোধ হয় দুই চারি বেলা মজলিস করিয়া থাকেন, অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বোধ হয় এই ঘর ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাই হউক তিনি নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন, অতএব মনিব আমাকে নিষেধ করিয়া দিল। আমি তখন চাকরটীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, রাস্তার অন্য পার্শ্বে যে ছোট ঘর খানা আছে তাহাতে স্থান পাইতে পারি কি? সে তখন আমাকে তথায় যাইতে বলিল; আমি সেই দিকে চলিলাম এবং তথায় যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিল তাহার সহিত কথা বলিতেছি এমন সময় পূর্ব্বোক্ত লোকটী আসিয়া আমার সম্বন্ধে ঘরওয়ালাকে বলিল। ঘরওয়ালা হাস্য-মুখে বসিতে বলিল। আমি বসিলাম, সে চা তৈয়ার করিতে লাগিল।

এটী একটী ছোট চা'র দোকান, তবে এখানে যথেষ্ট লোকের সমাগম হয়। ঘরওয়ালা সমাগত লোকদিগকে চা পান করাইয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া থাকে। যে লোকটী এই ঘর রাখিয়াছে তাহার বয়স ৩০ বৎসরের অধিক হইবে না।

লোকটী দেখিতে তত সুন্দর নয় তবে কথাগুলি শুনিতে বড় মিষ্ট। লেখা পড়া একরূপ জানে না বলিলেই হয়, তবে পার্শিয়ান ২।৪ হরফ জানে বটে এবং তদ্দ্বারাই তাহার দোকানের হিসাব পত্র রাখে। সে আমাকে বসিতে বলিয়া চা প্রস্তুত করিল। আমি চা পান করিলাম, সেও পান করিল, কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্ব পরিচিত লোকটীও আসিয়া জুটিল, সেও চা খাইতে লাগিল। তখন তাহারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি যথাসম্ভব তাহাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম। আমার সঙ্গে ইউরোপ ও এশিয়ার ম্যাপ ছিল, তাহা খুলিয়া দেখাইলাম। তাহারা বুঝিতে পারে এরূপ ভাবে কতক ইংরেজী এবং ২।৪।১০টী পার্শি শব্দ মিশাইয়া তাহাদিগকে তাহাদের দেশ, রুশিয়া, আফগানিস্থান ও হিন্দুস্থান আর ফিরিঙ্গিস্থান দেখাইয়া দিলাম। তাহারা ইহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং যতদূর সম্ভব আমাকে যত্ন করিতে ত্রুটী করিল না। রাত্রিতে সে অতিসুন্দর পোলাও আর মাংস রান্না করিল। ইতিমধ্যে স্থানীয় আর ২।৪ জন লোক আসিয়া জুটিল। ইহার পরিচিত ২।৪ জন সম্ভ্রান্ত পথিকও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, সকলে মিলিয়া তখন আহারাদি চলিতে লাগিল। আমি তাহাদের ভাষা জানিতাম না, ব্যবহারও জানিতাম না, সুতরাং এই সম্মিলনীতে একটু সঙ্কুচিতভাবে চলিতেছিলাম, কিন্তু দোকানদার অঙ্গুলি সঙ্কেত এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, সে আমার বন্ধু, সুতরাং এই সম্মিলনীতে আমার সঙ্কুচিতভাবে চলিবার কোনই আবশ্যক করে না। আমার মনে,

যথার্থ কথা বলিতে কি, তখন একটু সুখের উদয় হইল, ভাবিলাম এই অপরিচিত ভূমিতেও এই অপরিচিত সমাজে এবং এই অশিক্ষিত জনসমাজে, যেখানে আমি তাহাদের ভাষা সমস্ত বুঝিতে পারি না এবং তাহারাও আমার ভাষা বুঝিতে পারে না, আমি একটা লোকের বন্ধু বলিয়া গৃহীত! এই চিন্তা করিয়া সত্য সত্যই আমি একটুকু সুখী হইলাম, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম তবে কি আমাতে এমন কোনো কিছু আছে যাহাতে এমন কি এই স্থানের মত নিতান্ত অপরিচিত স্থান এবং সমাজেও আমি বন্ধু বলিয়া গৃহীত হইতে পারি?

যাহাই হউক, এইরূপ আমোদ প্রমোদে এবং তৎপর গান বাজনায় দুই প্রহর রাত্রি কিম্বা ততোধিক কাল কাটিয়া গেল। তৎপর যে যাহার মত শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম।

অন্য এক তুর্কীর আবাসে

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া ইহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। অনেক বন জঙ্গল ভেদ করিয়া কত পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নে রাস্তার পার্শ্বে একখানি গ্রামে উঠিয়া এক দোকানে চা ও রুটী দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পন্ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রামান্তে পুনঃ পথ চলিতে লাগিলাম। বেলা ৪টা পর্য্যন্ত আর কোথাও বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইলাম না, বিশ্রামও করিলাম না। ৪টার পর সম্মুখে অন্য এক বড় পাহাড় দেখা দিল, দেখিয়া মনে হইল ইহা অতিক্রম করিতে অন্ততঃ পক্ষে ৩।৪ ঘণ্টা সময়ের দরকার হইবে। পথিমধ্যে আর কোথাও মনুষ্যাবাস

মিলিবে কি না তাহার কোনো স্থিরতা নাই, সুতরাং নিকটে যদি কোন দোকানাদি পাওয়া যায়, তবে তথায়ই থাকিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রায় এক মাইল রাস্তা অগ্রসর হইলে পর পথিপার্শ্বে একটী দোকান দেখা গেল। তথায় উপস্থিত হইয়া দোকানদারকে সম্মুখে আর কোন লোকালয় আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার উত্তরে আমি পূর্ব্বে যাহা ধারণা করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক বুঝিতে পারিলাম; সুতরাং তাহার নিকট তাহার দোকান ঘরে রাত্রিকালে অবস্থান করা যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তাহাতে স্বীকৃত হইল, আমি তখন দুইটী পাই বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিলাম, আমার আর পয়সা নাই। এই পয়সাতে তুমি আশ্রয় দিতে পারিবে কি না? লোকটী তাহাতেই স্বীকৃত হইল।

দোকানদারটী খাটি 'ইরাণী' নয়। সে তুরস্কদেশ হইতে পয়সা রোজগারের জন্য এখানে আসিয়াছে, এখন এই চা'র দোকান করিয়া ২।৪ পয়সা যাহা হয় রোজগার করিতেছে। যাহাই হউক, আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পর সেও তুর্কিভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি যদিও তাহার কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না তথাপি দুই একটী তুর্কী শব্দ যাহা জানিতাম তাহার সাহায্যে বুঝিয়া লইলাম; পরে সেও আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; সুতরাং দুই একটা তুর্কী শব্দ, দুই চারিটা বাঙ্গলা শব্দ, দুই একটা ইংরেজি শব্দ ও অধিকাংশ অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে তাহাকে যতদূর সম্ভব আমার ইতিবৃত্ত অবগত করাইলাম, তাহাতে সে বিশেষ সুখী হইল।

আমরা এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ ও কথোপকথন করিতেছি এমন সময় তথায় দুই জন যুবক আসিয়া জুটিল এবং কথায় কথায় আমি মুসলমান কি না জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। তাহাদের তখন নামাজের সময় হইয়াছিল, সুতরাং উত্তরের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া তাহারা নামাজ পড়িতে গেল, দোকানদারও তাহাদের সহিত নামাজে যোগ দিল। তাহাদের নামাজ সাঙ্গ হইলে যুবকদ্বয় পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আমি মুসলমান কি না। আমার মিথ্যা কথা বলিবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল না, তবে বিদেশ—বিশেষতঃ এটি ভয়ঙ্কর বিদেশ ; সত্য বলিলে ভাগ্যে কোনরূপ অনিষ্টজনক ঘটনার সংঘটন না হইবে তাহাই বা কে বলিবে। সুতরাং এমন উপায়ে কথা বলা ঠিক করিলাম যে সত্য বলি আর না বলি, ঠিক মিথ্যা কথা বলিব না। সুতরাং যুবকদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি ?

যুবক। আমি মুসলমান।

আমি। মুসলমানি কি ?

যুবক।—এই ত দেখিলে নামাজ পড়িলাম।

আমি।—নামাজ পড়িলেই মুসলমান হয় ?

যুবক।—তবে কি ?

আমি।—নামাজ পড়িয়া তারপর চুরি করিলেও দোষ নাই, মিথ্যা কথা বলিলেও দোষ নাই, জুয়াচুরি করিলেও দোষ নাই, কেমন ?

যুবক।—তা কেন ?

আমি।— তুমি ত নামাজ পড়িলে কিন্তু তুমি মিথ্যা কথা বল না?

যুবক।— তা বলিতে পারি না।

আমি।—তবে তোমার নামাজের গুণ কি? এক দিকে নামাজ করিবে, অন্যদিকে মিথ্যা কথা বলিবে, জুয়াচুরি করিবে, চুরি করিবে ডাকাতি করিবে, এক পয়সার জন্য এক জনের মাথায় বাড়ি দিবে। একেই কি বলে মুসলমানি? প্যাগাম্বর কি ইহাই তোমাকে করিতে বলিয়াছেন? এই রূপ মুসলমানিকেই কি মুসলমানি কহে?

যুবক আর কিছু কহিল না, আর কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না, আমিও নিস্কৃতিলাভ করিলাম। এ দিকে তুর্কি দোকানদার আমার এই সব কথায় একটু যেন স্তম্ভিত হইয়া হাঁ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। ইতিমধ্যে যুবকদ্বয় উঠিয়া বিদায় হইল। দোকানদার তখন খাবার প্রস্তুত করিতে গেল।

অতঃপর আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় একটু পায়চারি করিলাম এবং পশ্চিমদিকে চাহিয়া দেখিলাম সূর্য্যদেব অস্তাচলে দাঁড়াইয়া টগ্ মগ্ করিতেছেন; দেখিতে দেখিতে তপন দেব ডুবিয়া গেলেন, ধরাতল অল্পক্ষণ হাসিয়াই আঁধারে ডুবিয়া গেল। আমি হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া গদিতে আসিয়া বসিলাম, তুর্কী তখন খানা বানাইতেছিল।

এমন সময় একজন বালক সমভিব্যাহারে একজন লোক এখানে উপস্থিত হইয়া স্থান প্রার্থনা করিল, তুর্কী বিশেষ খুসি হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয়প্রদান করিল। অতঃপর গল্প হইতে লাগিল।

আগন্তুকের ব্যবসা ছুরি কাঁচি ধার দেওয়া, আমরা তাহাকে সানদার বলি। সে তাহার যৌবন বয়সে কোন কারণে হিন্দুস্থানে গিয়াছিল, সুতরাং দোকানদারের নিকট যখন শুনিল আমি হিন্দুস্থানী তখন সানদার দুই চার কথা হিন্দির সাহায্যে আমার সহিত আলাপ করিতে প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহাতে তেমন সুবিধা হইল না। অতএব আমি থামিয়া গেলাম, তৎপর সানদার তুর্কীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল। আমি নিস্তব্ধ পার্শ্বে নীরবে বসিয়া রহিলাম

ইতিমধ্যে তুর্কীর খানা প্রস্তুত হইয়া গেল। তখন আহারাদির বন্দোবস্ত হইল। সেও আজ পোলাও আর মুর্গির মাংস রাঁধিয়াছে, আজ মেহমানী করিবে। যাহাই হউক, অগোণে আহারাদি হইয়া গেল, তৎপর সানদার তাহার সঙ্গের বালক লইয়া অন্য পার্শ্বের গদিতে শয়ন করিল, এদিকে তুর্কী নিজের বিছানা বিছাইয়া লইল, আমিও আমার মত শয়ন করিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—তুর্কীরা লেখা পড়া জানে আর না জানে, ভদ্রতা ঠিক জানে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অচিরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া রুটী এবং চা দ্বারা ব্রেকফাষ্ট করিয়া তুর্কীর নিকট হইতে বিদায় লইলাম এবং আবার রাস্তা অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। দ্বিপ্রহরে এক দোকানে উঠিয়া পূর্ব্বদিনের মত রুটী ও চা দ্বারা মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর তথা হইতে রওনা হইলাম। সন্ধ্যাবেলা পূর্ব্বদিনের মত এক দোকানে উপস্থিত হইলাম এবং সামান্য কিছু খাওয়া দাওয়া করিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। পরদিন প্রাতে এখান হইতে রওনা হইবার

সময় দোকানদার অতি বেশী পয়সা চার্জ্জ করিয়া বসিল। আমি আমার কথা অনুযায়ী চার পাই তাহাকে দিতে গেলাম, সে তাহা লইল না। এক মহা ঝঞ্ঝাট বাধাইয়া দিল। এমন সময় এক জন সিপাহি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে ইঙ্গিতে এবং দুই চারিটা তুর্কী ও পার্শি ভাষায় ব্যাপারখানা বুঝাইয়া দিলাম। সে তুর্কীকে একটি ধমক ঠিক করিয়া দিল, আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম।

রুশিয়ান ক্যাম্প

এখান হইতে বিদায় হইয়া অনেক রাস্তা অতিবাহিত করিয়া বেলা প্রায় ১০টার সময় একটি শুষ্কপ্রায় নদী পার হইলাম। নদীতে পুল ছিল। নদীর পূর্ব্ব পারে একটি রুশিয়ান হোটেল অথবা বিশ্রামাগার। এখানে দুই একটি চা'র দোকান এবং মালের আড্ডাও আছে। নদীতে জল আছে, স্রোতও ছিল, তবে জল বেশী নয় বলিয়া স্রোতও তেমন কিছু নয়। এখানে দুই চারি জন রুশ সৈন্য অবস্থান করে। এইরূপ আরও ২।৩টা আড্ডা আমি ইতি পূর্ব্বেও দেখিয়া আসিয়াছি। এ রাস্তায় দুই চারি দশ জন রুশিয়ান অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত প্রায়ই দেখা হইয়াছে।

যাহাই হউক, পুল পার হইয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া রুশিয়ান-দিগের স্থাপিত বিশ্রাম আগারের ভাব গতিক দেখিয়া আমি এস্থান হইতে রওনা হইলাম। দুই মাইল চলিবার পর অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ

হইল, কিন্তু নিকটে কোথাও জল নাই জানিয়া সম্মুখের দিকেই চলিতে লাগিলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। পথ শ্রান্তিতে ও রৌদ্রের তাপে পিপাসা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। আমি তখন দ্রুত বেগে চলিতে লাগিলাম। চাহিয়া দেখিলাম—প্রায় ৪ মাইল দূরে একটি দালানের ছাদ মাত্র দেখা যাইতেছে। আমি আশায় উৎফুল্ল হইয়া প্রায় দৌড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। তৃষ্ণায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অতি দ্রুত হাঁটিয়াও প্রায় পৌনে বারটার সময় আমি সেই দালানের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম এটি একটি ব্যাবাক; ইহাতে অনেকগুলি রুশসৈন্য থাকে, ইহাদের দুই তিন জন যাহারা ব্যারাকের সম্মুখে পাহারায় নিযুক্ত ছিল তাহারা আমাকে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া (আমার পায় ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল) চলিতে দেখিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়া হাসিতে লাগিল। আমার তখন ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা হইয়াছিল। আমি তাহাদিগের বিদ্রূপের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া জল আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা তখন জিজ্ঞাসা করিল "জল খাবে?" আমি কহিলাম—"হাঁ।" তখন একজন জল আনিতে গেল এবং অচিরে জল সহ ফিরিয়া আসিল। আমি ক্রমে ৩ গ্লাস জল পান করিলাম। তৎপর একজন জিজ্ঞাসা করিল "রুটী খাইবে?" আমার সঙ্গে সে দিন রুটী ছিল না, সুতরাং কহিলাম—"থাকে ত দাও।" তখন একজন আমাকে তাহাদের ঘরে গিয়া ছায়ায় বসিতে বলিল, অপর একজন একখণ্ড রুটী আনিয়া আমার হাতে দিল, আমি খাইতে লাগিলাম। এই সময় দেখিলাম ঘরের ভিতরে উত্তর

দিকের দরজায় একখানা পর্দ্দা দিয়া দিল। ইতিমধ্যে আর এক-জন সৈন্য ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়াছে বলিয়া উপস্থিত সৈন্যগণকে দুই চারি কথা চড়িয়া বলিল। এমন কি আমাকেও একেবারে উঠিতে বলিল। তখন একজন সৈন্য আমার দিকে তাকাইয়া এইরূপ প্রকাশ করিল যে, ইহা দ্বারা আর আশঙ্কার কি সম্ভাবনা আছে? আমি যদিও তাহাদের কথা-বার্ত্তা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না তথাপি তাহাদের ভাব এই রূপই বোধ হইল। যাহাই হউক, আমার রুটী খাওয়া হইতে না হইতেই তাহারা আমাকে বিদায় দিল, আমিও অগত্যা উঠিয়া আবার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলাম। প্রায় এক মাইল রাস্তা অগ্রসর হইলে পর পাহাড়ের পিছনে একটী পল্লী দৃষ্টিগোচর হইল। আমি অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া একটী দোকানে উঠিলাম এবং চা পান করিলাম। সেখানে একটী বৃদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দোকানদারকে হুকুম করিলেন "ইহাকে রুটী ও চা দাও।" দোকানদার তাহাই করিল, আমি টাটকা একখানা রুটী পাইয়া পুনরায় খাইতে লাগিলাম এবং যথেষ্ট চা খাইয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। তৎপর সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে ক্ষণকাল আরাম করিতে বলিলেন। আমি তখন শুইয়া একটু গড়াগড়ি দিয়া উঠিলাম। তৎ-পর দোকানদারকে পয়সা দিতে লাগিলাম সে পয়সা লইল না। অগত্যা আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া পুনরায় রাস্তা চলিতে লাগিলাম।

মানুষের মনটি ভগবানের একটি স্বতন্ত্র রকমের সৃষ্টি। অন্য সকল ইন্দ্রিয়গুলিই একটু বিরাম চায়, একটু আলসামি করিতে চায় এবং একটু বেকার বসিয়া থাকা ভাল বোধ করে, কিন্তু মন তাহা কিছু চায় না, ইহার বিরাম নাই। মন বিশ্রামের প্রার্থী নয়, এ আর আলসামি চায় না বরং সর্ব্বদাই কিছু না কিছু লইয়া ব্যস্ত। মানুষের মন নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে চায় না, পারে না। নিরালম্বে থাকা ইহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব, কোনো কিছু আশ্রয় নিতান্ত দরকার। আমারও তাহাই হইল, ক্ষণকাল পথ চলিবার পর চা'র দোকানের বৃদ্ধ মুসলমানের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। তাহার আমার প্রতি যত্নের বিষয়টা সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে উদিত হওয়াতে প্রাণটা কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইল। আবার তৎপরমুহূর্ত্তেই রুশীয়ান ব্যারাকের ব্যাপারটা মনে হইল, তখনই ভাবিলাম, মানুষ জগতের যে অবস্থায়ই থাক্ না কেন, আর যাহাই হউক না কেন, সে সর্ব্বাবস্থায়ই মানুষ। অতঃপর তৎপূর্ব্বের এবং তার পর তাহার পূর্ব্বের ঘটনাগুলি মনে উদিত হইতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে দুনিয়ার অনন্ত চিন্তা আসিয়া আমার ক্ষুদ্র অন্তরখানি অধিকার করিয়া ফেলিল, আমি প্রায় আমিত্বশূন্য হইয়া আমার অজ্ঞাতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু ইতিমধ্যে সহসা প্রাণ আমার প্রাকৃতিক দৃশ্যে আকর্ষিত হইল, চাহিয়া দেখিলাম, আমি যেন ক্রমেই পর্ব্বতময় পথ অতিক্রম করিয়া প্রান্তরে পদার্পণ করিতেছি। মনে তখন অতুল আনন্দের উদয়

হইল। আমি আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া প্রান্তরপথে দ্রুত পদ-বিক্ষেপ করিতে লাগিলাম এবং সেই দিনের বাকী সময়ের মধ্যে সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় একটি সুবৃহৎ পল্লীতে প্রবেশ করিলাম এবং অনতিবিলম্বে পথপার্শ্বে একটি চা'র দোকানে উঠিয়া তথায় রাত্রিযাপনের যোগাড় করিলাম।

তার পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পর সামান্য রুটী এবং চা দ্বারা সকালের জলযোগ শেষ করতঃ আবার পথ চলিতে প্রস্তুত হইলাম। প্রথমেক সময় চলিতে মাঝে মাঝে চা'র দোকান পরিদৃশ্যমান হইত, কিন্তু দ্বিতীয় প্রহরে আর তেমন হইল না, ক্রমে বড় বড় মাঠ দেখা যাইতে লাগিল এবং পল্লীর সংখ্যা কমিয়া আসিল। তবে যে দুই একটি দৃষ্টিগোচর হইল তাহাও রাস্তা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত এরূপ দেখা গেল। কিন্তু তখন মধ্যাহ্ন সন্নিকট এবং ক্ষুধিতও হইয়াছি, সুতরাং একটু চিন্তিত হইলাম। আমি সেই সময় যে মাঠে চলিতেছিলাম সেই-টির পরিমাণ নিতান্ত কম ছিল না, এবং অবশিষ্ট অংশ যাহা তখনও অতিক্রম করিতে হইবে, তাহারও দূরত্ব নিতান্ত পক্ষে ৪ মাইলের কম হইবে না এরূপ অনুমান হইল। রাস্তার ডান্ দিকে পরিদৃশ্য-মান পল্লীগ্রাম খানিও, মনে হইল, নিতান্ত পক্ষে দুই মাইলের কম দূরে অবস্থিত নয়। সুতরাং ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং অবশেষে অনতিদূরে আপন কার্য্যে ব্যস্ত কৃষকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই গ্রামে কি দোকান আছে?

কৃষক—কেন ?

আমি—দোকানে কাঁটা পাওয়া যাবে না ?

কৃষক—দোকান নাই, তবে গ্রামে গৃহস্থের বাড়ীতে চেষ্টা করিলে পাইতে পারিবে।

আমি—তা'রা কি বিক্রি করিয়া থাকে ?

কৃষক—যাহার পয়সার দরকার আছে, সে করিতেও পারে। গ্রামে যাও, পাবে এখন।

কৃষকের এইরূপ পরামর্শে আমি অগত্যা গ্রামাভিমুখে চলিলাম এবং প্রায় আধ ঘণ্টা কাল পরে পূর্ব্বকথিত গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

গ্রামখানি মাটীর প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। আমি পূর্ব্বদিকের দরজা দ্বারা প্রাচীর পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথ দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। পথের পাশে ক্রীড়াপ্রিয় বালকের দল কখনও কখনও আমাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল, আবার কখনও বা আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল; কিন্তু আমাকে নিতান্তই শান্ত শিষ্ট দেখিয়া অগত্যা পথ পরিবর্ত্তন করিয়া আপন কাজে মন দিল, আমি আমার পথে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার কোণে অলস অসভ্য-প্রায় কেবল বাক্যালাপ-পটু যুবকবৃন্দ আমাকে দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া কত হাসি হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি এ সব ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসের খোঁজেই চলিতে লাগিলাম এবং অবশেষে সাহসে নির্ভর করিয়া একজনের ব্যঙ্গস্বরে "কুঙ্গা

মিয়াবী, (কোথায় যাবে)" প্রশ্নের উত্তর দিলাম। যুবকটি কহিল "ইঙ্গা? হাঁ। সোমা চি মিগি (তুমি কি চাও)?"

আমি—মুন্ [(নান্) রুটী]

তখন ইহাদের ভিতর হইতে একটি যুবক কহিল "চি মিগি, নুন?" প্রত্যুত্তরে আমি কহিলাম দারী (আছে)? যুবক তখন কহিল "বিয়া, ইঙ্গা বিয়া।" এই বলিয়া যুবক অগ্রগামী হইল, আমি তখন শঙ্কিতচিত্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম।

এই সময় কৌতুকপ্রিয় বালকেরা আমাদের সঙ্গ ধরিয়াছিল; কিন্তু যুবকটি তাহাদিগকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তাহারা তাড়া খাইয়া যাহার যথায় খুসি চলিয়া গেল, আমরা যুবকের বাড়ীতে চলিলাম। কিন্তু আমি পথশ্রম হেতু প্রায় খোঁড়া হইয়াছিলাম; অতএব পাড়ার ভিতর পঁহুছিয়া যুবক আমাকে পেছনে ফেলিয়া আগে চলিয়া গিয়া তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আমি, তিনি কোন্ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলাম।

ইতিমধ্যে একটি বালিকা আমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। বালিকার বয়স অনুমান দশ বৎসর, দেখিতে সে তেমন সুন্দর নয়, তবে কুরূপা নয়, ইহাও ঠিক। বালিকার চক্ষু দুইটি বেশ সুন্দর, নাসিকাটিও ভাল। তাহার গণ্ডদেশ ঈষন্মাত্র রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে এবং বক্ষঃস্থল অতি সামান্য মাত্র উন্নত হইয়াছে। বালিকার মাথায় কাপড় ছিল কিন্তু চক্ষে নয়, মুখখানি খোলা; সে

তখনও বালিকা। কিন্তু বোধ হয় সে কেবলমাত্র বুঝিতে পারিয়াছে যে সে বালিকা, তাই সুন্দর চক্ষু দুইটি ঈষৎ লজ্জামাখা, সুতরাং অবনতা। আমি বালিকাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম "ভদ্র-লোকটি কোথায় গেলেন, এই বাড়ীতে কি ?" বালিকা ক্ষণকাল দাঁড়াইল, কিন্তু কোনও উত্তর করিল না; সুতরাং পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যুবকটি কোথায় গেলেন, এই বাড়ীতে কি ?" বালিকা এবারও কোনও কথা বলিল না, চলিয়া গেল এবং রাস্তা পার হইয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিল এবং ক্ষণকাল পর যথা হইতে আগত হইয়াছিল তথায় চলিয়া গেল; আমি ভীত ও শঙ্কিত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে যুবক দরজায় দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিল "বিয়া, ইঞ্জা বিয়া।" আমি তখন একটু অগ্রসর হইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ঘরখানি মাটীর তৈয়ারি। পারস্যে প্রায় সমস্তই এই প্রকার। ঘরটি নিতান্ত ছোট নয়, ১৮×১২র কম হইবে না। মেজেটি আগাগোড়া অতি সুন্দর একখানি বড় কার্পেটে ঢাকা। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে পর, যুবক আমাকে বসিতে বলিয়া নিজে বসিলেন, তৎপর আমিও বসিলাম। যুবক অতঃপর আমার নাম, ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং আমি তৎসমুদয়ের উত্তর দিতে লাগিলাম

এই সময় পূর্ব্বপরিচিত বালিকা ৪।৫ খানা অতি পাতলা কিন্তু খুব বড় রুটী আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল এবং যুবকটি একখানা গামছা বিছাইয়া রুটী কয়েকখানা আমার সম্মুখে

রাখিয়া কহিল—"বেফারমাই।" প্রত্যুত্তরে আমি "বেফারমাই" বলিলাম। কিন্তু যুবক তখন ইঙ্গিতে আমাকে বুঝাইলেন যে তিনি আহার করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার দরকার নাই। ইহার পর আমি আস্তে আস্তে সেই সুস্বাদু রুটী আহার করিতে লাগিলাম। অতঃপর বালিকা একটি বাটিতে করিয়া অনেকটা গুড় আনিয়া দিল, আমি তখন গুড়সংযোগে রুটী খাইতে লাগিলাম।

এই সময় আর ২।৩ জন লোক আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। যুবক তখন তাহাদের একজনকে দেখাইয়া কহিলেন "ইনি একজন খুব বড় মোল্লা, খুব একজন ইলিমদার লোক!" আমি তাঁহাকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করিলাম। মোল্লা তখন আমার সম্বন্ধে নানা কথা যুবককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং যুবক তাঁহাকে উত্তর দানে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অতঃপর মোল্লা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইরাণী না মিদানী?

আমি—কম্ কম্ মিদানাম (অল্প অল্প বুঝি)।

মোল্লা—পুল দারী? (পয়সা আছে?)

আমি—দাড়াম্—খাইলে কম (আছে, কিন্তু কম)।

মোল্লা—চাণ্দে? (কত?)

আমি তখন পকেটে হাত দিয়া, যাহা পকেটে ছিল তাহা বাহির করিলাম, মোল্লা তখন গণিয়া দেখিলেন, কেবল ৫ পাঁচটি মাত্র "সাই" (ইহার ২০০ সাইয়ে এক "তুমান" হয়। তুমান = প্রায় ২৸১০ আনা)। আমার এই সম্পত্তি দেখিয়া, মোল্লা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "ইন্ তামাম্ (এই সব)?"

আমি—ভালে, আগা। (হাঁ, মহাশয়।)

মোল্লা তখন একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া যুবককে কহিলেন—"কেমন"? আবার আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন "ইঁহার পয়সার কি করিবে?" আমি কহিলাম এই যাহা আছে, ইহাই দিব। মোল্লা তখন আবার যুবকের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"কি, কেমন? পয়সা তো দিবে না দেখছি"! যবকটি যতদূর মনে করিয়াছিলাম তদপেক্ষা একটু ভাল বলিয়া বোধ হইল, তিনি কহিলেন—"তা নাই যখন, তা আর কি করা যাইবে?" ইতি-পূর্ব্বেই আমার আহার শেষ হইয়াছিল, সুতরাং কথা বুঝিয়াই আমি বিদায় প্রার্থনা করিলাম। যুবক তাহাতে কিছুই বলিলেন না, তবে মোল্লা আরও কত কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া রওযানা হইতে লাগিলাম, মোল্লা ও তাঁর সঙ্গিগণ তখন হাসিতে লাগিল। কিন্তু আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলাম না এবং অচিরেই সেলাম করিয়া বিদায় হইলাম ও অতি অল্পকালমধ্যেই পল্লীপ্রাচীর পার হইয়া মাঠে বাহির হইবার পর পূর্ব্বোল্লিখিত রাজপথে উপস্থিত হইলাম।

এক ঘণ্টাকাল পথ চলিবার পর বেলা প্রায় তিনটার সময় সুদূরে 'কাসবিন' সহরের প্রাচীর দেখিতে পাইলাম এবং তাহাতে যার পর নাই সুখী হইলাম। যাহাই হউক, আর নিতান্ত কম-পক্ষে ১॥ দেড় ঘণ্টা কাল পথশ্রমের পর আমি কাস্‌বিনের দরজায় উপস্থিত হইলাম।

কাসবিন্ পারস্যের একটি প্রধান সহর। ইহা প্রকাণ্ড

প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সহরের এই দরজায় তখন চারি জন কসাক্ সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত ছিল। আমি দরজা পার হইয়া সহরে প্রবেশ করিতে কেহই কোনও রূপ বাধা জন্মাইল না।

সহরে প্রবেশ করিয়া রাস্তার দুই ধারের সুসজ্জিত দোকান পসার সমূহ অবলোকন করিতে করিতে ক্রমে সহরের অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং যাহাকে পারিলাম জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে হিন্দুস্থানী লোকেরা কোথায় অবস্থান করিয়া থাকে?" কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না হিন্দুস্থানীগণ সহরের কোন্ স্থানে অবস্থান করে। বস্তুতঃ এই সহরে কোনও হিন্দুস্থানী আছে কি না, তাহাই তখন সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে একজন ইয়োরোপিয়ান্ বেশধারী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে ইংরেজী ভাষায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি জানেন কি হিন্দুস্থানী লোক এখানে কোথায় বাস করে?" ভদ্রলোকটী ভদ্রনামের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, আমি জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিতে চলিতে সহরের প্রায় পূর্ব্ব সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি আমাকে লইয়া এক উট ওয়ালার আড্ডায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ২।৩ জন পাগ্ড়ীধারী লোক আঙ্গিনায় উটের পরিচর্য্যা করিতেছে। ভদ্রলোকটি আমাকে কহিলেন "ইহারাই, আমার মনে হয়, হিন্দুস্থানী!" আমি তখন একজন উটওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি হিন্দুস্থান হইতে আসিয়াছ?"

লোকটী আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। আমি আবার কহিলাম "তুমি হিন্দুস্থানী?" এইবার সে কহিল, "না"। আমি পুনরায় কহিলাম—"তুমি আফ্‌গান?" এইবার লোকটী কহিল—"হাঁ," আমার সঙ্গের ভদ্রলোকটী তখন তাহার নিকট আমার পরিচয় বলিয়া দিলেন। তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়া আমাকে তাহাদের নিকট অবস্থান করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমি ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "নিকটে কোন হোটেল আছে কি না?" সুতরাং তিনি তাহাদিগকে তাহা বলিলেন। তখন আমি তাহাদের পানে তাকাইয়া দেখিলাম, তাহারা ভদ্রলোকটীর কথা শুনিয়া একটু দুঃখিত হইল এবং একে অন্যের নিকট কহিল—"আমাদের কাপড় চোপড় ময়লা"! ভদ্রলোকটী ইহাই আমার নিকট কহিলেন। আমি তখন তাঁহাকে তাহাদের নিকট বলিতে বলিলাম "আপনি বলুন, তাহাদিগের দুঃখিত হইবার দরকার নাই, আমি তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।" ভদ্রলোকটী তাঁহাদিগকে সেইরূপই বুঝাইয়া বলিলেন, তাহারা তখন অতিশয় আনন্দিত হইল। আমি ভদ্রলোকটীকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, তিনি বিদায় হইলেন। আমি আফ্‌গানদের ডেরায় প্রবেশ করিলাম।

ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইহার পরিমাণ অনুমান ৮ হাত ও ৪ হাত। একটী মাত্র দরজা, আর কোনও জানালাদি নাই। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে পর আফ্‌গান যুবক চা প্রস্তুত করিল এবং ৪।৫ কাপ চা আমাকে খাওয়াইল। তৎপর

একজনকে বাজারে পাঠাইল। সে ক্ষণকাল মধ্যে কয়েকটী বেদানা লইয়া আসিল। তৎপর মিষ্টি পোলাও রান্না হইলে পর, সকলের আহার করিতে বসা হইল। প্রথমে মিষ্টি পোলাও যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া হইল, তৎপর ৭।৮ টা বেদানা দ্বারা চাটনী দেওয়া হইল। এইরূপে আহারাদি সমাপ্ত হইলে পর, কিছুকাল গল্পগুজবে কাটান হইল, তৎপর তাহাদের যাহা উত্তম ছিল তদ্দ্বারা আমার বিছানা করিয়া দিল। আমি শয়ন করিলে পর, প্রকাণ্ডকায় ৪।৫ জন আফ্‌গান সেই অবশিষ্ট স্থানটুকুতে অতিশয় জড়াজড়ি অবস্থায় শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল।

ইহাকেই বলে অতিথি সৎকার! আমি এই দিন এই নিরক্ষর দরিদ্র আফ্‌গানদিগের এই প্রকার অতিথিসৎকার করা দেখিয়া কতদূর সুখী হইয়াছিলাম, তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। বাস্তবিকই মানুষ লিখিতে পড়িতে পারুক্ আর নাই পারুক্, সে মানুষ, একথা ঠিক। মানুষ লেখাপড়া শিখিয়াও যদি ঈশ্বরদত্ত সুন্দর ও সুকোমল মানসিক বৃত্তিগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে সে মানুষ হইয়াও কিছুতেই অন্য জন্তু অপেক্ষা কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। আর লিখিতে পড়িতে জানিয়া যদি সেই ঈশ্বরদত্ত গুণগুলির চেষ্টা ও চর্চ্চায় উন্নতিসাধন করিতে পারে তাহা হইলে মানব জীবনে দেবত্বলাভে সক্ষম হইয়া থাকে। এ জগতে চাই প্রাণ, মানুষের মানুষের ন্যায় প্রাণের অভাবই সমুদয় বিপত্তির কারণ।

তেহারানে।

বেলা অনুমান দুইটার সময় কাসবিন ত্যাগ করার পর ৫ দিনের অধিক সময় রাস্তা চলিয়া সেই নবেম্বর দিনে প্রায় ধূলি-ধূসরিত-কলেবর হইয়া পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী তেহারানে পৌঁছিলাম। তেহারান তখন ধূলিময় হইয়াছে।। আমি সহরের পশ্চিম দরজা অতিক্রম করিয়া অনেকক্ষণ পথ চলিবার পর অবশেষে এক নিড-দরজা ভেদ করিয়া একটি সুন্দর ছোট ময়দানে প্রবেশ করিলাম। ইহাকে পোষ্ট ময়দান বলে। ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে উত্তরমুখী দরজার ধারেই জেনারেল্ পোষ্ট আফিস। পোষ্ট ময়দানে পৌঁছিয়া হাতের ব্যাগটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া, দাঁড়াইয়া ক্ষণকালের জন্য হাঁফ্ ছাড়িয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পোষ্ট ময়দানের সামান্য কিন্তু সরল দৃশ্যে মন আকৃষ্ট হইল, অতএব তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

পোষ্ট ময়দানটা একটি চতুঃসীমাবদ্ধ ভূমি। ইহার পূর্ব্বদিকে ইংরেজদিগের তেহারানের ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্ক। তাহার দক্ষিণদিকে ময়দানের পূর্ব্বদিকের দেউড়ী দরজা। পশ্চিমদিক হইতে আগত প্রশস্ত রাস্তা ময়দান ভেদ করিয়া এই দরজা দিয়া পূর্ব্বদিগভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। দেউড়ীর ঠিক দক্ষিণ দিকেই কোণেতে ময়দান-দেওয়ালের গায় ময়দানের মধ্যে ছোট একটা ব্যারাক। সেখানে কতকটা পদাতিক সৈন্য এবং কয়েকজন বাদ্যকর অবস্থান করে। উহার পার্শ্বেই ময়দানের দক্ষিণ দিকের একটা দেউড়ী।

এই দেউড়ী ভেদ করিয়া উত্তর দিক হইতে আগত সুপ্রশস্থ লালাজার রাস্তা দক্ষিণ দিকে বাজার এবং তৎপরও অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। দেউড়ীর পশ্চিম দিকে ব্রিটিশ ও পার্শিয়ান টেলিগ্রাফ আফিস্। ইহার পশ্চিম দিকে ময়দানের দক্ষিণ দিকের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দেউড়ী। এই দেউড়ী ভেদ করিয়া একটি রাস্তা সোজা দক্ষিণ দিকে চলিয়া অনতিদূরে পারস্যাধিপতির ডায়মণ্ড গেটের সম্মুখে যাইয়া মস্তক অবনত করতঃ আপনাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছে। ময়দানের পশ্চিম দিকে যে দেউড়ী দরজা দিয়া আমি ময়দানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার দক্ষিণের দিকে একটি বৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদে সর্ব্বপ্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীর আফিস। লালাজার উত্তরে ময়দানের উত্তরপশ্চিম কোণে এবং ময়দানের উত্তরমুখী দুইটা দেউড়ীর মধ্যস্থিত দালানেও সৈন্যদিগের বাসস্থান। উত্তরমুখী দুইটা দেউড়ী ভেদ করিয়াও দুইটা রাস্তা সমানে উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকের রাস্তাটীর নাম লালাজার। ময়দানের মধ্যস্থলে ছোট একটী চতুঃসীমাবদ্ধ বাগানাকার স্থানে কয়েকটী কামান অলসভাবে দাঁড়াইয়া আছে। রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, ব্যবহার নাই, যেন অলস—জীবনশূন্য।

অনেক ক্ষণ এই সমস্ত দেখিলাম, তৎপরে পুনঃ আপন কার্য্যে মন গেল। পার্শ্বে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে হিন্দুস্থানী কোথায় আছে, তুমি জান কি?" আমার পার্শি ভাষায় দখল খুব কম ছিল, কাজে কাজেই লোকটা আমার কথা বুঝিতে পারিল না। সে একটু অগ্রসর হইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ

আমার মুখের নিকট আনিয়া কহিল "চি চি ?" আমি আবার কহিলাম "হিন্দুস্থানী।" সে আবারও জিজ্ঞাসা করিল "চি চি ?" আমি আর তাহাকে কিছু কহিলাম না। সে অগত্যা স্থানান্তরে চলিয়া গেল। আমি আবার কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিবার আশায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পর আর একটি লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে হিন্দুস্থানী লোক কোথায় আছে জান ?" উত্তরে সে কহিল "না।" তৎপরে একজন ইউরোপীয়ানকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "ইংলিশ লিগেইসনে অনেক হিন্দুস্থানী আছে।" ভদ্রলোকটী রুশিয়ান্। তিনি ফরাসি-ভাষা জানেন, কিন্তু ইংরেজিতে তাঁহার অধিকার অতি কম। আমি ইংলিশ লিগেইসনে কোন্ রাস্তায় যাইতে হয় তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; তিনি খুব যত্ন করিয়া সেইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিলেন এবং তৎপর রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। আমি ময়দানের উত্তর দিকের গেট্ পার হইয়া উত্তরাভিমুখী একটি রাস্তায় চলিতে লাগিলাম এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। এইরূপে অল্পদূর অগ্রসর হইলে পরই ইউরোপীয়ান পরিচ্ছদ-পরিহিত আর একটী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকেও ইংলিশ লিগেইসন্ কত দূর এবং কোন রাস্তায় যাইতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্র লোকটী একজন আর্ম্মেনিয়ান্, বয়স ৩০ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি শিক্ষিত, তেহারানে প্রফেসারী করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাকে উপরোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই তিনি কহিলেন "আমি

ইংরেজি ভাল জানি না।" বাস্তবিকই দেখিলাম, তাঁহার ইংরেজীতে অধিকার খুব কম। যাহাই হউক, তিনি আমার প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানের দিকে আর অগ্রসর না হইয়া গাড়ী পরিবর্তন করতঃ পুনঃ উত্তরদিকে চলিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। দশ মিনিট পর আমরা ইংলিশ লিগেইসনে পৌছিলাম। ভদ্রলোকটী আমাকে সঙ্গে লইয়া পাঞ্জাবী অশ্বারোহিগণ লিগেইসনের যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে লইয়া যাইয়া তাহাদিগকে আমাকে দেখাইয়া দিয়া বিদায় চাহিলেন। আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়া এবং কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম। তৎপর অশ্বারোহীদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্ভাষণ করতঃ বলিলাম "আপনারা বলিতে পারেন এখানে হিন্দুস্থানী কোনও ব্যবসায়ী আছে কি না"? এই কথার উত্তর দেওয়া না হইতেই দুই তিন জন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি বাঙ্গালী ?"

আমি—হাঁ।

অশ্বারোহী—বাঙ্গালী। এখানে কেন ? কোনও মতলব আছে কি ?

আমি—এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি, মতলব আর কি হইতে পারে ? কেন, এ কথা জিজ্ঞাসার মানে কি ?

অশ্বারোহী—এই ইরাণে বেড়াইতে আসিয়াছেন! বাঙ্গালীরা আজকাল বড় গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে। আপনি কি এখানে কোনও নব্য টাকা নিতে এসেছেন না কি ?

আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কিন্তু কহিলাম "না, আমি নক্সা টক্সা লইতে জানি না,, আমার সে সমস্তে কোন দরকার নাই। আমি ফিরিঙ্গি মুলুক গিয়াছিলাম, এখন তথা হইতে আসিতেছি, এই সব দেশ দেখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইব স্থির করত: এই রাস্তায় আসিয়াছি। এখানে হিন্দুস্থানী কেউ আছে কি না, আমি কিছুই জানি না, তাই খোঁজ নিতে আসিয়াছি এখানে কোন হিন্দুস্থানী সওদাগর আছে কি না। আপনারা ভারতবাসী, আমিও ভারতবাসী। আমি এইরূপ প্রকাশ্যভাবে আপনাদিগের নিকট আসিয়া সোজা কথা জিজ্ঞাসা করাতে আপনাদের এরূপ বৃথা সন্দেহের কারণ কি হইতে পারে বুঝিতে পারিলাম না।" আমি এইরূপ বলিয়াছি, তখন অন্য একজন অশ্বারোহী দাঁড়াইয়া বলিল "বাবুজি, মাপ করুন, ওদের কথায় কিছু মনে করিবেন না।" তারপর সে আরও কহিল "আমরা এই কয় দিন মাত্র এখানে আসিয়াছি, বাহিরেও খুব কম যাই, সুতরাং এখনও জানিনা ভারতবাসি কোন সওদাগর এখানে আছেন কি না। অতএব সেই বিষয়ে আপনাকে কোন সাহায্য করিতে পারিতেছি না। তৎপর আমাদের যে অবস্থা, তাহাও দেখিতেছেন। এখানে যে কাহাকেও আদর অভ্যর্থনা করিতে পারি এমন উপায় নাই, সুতরাং মাপ করিতে হইবে। আমি তখন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম "ইহাতে আপনার দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। আমিত দেখিতেই পাইতেছি আপনারা যে অবস্থায় আছেন। যাহাই হউক,

আমি আর অধিক সময় এখানে কাটাইতে পারি না ; কেন না একটী থাকিবার স্থান ঠিক করা এখন নিতান্ত দরকার।" তৎপর আমি তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, যে রাস্তায় আমি লিগেইসনে আসিয়াছিলাম, সেই রাস্তায় পুনরায় পোষ্ট ময়দানের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় ; সূর্য্যদেব দ্রুত অস্তাচলে গমন করিতেছিলেন। পরিশ্রমীরা যে যাহার বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেছে, পক্ষিকুল আপন কুলায়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল আমিই তখনও অনিশ্চিত অবস্থায় পোষ্ট ময়দানে দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছি। এমন সময় একজন পার্শিয়ান ভদ্রলোক আমার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে হিন্দুস্থানী লোক কোথায় আছে আপনি জানেন কি ?" তিনি দাঁড়াইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন "আজ কাল কোথায় আছে, তাহা ত জানি না, তবে আগে এই নিকটেই ছিল।" তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল—আমি যেন কিছু পাইয়াও পাইলাম না। যাহাই হউক, তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ?"

আমি—আমি এই মাত্র কতক্ষণ হয় তেহারানে পৌঁছিয়াছি। এখানে এমন কাহাকেও জানি না যে, তাহার নিকট যাইয়া উঠিতে পারি ; সুতরাং মনে করিয়াছিলাম, যদি কোন ভারতবাসী এখানে থাকে এবং যদি তাহার খোঁজ করিতে পারি, তবে তাহারই নিকটে যাইয়া উঠিব।

ভদ্রলোক—আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?

আমি—সম্প্রতি ইউরোপ হইতে।

ভদ্র—এঙ্গেলি হইয়া আসিলেন কি ?

আমি—আজ্ঞা হাঁ।

ভদ্র—ইউরোপে কত দিন ছিলেন ?

আমি—প্রায় তিনমাস।

ভদ্র—কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন ?

আমি—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মনি, সুইট্জারল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, তুর্কস্থ, এবং তৎপর কৃষ্ণসাগর পার হইয়া রুষিয়ার কতকস্থানে এবং তাহার পর 'বাকুতে' আসিয়া তথা হইতে ষ্টিমার যোগে এঙ্গেলি এবং তৎপর হেথায় আসিয়াছি।

ভদ্র—আপনি কি এঙ্গেলি হইতে পদব্রজে আসিতেছেন ?

আমি—এঙ্গেলি হইতে না, তবে 'রাষ্ট' হইতে আসিতেছি।

ভদ্র—কয়দিনে আসিলেন ?

আমি—আজ এগার দিন।

ইহার পর ভদ্র লোকটী আমাকে জিজ্ঞাসাকরিলেন আমি কোনও হোটেলে যাইতে রাজি আছি কি না। উত্তরে আমি কহিলাম "অবশ্য, কিন্তু খরচা খুব বেশী না পড়ে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।" অতঃপর আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া দিলাম যে, আমি নিজের চেষ্টায় এবং নিজের পয়সায় নিজের অভিজ্ঞতার জন্য পারস্যে আসিয়াছি। আমি ইহাও বলিয়া দিলাম যে, আমি একজন বড় ধনী নই, সুতরাং তেমন বড় হোটেলে বেশী খরচ কুলাইতে পারিব না।

ভদ্রলোকটী অতঃপর কহিলেন "যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে চলুন, আমার বাড়ীতে যাওয়া যাক।" আমি মনে করিলাম, বিষয়টি বড় সুন্দর—এক ঢিলে ২টি শিকার। একটি—রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা, অপরটী—পারস্যে ভদ্রগৃহ দর্শন। সুতরাং অতিশয় সন্তোষের সহিত তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম। অতঃপর ভদ্রলোকটি আগে আগে চলিলেন এবং আমি তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। বাড়ীতে পৌছিতে যে সময় দরকার হইল সেই সময় তাঁহার সহিত আর যে সামান্য আলাপ হইল, তাহাতে জানিতে পারিলাম, তিনিও ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন। ভদ্রলোকটী ইংরেজি ভাল জানেন না, তবে কাজ কর্ম্ম চালিবার মত জানেন বটে।

তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পর, তিনি আমাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া রাখিয়া 'চা' খাওয়ার যোগাড় করিতে গেলেন। আমি ইত্যবসরে দেখিলাম, বৈঠকখানাটি যদিও তেমন বড় না হউক, কিন্তু বেশ সুসজ্জিত বটে। মেজেটি কারপেটে ঢাকা। তদুপরি মাঝখানে একখানি টেবিল এবং তাহার চারিদিকে কয়েক খানি চেয়ার দণ্ডায়মান। দেয়ালের গায় কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙ্গান ছিল, এবং উত্তর দিকে এক খানি বড় আয়না। যাহাই হউক, ইতিমধ্যে ভদ্রলোকটি 'চা' সহ উপস্থিত হইলেন, এবং তেহারানের তৈয়ারী অতি উপাদেয় বিস্কুট সহ ইহা পান করিতে দিলেন। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম; সুতরাং সেই বিস্কুট আর চা দ্বারাই একরূপ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। অতঃপর

আমাদের দুইজনে গল্প হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্বন্ধে আলাপ চলিল। তৎপর তাঁহার নিকট তাহার ইতালী ও গ্রীসের ভ্রমণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তদনন্তর তিনি আমার আমেরিকার প্যাডেলিং-এর গল্প শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি তখন আমার আমেরিকা-প্রবাস বৃত্তান্ত তাঁহাকে শ্রবণ করাইলাম। ইহার পর তিনি আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াই তৎপরক্ষণেই নিজেই বলিলেন—"লোকে বলে ইংরেজেরা ভারতবর্ষে অন্যায় করিয়াছে, কিন্তু আমার মনে হয়, ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে অনেক উন্নত করিয়াছে। আমি তাহাতে বিশেষ কিছু কহিলাম না। তৎপর তিনি পারস্যের বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করিয়া অনেক কথা কহিলেন। এমন কি, ইহাও প্রকাশ করিলেন যে, পারস্য বিদেশীর হস্তে যাইয়াও যদি উন্নত হইতে পারে, তবে তাহাতে কি হানি হইতে পারে। আমি তখন বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবলমাত্র এই কহিলাম যে, পারস্য বর্তমান অবস্থা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া যথেষ্ট উন্নতিলাভ করুক, ইহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু পরহস্তে সমর্পিত হউক, এ কথার আমরা কিছুই বলিতে সক্ষম নহি। এ বিষয় পারস্যাধিবাসিগণই চারিদিক্ দেখিয়া বিচার করিতে পারেন এবং যাহা করিতে হয় তাহাও করিতে পারেন। এ বিষয়ে কোন বিদেশী বিশেষ কিছুই বলিতে পারে না।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল—আহার্য প্রস্তুত। সুতরাং আমরা আহার করিতে গেলাম। আহার করিতে বসিয়া দেখিলাম, যাহা

কিছু, সব ইউরোপীয়ান ধরণের। ঘরখানিও ইউরোপীয় রকমে সজ্জিত। আহারা টেবিলের উপর রাখিয়া ঠিক ইউরোপীয়ান রকমে দুই জনেই কাঁটা চামচ্ দ্বারা আহার করিতে লাগিলাম। আহার্য্য অনেকটা ইউরোপীয় আহার্য্যের মতই ছিল। যাহাহ হউক, আমরা যথাসময়ে এই ব্যাপার সমাধা করিয়া, বসিবার ঘরে আসিয়া বসিলাম এবং পুনর্ব্বায় দুই চারি কথা গল্প করিতে লাগিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপে কাটিয়া গেলে পর, ভদ্রলোকটি আমাকে শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন এবং আমাকে তথায় রাখিয়া নিজে শয়ন করিতে চলিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া আমি একবার ঘরখানিতে কি আছে তাহা দেখিয়া লইলাম। ঘরে কি কি ছিল, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে পারিব না, কিন্তু এইমাত্র বলিতে পারি ঘর খানা সম্পূর্ণ ইউরোপীয়ান জিনিষ পত্রে অতি যত্নের সহিত সজ্জিত করা হইয়াছে। বিদেশী এবং দেশী অনেক মূল্যবান্ জিনিষ পত্রে ইহাকে সুরম্য সুরপুরী-সদৃশ করা হইয়াছে। চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ এই সব দেখিলাম; তৎপর পোষাক ছাড়িয়া শয়নকালীন পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ সম্মুখে মেজের উপর দুগ্ধফেননিভ সুন্দর সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, মানুষের ভাগ্য এমনই! মানবের সুখ দুঃখ বাস্তবিকই চক্রের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিতেছে। এই গত দশ দিনে—আর আজ এ কি তফাৎ! সেই তৃণশয্যা, আর এই দুগ্ধফেননিভ সুন্দর সুকোমল শয্যা!

সেই কা'ল, আর এই আজ! সেই আমি, আর এই আমি।

তেহারানে সুযোগ ও সুবিধা।

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রেক্‌ফাষ্টের পর আমরা সহর পরিদর্শনে বাহির হইলাম। ভদ্রলোকটীর সাহায্যে ঐ দিনই আমার অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হইল, এবং তন্মধ্যে অন্য একটি ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। সুতরাং আমি আমার আশ্রয়দাতার অনুমতি লইয়া এই নূতন পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত বাস করিতে চলিলাম।

এই নূতন পরিচিত ভদ্রলোকটী একজন ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি, কিন্তু কোনরূপ টাইটল্-হোল্ডার্ নন। তবে সমাজে তাঁহার একটু প্রতিপত্তি যে না আছে, তাহা নহে। তিনি তেহারানে ডেমোক্রেটিক্ পার্টির একজন মেম্বার। যাহাই হউক, তৎপরদিন আবার ইঁহার সাহায্যে অন্য একজন যুবকের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তাঁহারই সহিত অবস্থান করিতে রাজী হইয়া তাঁহার তথায় গেলাম।

এই যুবকটী একজন যুবক মাত্র হইলেও, ইহার প্রতিপত্তি নিতান্ত কম নহে। ইহার নাম—মিঃ হোসেন, ইনি 'হামাদানের' কোন একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। ইহার শিক্ষা—যদিও কলেজ ডিগ্রিতে অধিক দূর নয়, তাহা হইলেও বলিতে পারি, ইনি একজন শিক্ষিত এবং নব্য জগতের লোক। তেহারানে ইঁহার আর্থিক অবস্থা তত ভাল না হইলেও, এখানকার প্রতিপত্তিশালী রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে এবং তাঁহারা ইঁহাকে বেশ খাতিরও করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার আশ্রয়ে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিয়াছি এবং তাঁহার সাহায্যে মিনিষ্টার অব্ ইন্টিরিয়ার এইনোদ্দৌলা এবং মিনিষ্টার অব্ ওয়ার্ ফার্‌মান্ ফারমা, মিনিষ্টার অব্ ফাইনান্স্, মিনিষ্টার অব্ পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাম, মিনিষ্টার অব্ এডুকেসন্ প্রভৃতি বড় বড় টাইটল্-হোল্ডার লোকের সহিত দেখা শুনা ও আলাপ-প্রলাপাদি করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহার সাহায্যে যে দুই চারিটী কাউন্সিলের মিটীং এ যোগদান করিতে না পারিয়াছিলাম তাহাও নহে। এতদ্ব্যতীত তিনি পার্লিয়ামেণ্টের প্রেসিডেণ্ট এবং কয়েকজন সভ্যের সহিতও বিশেষ আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া তাঁহারই সাহায্যে আমি তেহারানে অনেক প্রকার লোকের সহিত মিশিতে সক্ষম হইয়াছিলাম এবং এই সমুদয় লোকের নিতান্ত অনুরোধে এক দিন তেহারানে একটী পাবলিক্ লেক্‌চার্ও ডেলিভার্ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

শুধু ইহাই নহে। ইহারা আমাকে তেহারানে থাকার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করিয়া অবশেষে আমাকে পার্শিয়ান গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ লওয়ার জন্য নেহাৎ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন এবং শেষে আমি একরূপ স্বীকারও করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা দিক ভাবিয়া শেষবেলায় অস্বীকার করিলাম এবং যত শীঘ্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, আমার এইরূপ অস্বীকার করায় তাঁহারা একটু অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু আমি এতদিন বিদেশবাসের পর দেশে প্রত্যাগমন করিতে অভিলাষ করিয়াছি তজ্জন্য কেহই বিশেষ কিছু বলিতেও সক্ষম হইলেন না। যাহাই হউক, অবশেষে সত্বর স্বদেশ প্রত্যাগমন করাই ঠিক হইল।

বহুদিন হইতে আমার ইচ্ছা ছিল, আমি আফগানিস্থান দর্শন করিব। সেই ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে হইলে, এখান হইতে খোরাসানের রাজধানী 'মেসেদে' যাওয়া দরকার এবং তথা হইতে 'হেরাত' অভিমুখে যাইতে হইবে। তেহারান হইতে ডাকগাড়ীতে (ঘোড়ার গাড়ী) মেসেদ্ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়; কিন্তু সেখান হইতে হেরাত পর্য্যন্ত কিরূপে যাওয়া যাইতে পারিবে, তাহার কোন ঠিক নাই। ঘোড়া, গাধা কিম্বা উটে আরোহণ করিয়া যাওয়া যাইতে পারে, অথবা পদব্রজেও যাওয়া যায়। সুতরাং আমি মনে করিলাম, এখান হইতে যদি ডাকগাড়ীতে মেসেদ পর্য্যন্ত যাই, তাহা হইলে আমাকে ১৫ তুমান (প্রায় ৪১ টাকা) গাড়ীভাড়া

দিতে হইবে এবং তথা হইতে আফগানিস্থানে যাইতে হইলে ঘোড়া অথবা গাধা কিনিয়া অথবা ভাড়া করিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং ভাবিলাম, যদি ভাড়া করি, তবে টাকাটা চলিয়া যাইবে, কিন্তু যদি ক্রয় করি, তবে থাকিয়া যাইবে, সুতরাং ঘোড়া কিনিব। মনে করিলাম, মেসেদে যাইয়া ঘোড়া না কিনে তেহারাণেই ঘোড়া কিনিয়া ঘোড়ার উপরেই সমস্ত রাস্তা চলিব। তাহাতে ঘোড়ার খোরাকী খরচ লাগিবে বটে, কিন্তু ঘোড়া সহ যদি আমি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারি, আর ঘোড়া যদি উপযুক্ত দামে বিক্রয় করিতে পারি, তবে আমার কোনরূপ ক্ষতি নাও হইতে পারে। এই ভাবিয়া কেবল ঘোড়ায়ই সমস্ত রাস্তা অতিক্রম করিতে মনস্থ করিয়া ঘোড়া কিনিবার মতলব আঁটিয়া বসিলাম এবং দুই একজন বন্ধুর নিকট, বিশেষ মিঃ হোসেনের নিকট এই কথা প্রকাশ করিলাম।

বন্ধুগণ আমার প্রস্তাব শুনিয়া একবারে অবাক্ হইলেন। তাঁহারা নানা প্রকার ভয়ের কথা বলিলেন এবং অবশেষে, এমন কি, ইহাও বলিলেন যে, পথে দস্যুগণ আমাকে হত্যা করিয়া ঘোড়া লইয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ বলিয়াও আমার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, অতএব শীঘ্রই তেহারান পরিত্যাগ করা স্থির করতঃ আমি হাটে যাইয়া ১৬০৲ টাকা দামে একটী অশ্ব খরিদ করিলাম। অশ্বটীর বয়স আড়াই বৎসর কিন্তু বেশ বড়, দেখিতে সুশ্রী, সুন্দর লাল বর্ণ।

আমার ঘোড়া কেনা হইল। শত অনুরোধ, আপত্তি ও নানা

প্রকার বিপৎপাতের ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও তৎপর দিন ৬ই জানুয়ারী সকাল বেলায় তেহারান পরিত্যাগ করিয়া মেসেদ অভিমুখে যাত্রা করিবার স্থির হইল। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালের পূর্ব্ব হইতেই ভয়ঙ্কর বরফ পড়িতে লাগিল, আর সকালে ছাড়িল না। ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল, হাড়ভাঙ্গা শীত পড়িল। ঘর হইতে বাহির হওয়াই দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, বাহিরে রাস্তা ঘাট কে যায়। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিয়া গেল বরফ পড়া থামিল না অবিরাম পড়িতে লাগিল। চার দিনের দিন বরফ থামিল, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস দ্বিগুণ জোরে বহিতে লাগিল। আরও বেশী শীত পড়িল, বাহিরে আর কে যায় ঘরে থাকাই দায় হইয়া গেল। আমি উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস থামিল না। ৩।৪ দিন পর আবার বরফ পড়িতে লাগিল আবার দুই তিন দিন অবিরাম পড়িল। থামিল। পরে আবার পড়িতে লাগিল। আমি অবশেষে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। ঘোড়াকে আস্তাবলে বাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম, নিজেও বসিয়া বসিয়া খাইতে লাগিলাম।

কিন্তু এই বাধ্যতা-মূলক নিষ্কর্ম্মাবস্থায় বসিয়া থাকার সময় আমাকে আর একটি বিষয় দেখিবার এবং বুঝিবার সময় দিয়াছিল। মিঃ হোসেন যদিও ইউনিভারসিটি বিদ্যায় ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি একজন উদ্যমশীল উন্নত যুবক, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবক হইলেও, এখানে তাঁহার প্রতিপত্তি নিতান্ত কম নয়। প্রতিদিনই তাঁহার

এখানে অনেক লোকের সমাগম হইত এবং মিঃ হোসেনের সৌজন্যে আমি তাঁহাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই পরিচিত হইতে পারিতাম এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোকের সহিত মিশিবার সুযোগ এবং সুবিধা পাইতে পারিতাম। হামেসাই নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ করিতে হইত এবং সেইরূপে তাঁহাদের সামাজিক রীতি নীতি জানিবার সুবিধা হইত। সুতরাং কেহ নিমন্ত্রণ করিলে, আমি প্রায়ই অস্বীকার করিতাম না। এই সমুদয় হইতে ইঁহাদের সামাজিক অবস্থা এবং সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই নিম্নে লিখিতেছি।

এশিয়া মহাদেশবাসী সব জাতিগুলিরই সভ্যতা কিম্বা সামাজিক রীতি-নীতি প্রায় একই রূপ। সামাজিক আচার ব্যবহার প্রায় একই রকম, তবে একটু এদিক্ আর ওদিক্—উনিশ আর বিশ। কিন্তু আজ কাল যে একটু বেশী তফাৎ হইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, সে কেবল ইয়োরোপীয়ান "হাওয়া"। এই "হাওয়া" যেখানে যত বেশী লাগিয়াছে, সেইখানই আজ-কাল'এর হিসাবে একটু বেশী সভ্য হইয়াছে। আর যেখানে যত কম লাগিয়াছে, সেই স্থানই বর্ত্তমান সভ্যতার চক্ষে একটু কম সভ্য রহিয়াছে। কিন্তু এই ইউরোপীয়ান 'হাওয়া'রও দুইটি রকম আছে। একটি ফরাসী রকম, অপরটি ইংরেজী রকম; লিবারল্, আর এ্যারিষ্টক্রাট্; মিশা-কোশা, আর টোঙ্গে উঠিয়া আপনভাবে বসিয়া থাকা।

ভারতবাসী এবং পার্শিয়ান দু'জনই এক এশিয়া মহাদেশবাসী।

পুরাতন সভ্যতা দু'য়েরই প্রায় একই প্রকার। সেই বিনীত সম্ভাষণ, সেই অতিথি, দান, মান, সম্ভ্রম, আর সেই সুপ্রশস্ত বিস্তৃত তাকিয়া ঠেসা আসন, উপবেশন, ভোজন! সবই এক।

আহার্য্য বস্তু অনেক আমাদেরই মত। এখানে ভদ্র লোকের বাড়ীতে ভাতের ব্যবহার প্রচলিত। তবে রুটীই এদেশে প্রধান খাদ্য। সাধারণ লোক প্রায় নুন পানিই' খাইয়া থাকে। ইহারা রুটিকে নুন' এবং 'চিজ'কে 'পানি বলিয়া থাকে। খাওয়া দাওয়া সব মুসলমান রকমে বিছানায় বসিয়া, এবং দেওয়া থোওয়া সব চাকর (বাবুর্চি) দ্বারা। অভ্যাগতের সম্মুখে স্ত্রীলোকেরা দেওয়া থোওয়া করিতে আইসে না। ইহারা হাতেই খায়, কাটা চামচ কিম্বা কোনও রূপ কাঠি টাঠি ব্যবহার করে না, কিন্তু আহারের পর সাবান এবং গরম জল দ্বারা পরিষ্কার করিয়া হাত এবং মুখ ধুইয়া ফেলিয়া থাকে। সামাজিক আমোদ প্রমোদে স্ত্রীলোকেরা যোগ দেয় না, তাহারা পর্দানসিন।

পার্শিয়ান স্ত্রীলোকেরা পিঞ্জরের পাখী নয়।

কিন্তু পার্শিয়ান স্ত্রীলোকেরা পিঞ্জরের পাখী নয়, তাহারা কেবলই ঘরের কোণে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য নয়, তাহারা বাহিরে যাইতে পারে। আমি এই কথা পূর্ব্বে জানিতাম না, কিন্তু শেষে জানিতে পারিলাম।

ইতিপূর্ব্বে পার্শিয়ান সুন্দরীদের সৌন্দর্য্যের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সামাজিকভাবে মিশিয়া সেই গল্পের সত্যতা

সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদিন মিঃ হোসেনকে বলিলাম "মিঃ হোসেন, পারস্তে আসিয়া পারস্ত-সৌন্দর্য্য কিরূপ, তাহা দেখা হইল না।"

মিঃ হোসেন। কেন, আপনি দেখেন না?

আমি। না; কই, কোথায় দেখিব?

মিঃ হোসেন। কেন, রাস্তা ঘাট, বাজারে?

আমি। আমি সে সকলের কথা বলি নাই; আমি বলছি ভদ্রঘরের মেয়েদের কথা।

মিঃ হোসেন। আমিও তাহাই বলিতেছি।

আমি। তা'হলে ভদ্র মহিলারা বাহিরে যাইতে পারে?

মিঃ হোসেন। অবিশ্বি; এই বাহিরে যে সব দেখিতে পান, ইহার অধিকাংশই ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক।

আমি। তাই—?

মিঃ হোসেন। হাঁ, তবে ইহার মধ্যে অন্য রকমও আছে। তাহাদিগকে চেনা যায়, কেননা, তাহারা তাহাদিগকে চিনাইতে চায়। আজ বৈকালে যদি বরফ পড়া থামিয়া যায়, তবে চলুন, বাহিরে যাওয়া যাইবে এবং তখন আপনাকে দেখাইব।

তাহাই হইল, ঐ দিন বৈকালে যথার্থই বরফ পড়া একটু কম হইল। আমরা সুযোগ বুঝিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

কিন্তু তেহারনের সেই কর্দ্দমময় রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলা বড় ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইল; তবে কমল তুলিতে হইলে কাঁটা ফুটিতেই হইবে।

যাহাই হউক, অতি কষ্টে কর্দ্দমময় রাস্তা ও তৎপর পোষ্ট ময়দান অতিক্রম করিয়া যাইয়া 'লালাজারে' উঠিলাম। এই রাস্তার ডানদিকের দোকান ঘরগুলির বেশ বারেন্দা আছে। এই বারেন্দা সমুদয়ের অনেক সময়ই পরস্পর সংযোগ থাকায় বরফ কিম্বা বৃষ্টির সময় চলাচলের পক্ষে তেমন বিশেষ অসুবিধা হয় না।

সে দিন বৈকালে বরফ পড়া থামিয়াছে। এজন্য অনেকেই এই রাস্তায় বাহির হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভদ্র মহিলারাও তাহাদিগকে ঘরের কোণে আবদ্ধ রাখে নাই, তাহারাও একবার হাফ্ ছাড়িতে আসিয়াছে। মিঃ হোসেন তখন যাহারা ভদ্র মহিলা, এবং যাহারা অন্য রকমের সাধারণ স্ত্রীলোক, তাহা আমাকে চেনাইয়া দিলেন, বলিলেন—"এই যে সমস্ত স্ত্রীলোক জিনিস পত্র কিনিতেছেন, ইহাদের অনেকেই ভদ্র পরিবারের মেয়ে।"

একটি উচ্চবংশীয়া পার্শিয়ান সুন্দরী।

ইতিমধ্যে একটি স্ত্রীলোককে সামান্য কিছু জিনিস পত্র হাতে লইয়া নিকটস্থিত একখানি ফিটন্ গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া মিঃ হোসেন আমাকে কহিলেন, "ঐ দেখুন, ঐ সমুদয় গাড়ীই

ভদ্রমহিলাদের। দেখুন, ঐ একজন গাড়ীতে উঠিতেছেন। আমি তখন তাহার কথা লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক একখানা গাড়ীতে উঠিতেছেন। দেখিয়া আমি তেমন সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। আবৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাহার নয়ন ও মন সন্তুষ্ট হয়? কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ একটু জোরে বাতাস বহিল এবং তৎপূর্বেই যাহা দেখিলাম, তাহাতে মোহিত হইলাম। আহা কি রূপ! যেমন গায়ের রং, তেমনি গঠন! ইহার সঙ্গে কশীয়ান, ফরাসী কিম্বা ইংলিস সৌন্দর্য্য তুলনায় কোথায় দাঁড়াইবে, তাহা আমি বলিতে অক্ষম, কিন্তু পার্শিয়ান স্ত্রীলোকদিগের সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে যে জনরব আছে, তাহা সত্য। যাহাই হউক, যুবতীটি তাড়াতাড়ি আগে জিনিসগুলি রাখিয়া গাড়ীতে উঠিয়া মুখাবরণ ও আঁচলা ঠিক করিয়া গাড়ী চালাইতে হুকুম করিলেন, গাড়ীখানা মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই সময় আমি মিঃ হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা'হলে ইহারা নিজেরাই গাড়ী করিয়া বেড়াইতে পারে?"

মিঃ হোসেন। বলা বাহুল্য, তাহারা খুব সাহসী। ঐ যে দেখছেন মুখ ঢাকিয়া থাকে, কিন্তু তাই ব'লে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নয়, ইহাদের বেশ সাহস আছে!

এমন সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার আস্তে আস্তে বরফ পড়িতে লাগিল, আমরাও ধীরে ধীরে বাসাভিমুখে চলিতে লাগিলাম।

স বাদাব সরাইয়েব সহিসকে আমাব ঘোড়া সজ্জিত কবিয়া আনিতে বলিল, সহিস তাহাই কবিল। গাড়াখানা আগে চলিয়া গিয়াছে; আমাব তাড়াতাড়ি যাইতে হইল, কাজে কাজেই ঘোড়াব গদি কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখিবাব সময় বাহল না। সাহস ঘোড়া আমাব আমি তদুপবি আবোহণ কবিয়া বিদায় হইলাম। অল্প সময় মধ্যেই অগ্রগামী গাড়ীখানা অতিক্রম কবিয়া আস্তে আস্তে পাহাড়োপব অগ্রসব হইতে লাগিলাম, গাড়ীখানা অনেক পাছে পড়িয়া বহিল। পাব্বত্য পথ গাড়োয়ানেব কি যে অশ্বাবোহণ সহিত প্রাণপণ সক্ষম হয়।

যাহাই হউক, প্রায় ১২ মাইল বাস্তা এই পাব্বত্য-পথে চলিয়া অতঃপব অন্য একটি ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। এখানে ঘোড়াব [illegible] কিম্বা নিজেব খাবাব কিছুই মিলিল না। যাহাই হউক, তথাপি গাড়াখানাব জন্য অপেক্ষা কবিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পব গাড়াখানা আসিয়া পৌঁছিল এবং এখানে তাহাব ঘোড়া বদলাইয়া লইল, তৎপব আমবা আবাব চলিতে লাগিলাম। আমি এইবাব অনেক আগে চলিয়া গেলাম। পবত উপত্যকায় অনেক জল, কাদা, বরফ ভাঙ্গিয়া চলিতে হইল কিন্তু তথাপিও শাম আড়াইটাব সময়, ন্যূনপক্ষে ৮ মাইল দূবে, আব একটি ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম এবং ঘোড়াব খুব কাটাইয়া নূতন নাল লাগাইয়া লইলাম। এখানে ঘোড়াকে খুব কবিয়া ঘাস ও পায়রা খাওয়াইলাম। চাবটাব সময় গাড়ীখানা এখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং আবোহিগণ গাড়ী হইতে নামিয়া নামাজ পড়িতে লাগিল। আমি মনে

৫১৩

ভাবিলাম, আজ এখানেই থাকিতে হইবে, কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখিলাম, গাড়ীর ঘোড়া বদলান হইল, আরোহীগণ পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করিলেন, গাড়ীখানা পুনরায় চলিতে লাগিল। আমি এখানকার দারোগাবাবুর নানারূপ নিষেধ সত্ত্বেও পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া অশ্ব চালাইতে লাগিলাম এবং কিছুকাল পরেই গাড়ীখানার আগে চলিয়া গেলাম।

এখান হইতে ইহার পরের ষ্টেসন "[illegible]" দূরত্ব প্রায় ২৪ মাইল। আমরা ঠিক ৫টার সময় এখান হইতে রওনা হইলাম এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাস্তায় গাড়োয়ান আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় নাই এখন বালুকাময় প্রান্তরে পরিষ্কার রাস্তা। গাড়োয়ান নূতন ঘোড়া গাড়ীতে জুড়িয়াছে, সে এই [illegible] প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। চারি ঘোড়ার গাড়ী, উড়িয়া চলিতে লাগিল আমার একটি ঘোড়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াছে, তথাপি আমি তাহাকে তীব্রবেগে ছুটাইতে লাগিলাম। ১৪ মাইল রাস্তা সমান সমান চলিয়া তৎপর সকলেই দশ মিনিট সময় বিশ্রাম করিয়া লইলাম। অতঃপর গাড়ীখানা আবার চলিতে লাগিল, আমিও ঘোড়া চালাইলাম। গাড়ী উড়িয়া চলিল, আমার ঘোড়াও ছুটিয়া চলিল, কিন্তু তবু এবার আর পারিলাম না, ৫ মিনিট মধ্যে গাড়ীখানা অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি দৃষ্টিশূন্য প্রান্তরে একা পড়িয়া রহিলাম। এখন চাঁদ উঠিয়াছে।

[illegible] আমি ঘোড়া থামাইলাম না, কেবল চালাইতেছিলাম,

েমনই চলিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পর ৬টা ৩৫ মিনিটের সময় আমি 'গোসীতে' পৌঁছিলাম। পৌঁছিবামাত্র গাড়ীখানার আরোহিগণ আসিয়া আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগিল, বলিল, খুব কম লোকই এরূপ করিতে সক্ষম হয়। আমিও একটু সুখী হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনারা কতক্ষণ আসিয়াছেন? "১৫ মিনিটের অধিক হইবে না" বলিয়া তাহারা আমাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল এবং সরাইয়ের একটি লোক আমার ঘোড়ার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর আমি বাহিরে আসিয়া ঘোড়ার গদি ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে আস্তাবলে রাখিয়া যথেষ্ট খড় ও বিচালী দিয়া আসিলাম ও তৎপর নিজে আসিয়া যাহা কিছু খাবার খাইয়া পুনরায় যাইয়া ঘোড়াকে জল খাওয়াইয়া আরও কিছু খড় বিচালী দিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অন্য দিনের ন্যায় ঘোড়াকে খাওয়াইয়া যখন গদি করিতে গেলাম, তখন ঘোড়া ভয়ঙ্কর আস্ফালন করিতে লাগিল। আমি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, এবং তাহাতে দেখিলাম চামড়ার পেটি জোরে কশা হইয়াছিল বলিয়া ঘোড়ার সিনায় ভয়ঙ্কররূপে কাটিয়া গিয়াছে; ইহাই ঘোড়ার ওরূপ করার কারণ। ঘোড়া এইরূপ হইয়াছে দেখিয়া আমি কিরূপ দুঃখিত হইলাম, এবং পূর্ব্বদিন সেমননের সরাইএর চাকরে কিরূপ ভাবে গদি করিয়াছিল তাহা তদারক না করিয়া আরোহণ করার দরুণ তার ফলে অনেক অনুশোচনা করিলাম—তাহা সহজেই

অনুমেয়। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা আর "না হওয়া" হইতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া অতি চেষ্টায় ঘোড়ায় গদি করিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু অশ্বারোহীকে যদি ধীরে ধীরে যাইতে হয়, তাহা হইলে বড় বিপদ, তাহার তুল্য দুঃখ আর নাই। আমার এই দুঃখ ভোগ করিতে হইল। কাল যে তীর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, আজ তাহার আস্তে, অতি আস্তে ও অতি ধীরে পথ অতিবাহিত করিতে হইতেছে। কালও সে যে ঘোড়ার উপরে ছিল আজও তাহাই, তবে আজ আর সে সে ভাবে যাইতে সক্ষম নয়। একি কম কষ্টের বিষয়, না, কম বিপদের কথা!

যাহাই হউক, তৎপরবর্ত্তী ৪ দিন কাল এই প্রকার ফকির দেওয়ানের মত চলিয়া ৫ম দিন বেলা ৯টার সময় সারুদে পহুছিলাম এবং তথায় ৫০\ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিয়া ঘোড়া বিক্রয় করতঃ নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অবশেষে তথা হইতে তথাকার পোষ্টমাষ্টারের সাহায্যে পোষ্ট গাড়ীতে উঠিয়া মেসেদ অভিমুখে বিদায় হইলাম।

এখানে এখানকার পোষ্টমাষ্টার আমাকে অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। পোষ্টগাড়ী আসার অপেক্ষায় যে দুইদিন আমাকে সারুদে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, সে দুই দিন অতি যত্নের সহিত তিনি আমাকে তাঁহারই ভবনেই রাখিয়াছিলেন। তৎপর তথা হইতে চলিবার সময় তিনি ডাকওয়ালাকে এরূপভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সারুদ হইতে মেসেদ পর্য্যন্ত আমি একজন পদস্থ

সরকারী কর্ম্মচারীর মত সম্মানের সহিত যাইতে পারিয়াছিলাম।

যাহাই হউক, এস্থান হইতে রওনা হইয়া চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় 'সব্জবর,' এবং তৎপর 'নইসবুর' প্রভৃতি সহর হইয়া নবম দিন প্রাতে প্রায় ১১টার সময় মেসেদে পঁহুছিলাম।

মেসেদে।

মেসেদে উপস্থিত হইয়া আমি এখানে আফগান এজেণ্টের নিকট আফগানিস্থানে প্রবেশের অনুমতির জন্য গেলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। ইহার কারণ—আমি ইংরেজের প্রজা। সে ক্রমাগতই আমাকে তাহার দেশ অতিক্রমোপযোগী পাস দিতে অস্বীকার করিল। "আফগান কিছুতেই তাহার স্বদেশের অভ্যন্তর দেখিতে দিতে চাহিল না। 'কি হইবে, কি উপায়েই বা তাহা হইলে আমি ভারতবর্ষে পঁহুছিতে পারিব?'' এইটি তখন একটি গুরুতর প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইল।

অবশ্য ভারতবর্ষে যাইতে আরও দুইটি পথ আছে। একটি রুশের অধিকৃত তুর্কিস্থানের দক্ষিণ প্রান্তের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব দিকে চলিয়া তৎপর চিত্রল হইয়া, আর অপরটি—পূর্ব্বদক্ষিণ পারস্য ভেদ করিয়া চিস্থান পঁহুছিয়া, তথা হইতে পূর্ব্ব দিকে রোবাত হইয়া বেলুচিস্থানের সমস্ত মরুভূমি অতিক্রম করতঃ নুস্কি পঁহুছিয়া তথা হইতে গাড়ীতে কোয়েটা এবং তৎপর ভারতে প্রবেশ। কিন্তু

এই যে পথ—যেটি হিরাটের উপর দিয়া আফগানিস্থানের অন্তস্তল ভেদ করিয়া কাবুল অতিক্রম করতঃ পেশোয়ার পঁহুছিয়াছে, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা এবং সহজ। কিন্তু এই সোজা এবং সহজ পথে যাইতে আমি অনুমতি পাই নাই,—তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাহা বাদে রহিল দুইটি রাস্তা—একটি উত্তরে, ও অপরটি দক্ষিণে। এই দুইটির দক্ষিণেরটির দূরত্ব খুব বেশী, এবং মরুময় বশতঃ জলকষ্টের আশঙ্কা অচিন্তনীয়, সুতরাং এ রাস্তা সম্বন্ধে কখনও চিন্তাও করিতে পারি নাই। তাহা হইলে কেবল উত্তরের পথই আমার অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু এই পথে তখন ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য, কেননা, এই সমস্ত স্থান তখনও বরফে আবৃত। অতএব বরফ না গলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত এই পথে ভ্রমণ করা অসম্ভব। কাজে কাজেই চৈত্রের প্রচণ্ড তাপে বরফ গলিবার সময় পর্য্যন্ত মেসেদে অপেক্ষা করিতে হইল। আরও একটি কারণ ছিল—যদি কোনও একটি সুযোগ আসিয়া পড়ে। এই উভয় কারণেই কতক সময়ের জন্য আমাকে মেসেদে অবস্থান করিতে হইল।

মেসেদ পারস্য সাম্রাজ্যের খোরাশান প্রদেশের রাজধানী। মেসেদ একজন গভর্ণরের শাসনাধীন। পারস্যাধিপতির সাম্রাজ্যভুক্ত সমস্তগুলি প্রদেশের মধ্যে এইটিই বিশেষ আয়ের। এই প্রদেশটি ইহার অতি সুন্দর ও মনোহর কার্পেটের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে প্রস্তুত কার্পেট পৃথিবীর সর্ব্বত্রে প্রচলিত এবং অতিশয় প্রশংসিত। পার্শিয়ায় যত রকম কার্পেট তৈয়ার হয়, তন্মধ্যে

কিরমান প্রদেশে প্রস্তুত "কিরমানসাহি" কার্পেট সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, এবং তন্নিম্নেই খোরাসাণি মেসেদে তৈয়ারী "মেসেদি"।

এতদঞ্চলে মেসেদ একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে আফগানিস্থান হইতে আফগানগণ উটে করিয়া অনেক পশম wool) আমদানী করিয়া থাকে এবং অনেক পশমী ও রেশমী জিনিষ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। তুর্কিস্থান হইতেও অনেক সওদাগর বাণিজ্য এবং ব্যবসাদি করিতে আসিয়া থাকে। বর্ত্তমানে "ট্রান্স-কাস্পিয়ান" রেল রাস্তা ইহার খুব নিকটে আসাতে আজ কাল এখানে নানারকম রুশিয়ান জিনিস পত্রের যথেষ্ট আমদানী হয়, এবং এখান হইতেও অনেক অসংস্কৃত পণ্যদ্রব্য ঐ দিকে রপ্তানী হইয়া থাকে। মোট কথা ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাবে মেসেদ এখনও একেবারে অধঃপতিত হয় নাই, একটু উচ্চস্থানই অধিকার করিয়া আছে।

তার পর রাষ্ট্রীয় হিসাবেও পারস্য সাম্রাজ্যে মেসেদের প্রতিপত্তি ও দায়িত্ব কম নয়। কোনও প্রকারে মেসেদের পতন পারস্যসাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে চাপাইবে। পূর্ব্ব এবং উত্তর দুই দিক হইতেই মেসেদের সঙ্কট আশঙ্কা, তন্মধ্যে উত্তরই পূর্ব্ব হইতে বেশী। দক্ষিণ হইতেও ভয়ের কারণ আছে, কিন্তু উত্তরই ভয়ঙ্কর। প্রাকৃতিক বাধা বিঘ্ন ছাড়া সে দিকে আর তেমন বাধা কিছুই নাই।

মেসেদ আর একটি কারণে প্রসিদ্ধ। এটি মুসলমানদিগের একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান, "হাসেন হোসেন" ভ্রাতাদ্বয়ের

মৃতদেহ এখানে কবর দেওয়া হয়। এই তীর্থ "ইমাম রেজা" বলিয়া কথিত। প্রতি বৎসর বহু মুসলমান এই তীর্থ দর্শনে মেসেদে আগমন করিয়া থাকে, এবং অনেকে এই তীর্থবাসে রহিয়াছে। এখানে আমাদের দেশের পঞ্জাব প্রদেশ হইতে আগত এইরূপ অনেক মুসলমানের সহিত আমার দেখা হইয়াছে।

এই তীর্থস্থানের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি অতিশয় কারুকার্য্য খচিত, এবং যার পর নাই মনোরম। ইহার পার্শস্থিত প্রাঙ্গণ সমূহে প্রতিদিনই দুইবেলায় মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ 'কোরান' পাঠ হয় এবং অতিশয় হৃদয়স্পর্শী "হাচেন হোচেন" কাহিনী গীত হয়, আর সমাগত শ্রোতৃবর্গ দুঃখে শোকে রোদন করিতে থাকে। সেই রোদনধ্বনি শ্রবণে কেমন কঠিন-প্রাণ-ব্যক্তিও অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারে না। দুই বেলায়ই এই আঙ্গিনা সমূহে বহু পবিত্রাত্মা স্ত্রী পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুসলমান মাত্রই এই সমুদয় পবিত্র গীতি শ্রবণ করিতে সমাগত হয়। এই বিষাদগাথা শ্রবণ করিতে ভদ্র মহিলারা পর্য্যন্ত আসিয়া আঙ্গিনায় সমবেত হইয়া থাকেন।

কিন্তু এই মুসলমান-তীর্থস্থানেও পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে অনেক পাপাত্মাদের যে সমাবেশ না হয়, আমি তাহা বলিতে পারি না। এই পুণ্যস্থান 'ইমামরেজা' প্রাঙ্গণেও দেখিয়াছি, অসংখ্য যুবতী পাপাচারিণী ললনাগণ পাপের পশার বিস্তৃত করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কি আশ্চর্য্য, পুণ্যের সহিত পাপের এত নিকট

সম্বন্ধ! যেখানে পুণ্যের প্রস্রবণ, সেইখানেই পাপের এমন বদন-ব্যাদান!

এখানে বিবাহ করাটা খুবই সোজা। মোল্লাকে অনেক সময় কেবলমাত্র চারি আনা পয়সা দিতে পারিলেই হইতে পারে! আবার বিবাহ করা যেমন সহজ, ত্যাগ করাটাও প্রায় তেমনই সহজ। তবে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী ব্যয়সাধ্য। আর যে হেতু এটি মুসলমানের দেশ, এখানে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাও রীতি, নীতি এবং সম্পূর্ণরূপে আইন সঙ্গত।

আর একটি কথা। এখানেও বয়স বেশী আর কমে বিবাহ আটকায় না। পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ অবলীলাক্রমে দিব্বি বর সাজিয়া আট কিম্বা দশ বৎসরের একটি বালিকার পাণি গ্রহণ করিতে কোনওরূপ কিছুই মনে করেন না।

যে কেহ এখানে আসিয়া অবাধে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন, তাহাতে কোনই মুস্কিল নাই; তবে কথা এই, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে মুসলমান হইতে হইবে। মানে, ধর্ম্মের দিক্ হইতে হউক আর নাই হউক, কিন্তু লৌকিক প্রথানুযায়ী তাহাকে মুসলমান হইতেই হইবে এবং সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার এ সব মানিয়া লইতে হইবে। এই প্রদেশে স্ত্রীলোকেরা খুব সুন্দর। অনেকে এখানে বিবাহ করিয়া এইখানেই বাস করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে আমাদের পাঞ্জাবী মুসলমানও কয়েকজন আছেন।

মেসেদের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে শীতের সময় খুব

বরফ পড়ে এবং খুব শীত পড়িয়া থাকে। ইহার চারিদিকে অনতিদূরে ছোট ছোট পাহাড় আছে। শীতের শেষে অদূরস্থিত পাহাড়ের চূড়ায় এবং গায়ে মেঘরাশি দেখিতে অতিশয় মনোহর। মেসেদের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

মেসেঁদে

পুনরায় রুশীয়ায় প্রবেশে অকৃতকার্য্য।

প্রায় দুইমাস কাল আমি মেসেদে রহিলাম, কিন্তু কোন সংবাদই আসিল না, সুতরাং পুনরায় রুশিয়ান রাজ্যে (তুর্কিস্থানে) প্রবেশের অনুমতির জন্য রুশীয়ান কনসালের নিকট গেলাম, কিন্তু ইহাতেও আমি অকৃতকার্য্য হইলাম, কেননা, রুশিয়ান কনসাল্ কহিলেন—"এই অনুমতির জন্য আমাকে সেণ্টপিটার্সবার্গে টেলিগ্রাফ্ করিতে হইবে।" আমি তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে ইহার উত্তর আসিতে কত সময় লাগিবে?" কনসাল উত্তর করিলেন—"তা আমি বলিতে অক্ষম দুই দিনেও আসিতে পারে, কি এক, দুই, চারি দুয়মাসও লাগিতে পারে, তাহার কোনও ঠিক নাই। তবে এ সমস্ত বিষয়ের উত্তর সচরাচর একটু বিলম্বেই আসিয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া আমি বড় বেশী মনঃক্ষুণ্ণ হইলাম, ভাবিলাম, "এক মাত্র পথ তাহাও বন্ধ? তবে ভারতবর্ষে ফিরিতেই হইবে: কিন্তু

কোন্ পথে ? তখন আমার আর কোন পথও নাইই, একমাত্র মরুভূমির রাস্তা !" দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল, "কিন্তু অন্য উপায় নাই, আর কোনও পথ নাই; সুতরাং এই পথেই যাইতে হইবে।" সুতরাং তখন হইতে এই পথ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং এই রাস্তায় চলিতে যে সমস্ত সংবাদের দরকার, তাহা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম।

অযাচিত পরামর্শ।

এই সময় একজন সম্ভ্রান্ত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমাকে কহিলেন—"আপনি ফকির হইতে পারেন তো আফগানিস্থানে প্রবেশ করিয়া উক্ত রাজ্য পার হইয়া যাইতে আপনার কোনও মুস্কিল হইবে না।"

আমি—এঁ্যা, ফকির হ'লে যাওয়া যায়

ভদ্রলোক—হ্যাঁ।

আমি—কেন, কিরূপে ?

ভদ্রলোক—ফকিরদের মানা নাই, তারা যেতে পারে।

আমি—তার মানে, তাহাদের কোন রা-দারী দরকার হয় না ?

ভদ্রলোক—না।

আমি—কেন ?

ভদ্রলোক—তারা ফকির—খোদার বান্দা, সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই তাহারা মুক্ত এবং যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে।

আমি—আফগানিস্থানেও যেতে পারে ?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ।

যুক্তিটি আমার মনে বেশ লাগিল, কিন্তু ব্যাপারটি যে নিতান্ত সোজা নয় এবং অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। পার হইতে পারিলে লাভ যথেষ্ট, অন্যথায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি। লাভের আশাও যেমন বেশী, ক্ষতির আশঙ্কাও তেমন, অথবা ততোধিক। কিন্তু লোকে আশার আলোকেই প্রাণ বাঁধে, এবং আশায়ই কাজ করিতে প্রস্তুত হয় ও করে। আমিও তাহাই করিলাম, আশায় উৎসাহিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "তা'হলে ফকির হ'লে বেশ যাওয়া যায় ?"

ভদ্রলোক—হাঁ, তা আপনি বেশ যেতে পারেন।

আমি—আর যদি ধরা পড়ি ?

ভদ্রলোক—তা হ'লে অবশ্য মুস্কিল।

আমি—যদি ধরা পড়ি, তবে তাহারা কি করিবে ?

ভদ্রলোক—তা' কেউ বল্‌তে পার্‌বে না, মেরেও ফেল্‌তে পারে, সারাজীবন বন্দিখানায়ও রাখ্‌তে পারে, অথবা আর কিছুও করতে পারে। মোট কথা এই যে, যদি ধরা পড়েন, তবে ওর পাঠানেরা আপনাকে কি করবে তা কেউ জানে না - কেউ বল্‌তে পারে না, সে কেবল এক খোদাই জানেন, তিনিই বল্‌তে পারেন, আর কেউ নয়।

আমি—তা'হলে যেতে হ'লে একজন বেশ পাকাপোক্ত মুসলমান হ'য়ে যাওয়া উচিত, আধ্যাত্মিক জগতে অধিকার একটু বেশী থাকা দরকার।

ভদ্রলোক—তা' আমার বোধ হয়, আপনি পারবেন।

আমি—আপনি কি আমাকে সেরূপ মনে করেন?

ভদ্রলোক—আমার তো বোধ হয়।

আমি—আমি যে নমাজও জানি না।

ভদ্রলোক—তা'তে কি আসে যায়? নমাজ শিখিতে কতক্ষণ। দরবেশদের নমাজ দরকার হয় না, তাহারা নমাজ পড়ে না।

আমি—তাই নাকি?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ—তারা বান্দায়ে খোদা। যাহা কিছু সমস্তই তাহারা খোদাতে সমর্পণ করিয়াছে। তাহাদের যাহা কিছু, সমুদয় তাদের সকলই খোদা করছেন অথবা করাচ্ছেন। এই তাহাদের বিশ্বাস, সুতরাং তাহাদের আবার নমাজ কি? তাহারা নমাজ করে না।

ইহার পর আমি ভদ্রলোকটিকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া সে রাত্রের জন্য তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং বাসায় আসিয়া আহারাদি সমাপ্তির পর বিছানায় বসিয়া আপন মনে পুনরায় বিষয়টি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

জীবনপণে আফ্‌গানিস্থান-যাত্রা।

বলা বাহুল্য, আমি বিষয়টির অগ্র পশ্চাৎ বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলাম। ব্যাপারটি অতি গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক তাহা আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু আফ্‌গানিস্থান

দর্শনের প্রবল ইচ্ছায় উত্তেজিত হইয়া এইপ্রকার অনুযায়াই কার্য্য করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলাম, ফকির-বেশে আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশ করিব—ইহা একবারে ঠিক হইল। কাজে কাজেই আর সময় নষ্ট না করিয়া যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম ; এবং ২।১ দিনের মধ্যেই সব রকমে ঠিক একটি ফকিরের পোষাকের যোগাড় করিয়া লইলাম।

যে সমস্ত আফ্‌গানদিগের সঙ্গে আমার কয়েক দিনের মধ্যে আলাপ হইয়াছিল এবং যাহাদের নিকট হইতে আমি আফ্‌গানিস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। আমার কাপড়চোপড় গুলি যাহা কিছু ছিল, সে সমস্তই তাহাদিগকে দিয়া দিলাম এবং আমার অন্যান্য জিনিসগুলি, যাহারা আমাকে বন্ধু বলিয়া জানিত, তাহাদিগকে দিলাম এবং অবশিষ্ট আর জিনিসগুলি সমুদয় যাঁর যে ভদ্রলোকটীর বাসায় অবস্থান করিতে-ছিলাম, তাঁহার নিকটে রাখিয়া, অবশেষে ফকির সাজিয়া মেসেদ পরিত্যাগ করিয়া, জীবন-পণে আফ্‌গানিস্থান দেখিতে চলিলাম।

কেন আফ্‌গানিস্থান দেখার জন্য জীবন পণ ?

আমি জানিতাম, বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং ভাবিতে পারিয়া-ছিলাম যে, আমি যে ছদ্মবেশী, ইহা যদি কোনরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রমাণ হয়, তবে আমার কি অবস্থা হইবে। কিন্তু তথাপি, "জেনে শুনে কেন আমি আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশ করিতে চলিলাম" অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উদয় হইতে পারে এবং ইহা সম্পূর্ণ

সঙ্গত। সুতরাং সেই সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত দরকার বলিয়া বলিতেই বাধ্য হইয়াছি।

এই এশিয়া মহাদেশে আফগানিস্থান ছোট একটি দেশ। এই দেশে যাহারা বাস করে, তাহাদের সংখ্যা মাত্র ৪০০০০০ কিছু বেশী অথবা কম। এই দেশ তেমন নয়, কল কারখানা সোসাইটি প্রভৃতি সভ্যতার অনুষ্ঠান এই দেশের কোথায়ও আজ পর্যান্তও নাই, এবং আমাদের নব্য ভাবের "সভ্য" আখ্যায় তাহারা এই দেশী লোক ভূষিত নয়। তবে এ কথা ঠিক যে তাদের মত তাদের একটা কিছু ভদ্রতা—সভ্যতা আছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহারা স্বাধীন—এই দেশ তাহার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছে—উত্তর এবং দক্ষিণে দুইটি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির মধ্যে সোজাভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু "কিরূপে এই ক্ষুদ্র দেশ, এই অতি সামান্যসংখ্যক লোকসমষ্টি এই দুইটি মহাশক্তির মধ্যস্থানে স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া ঠিক সোজাভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইহাই জানিবার জন্য আমি এমন কি, জীবনপণে আফগানিস্থানে প্রবেশ করিলাম।

আমার ফকিরী পোষাক।

যদি আমার পোষাকটি সাধারণ ফকিরের মতই হইত, তাহা হইলে আর এ সম্বন্ধে বলিবার তেমন কিছু থাকিত না। কিন্তু

যেহেতু তাহা নয়—কাজে কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে।

মেসেদ ত্যাগ করিবার সময় এই সমস্ত জিনিসে আমার ফকিরী সাজসজ্জায় কলেবর সম্পন্ন করা হইয়াছিল। পরিধানে একটি সাদা পাজামা, তদুপরি একটি অতিশয় লম্বা সার্ট গায়। পায়ে একজোড়া পার্শিয়ান হাঁটিবার উপযোগী সুতার জুতা, হাঁটিয়া পথ চলিতে ইহা অতিশয় আরামের জিনিস। আমার ডান হাতে একখানা দরবেশী কুঠার, এবং বাম হস্তে একটী করঙ্গ এবং কাঁধে একটী কম্বল ছিল। এ সকল বাদে আমার মাথায় দরবেশের ন্যায় লম্বা চুল ছিল না বলিয়া, একখানা কাল নেকড়ায়, মাথাটা বাঁধিয়া লইয়াছিলাম, এবং তাহাতে অনেকেই শেষে আমাকে 'আরব' বলিয়া মানিয়া লইত। আর টাকা পয়সা যাহা কিছু ছিল, ইহার খুব সামান্য কিছু রূপা রাখিয়া আর সবই সোণা করিয়া লইয়াছিলাম। এইরূপ পোষাক পরিচ্ছদ এবং এই পাথেয় লইয়া আমি মেসেদ ত্যাগ করিয়া, সুচতুর, কিন্তু নির্দ্দয় পাঠানের মুল্লুক আফগানিস্থানে প্রবেশ করিতে চলিলাম।

মেসেদ হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে মাঠের মধ্যে আমাকে কর্দ্দমময় জলের সামান্য স্রোত পার হইতে হইল। আমার পোষাক পরিচ্ছদ একবারে নূতন, সুতরাং বড় ধপ্ধপে সাদা। ফকিরের এত পরিষ্কার পোষাক থাকা ঠিক নয় মনে করিয়া এসমস্তগুলি এই কর্দ্দমময় জলে একবার ডুবাইয়া লইলাম, এবং তখন তাহাতে বেশ দেখাইল বটে। কিন্তু কিছুদূর চলিয়া গেলে যখন শুকাইয়া গেল,

তখন বালুকারাশি ঝর ঝর্ করিয়া পড়িয়া গেল, সুতরাং তেমন উপাদান রং আর রহিল না, তবে তখনও আমার উদ্দেশ্য সাধন করিবার মত অনেকটা রহিল বটে।

যাহাই হউক রাস্তায় আফ্‌গানিস্থান হইতে আগত মোসেদা। ভিমুদে অনেক আফ্‌গানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। তাহারা প্রায়ই আমাকে দেখিয়াই দূর হইতেই সেলাম করিত প্রতিদানে আমিও ফিরিয়া সেলাম করিতাম। পর পর ইহাদের অনেকে নিকটে আসিয়া "দোয়া" মাগিত, আমি তখন আমার কঠারী উদ্ধদিকে ধরিয়া বর দেওয়ার ভাণ করিতাম, "মনে মনে বলিতাম—"ভগবান্ ইহাদের মঙ্গল করুন"। আর একটি মজা। অতি সন্তর্পণে দাঁড়াইয়া আমি আর একটি বগড় দেখিতাম। রাত্রি কালে যথায় উপস্থিত হইতাম এবং থাকিতে হইত, অনেক লোক প্রায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত এবং পবিত্র, কবচ ও ঐ প্রকার নানারূপ জিনিসের জন্য প্রার্থনা করিত। অনেক স্ত্রীলোক বাটিভরা জল লইয়া আসিত এবং ফকির দ্বারা পড়াইয়া লইতে চাহিত। অনেকে তাহাদের ছোট ছেলেরা নিদ্রাকালে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করে, তাহাদের কোন ঔষধ করা হয় না, ফাকর দেওয়ান আসিয়াছেন, তিনি খোদার বান্দা, সুতরাং খোদার নফর দিগকে অবশ্য রক্ষা করিবেন বলিয়া আসিয়া দাবী করিয়া বসিত, আর ফকির নেহাত বেগতিক দেখিয়া অগত্যা কুঠারের একটি কোণ দ্বারা জলটা একটু উলট্ পালট্ করিয়া জলপড়ার ভাণ করিয়া জল পড়িত। এই একদল চলিয়া গেল, সুতা হস্তে আর

একদল আসিয়া হাজির হইল। ইহাদের শিশুরা কেহ বা নিদ্রা-যোগে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বিছানায় প্রস্রাব করে, কেহ বা ছিটকে হাগে, কেউ বা হাগে না, কাহাকেও বা পানের বোঁটা দিয়ে হাগাতে হয় ইত্যাদি রকমের সব হইতে লাগিত। ফকির সাহেব তো মহা মুস্কিলে পড়িত। কিন্তু ছাড়ে কে? তিনি খোদার বান্দা, খোদার নফরদিগকে মুক্ত করিবেনই, তাহাতে তিনি আকুল হউন আর ব্যাকুল হউন, সুখী হউন আর অসুখী হউন, তাঁহার মাথা থাকুক, আর ব্যথা হউক, কিম্বা থাকুন আর মরুন, ক্ষতি নাই (তিনি কিছু জানেন আর নাই জানেন) তাঁহার নফরদিগকে দেখিতেই হইবে। ফকির সাহেব দেখিলেন, যে বেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে অবতরণোপযোগী কাজ করিতেই হইবে। সুতরাং মন্ত্র হস্তে করিয়া মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন, আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হে ভগবান, আমি যাহা জানি, তাহা তুমি জান, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। যদি এই অজ্ঞান স্ত্রীলোকদিগের ফকিরের ফকিরাস্তির উপর এতই বিশ্বাস, তবে এই প্রার্থনা, ইহারা তোমার কৃপায় আরোগ্য লাভ করুক।"

তাহার পর আসিত ভালবাসা-পীড়িতদিগের দল। ইহারাই আমার অধিকাংশ কাজ কর্ম্ম করিত। তাহারা আশায় আশায় আমার কাজ করিত, আর মাঝে মাঝে এক এক বার একটু মনে করিয়া দিত। আমি একটু একটু মুচ্‌কি হাসিয়া অনেক প্রকার সৎপরামর্শ দিয়া বিদায় করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু কখনই কোনও

খরচ দিতাম না। অবশেষে তাহারা কহিত—"ফকির সাহেব বড়ই শক্ত।" শুনিয়া এক আধটুকু মুচকি হাসি হাসিতাম, তার পর বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও মোল্লাগণও একবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া না হইতে ফিরিয়া যাইত না। কিন্তু কেহই, আমি যে ছদ্মবেশী ফকির, তাহা অনুমানও করিতে সক্ষম হয় নাই।

যাহাই হউক, আমি বাধ্য হইয়া এই স্ত্রীলোকদিগের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, এবং তজ্জন্য আমাকে অনুতাপ না করিতে হইত তাহা নহে এবং এইজন্য সর্ব্বান্তর্যামী পরম কারুণিক ভগবানের নিকট এই সমস্ত নির্ব্বোধ অশিক্ষিত এবং অজ্ঞান স্ত্রীলোকদিগকে যখন তাহাদের স্নেহের পুত্তলীগণের মঙ্গল-কামনায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবচাদি নানারূপ জিনিস তাহাদের চিত্তবিনোদনার্থে দিতে হইত, তখন আমি আমার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম এবং বলিতাম, 'হে ভগবান্, আমি যে কিছু জানি না তাহা ইহারা জানেন না, কিন্তু তুমি জান। তবে ফকিরের প্রতি যদি তাহাদের এত বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এইরূপে তাহাদিগের মঙ্গল কর—এই প্রার্থনা।" এইরূপ অবস্থায় আমি তাহাদিগকে কবচাদি দিতেও বাধ্য হইতাম।

কিন্তু কখনও কাহারও নিকট হইতে আমি কোনরূপ টাকা পয়সা গ্রহণ করি নাই; কেবল সময় সময়, যখন নিতান্ত ঠেকিয়া পড়িতাম, তখন তাহাদের নিকট হইতে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইত। কেননা, যেরূপ বেশ ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার মতই কাজ করিতে হইত, অন্যথা বিপদের আশঙ্কা ছিল, সুতরাং

খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইত; কিন্তু অনেক সময়ে তাহার ও উপযুক্ত মূল্য দিতে চেষ্টা করিতাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যৌবনপীড়িত ব্যক্তিদিগের নিকট আমি নানাপ্রকার সদ্‌শক্তির অনুধাবন করিতাম। কিন্তু যেমন আমি কোন কবচাদিই জানিতাম না, তেমনই তাহাদিগের নানাপ্রকার আপত্তি অনুযোগ সত্ত্বেও সেরূপ কিছুই তাহাদিগকে দিতাম না।

বৃদ্ধদিগের আর বিশেষতঃ মোল্লাদিগের সহিত আমার বড় মজা হইত। তাহাদের সহিত প্রায়ই আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইত। তাহাদের সহিত গণ্ডগোলের কারণই হইত—আমার নামাজ না করা। যদিও অন্য সমস্ত আচার ব্যবহারে এবং কথাবার্ত্তায় তাহারা আমাকে একজন সদ্‌বংশীয় মুসলমান এবং হাজরত মহম্মদের নিতান্ত প্রিয় পাত্র বলিয়া মনে করিত, এবং সে সমুদায়ের প্রশংসা করিত, তথাপি আমার এই বিষয়টী তাহারা কিছুতেই পছন্দ করিত না। যখনই দেখিত আমি নামাজের সময়ে নামাজ পড়িলাম না, তখনই আসিয়া নামাজ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিত। সাধারণ লোকের নিকট আমার নামাজ পড়িবার দরকার নাই এবং ফকিরের নিকট নামাজ করাটা আর কর্ত্তব্যরূপে অবধারিত হইতে পারে না—এই কথা বলিয়া বিদায় হইতাম। ইহার ভিতর অনেকে অনেকরূপ মত প্রকাশ করিত, কিন্তু আমি সে সমুদয় বড় বেশী কিছু মনে করিতাম না এবং বলিতাম "সোম কি মিদানী? তোমরা কি জান?" এবং শেষে সাধা-

শতঃ তাহারা "ও যে ফকির, খোদার বান্দা!" এই কথা বলিয়া বিসমাপ্তি করিত। কিন্তু যাহাদিগকে এই সব বলিয়া সন্তুষ্ট করা মুস্কিল হইত, তাহাদিগের নিকট "ফুলেই ফল হয়, কিন্তু যখন ফল হয়, তখন ফলটী আপনি ঝরিয়া পড়িয়া যায়"—এই কথা বলিতাম এবং আর কিছুই করিতাম না। যাহাই হউক, এই সমস্ত সত্ত্বেও, আমি দেখিয়াছি, এই সমস্ত লোক, কেন জানি না, আমাকে বেশ ভাল বাসিত এবং কোনওরূপ মন্দ করিতে চেষ্টা করিত না।

সাধারণতঃ আমার বাসস্থান খোদার মন্দির মস্‌জিদেই হইত; কেননা, আমি খোদার বান্দা।

এই রূপে ভ্রমণ করিয়া পঞ্চম দিন সন্ধ্যাবেলায় আমি "কারেজ তেবাতে" উপস্থিত হইলাম। "কারেজ তেবাত" একখানি ছোট পল্লীগ্রাম, এবং পারস্য দেশের প্রায় একবারে সীমান্তে অবস্থিত। এখান হইতে আফ্‌গানিস্থান এবং পার্শিয়ার সীমান্ত-রেখা ৬ মাইলের বেশী হইবে না, এই পল্লীতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে আমি একটা দোকানঘরে গেলাম এবং দোকানদারকে "মুসাফেরখানা কোথায় আছে" জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল "কোনটী?" এখানে দুই রকম মোসাফেরখানা আছে। এক রকমে পয়সা দিয়া থাকিতে হয়, অন্য রকমে পয়সা দিতে হয় না। আমার কয়দিন যাবৎ রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় খুব কম থাকিত; কেননা, নানাপ্রকার লোক আসিয়া জ্বালাতন করিত এবং অধিকাংশ সময় ঘুমাইতে দিত না। সুতরাং মনে করিলাম, যে

রকমে পয়সা দিতে হয়, সেই রকম মোসাফেরখানায় যাইয়া একটু নির্জন স্থানে বেশ করিয়া ঘুমাইব। অতএব কহিলাম—যে স্থানে পয়সা দিতে হয়, সেই স্থানেই যাইব।" কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠিল না; কারণ, ইতিপূর্ব্বেই তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতএব, যেহেতু অন্য উপায় ছিল না, কাজে কাজেই অগত্যা একজন লোকের সহিত আজও মসজিদেই চলিলাম এবং ৫ মিনিট সময়ের মধ্যেই আমরা মসজিদে পৌঁছিলাম।

আমরা মসজিদে উপস্থিত হইলে পর আমার সঙ্গিটি তাহার মোল্লার নিকট আমার বিবরণ বিবৃত করিল এবং তার পর আমার নিজেরও মোল্লার নিকট আমার পরিচয় দিতে হইল। এই সব শেষ হইয়া গেলে, আমি মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলাম - "এখানে কোথাও রুটী পাওয়া যাইতে পারে কি?" সে বলিল—"কোন দোকানে রুটী পাইবার উপায় নাই, তবে আমার বাড়ী হইতে আমি রুটী আনাইয়া দিতেছি।" সে তখন একটি লোককে তাহার বাড়ী হইতে রুটী এবং চা প্রস্তুত করিয়া আনিতে পাঠাইল। লোকটি চলিয়া গেলে, মোল্লা আমাকে বলিল, "ফকির, এখানে আমাদের এক কাষ্টম ঘর আছে, সেখানে তোমাকে ১৫ ক্রাউন দিতে হইবে এবং তবে তাহারা তোমাকে রাহদারী দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"একি পার্শিয়ান, না আফগান কাষ্টম হাউস্?" প্রত্যুত্তরে সে বলিল—"এইটি পার্শিয়ান! আফগানদের এরূপ কোন আলাদা ব্যাপার নাই! যদি তোমার পয়সা থাকে, তাহা হইলে ১৫ ক্রাউন তাহাদিগকে দিয়া চলিয়া যাইবে; আর যদি

তাহা না থাকে, তবে তাহারা দুই তিন দিন তোমাকে এখানে আটক করিয়া রাখিবে এবং তাহার পর যাহা হয়, হইবে।” সে আরও কহিল—‘শুন ফকির, এক উপায় আছে, এখানে একটি পথ আছে। সেই পথে গেলে তোমাকে আর কোন কিছুই দিতে হইবে না। যদি তুমি এই পথে যাইতে চাও, আমি কাল সকালে তোমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিব।”

ইতিমধ্যে লোকটি রুটী ও চা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, সুতরাং আমি তখন তদ্দ্বারা উদরজ্বালা নিবৃত্তি করিতে লাগিলাম। তৎপরে মোল্লাকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম এবং সে “এখন যাও, মসজিদে যাইয়া ঘুমাওগে।” বলিয়া বিদায় হইল। আমি তৎপরে মসজিদে যাইয়া মেজেতে যে খড বিছান ছিল, তদুপরি আমার কম্বলের আধখান বিছাইয়া লইয়া অবশিষ্ট আধখানি গায় জড়াইয়া শয়ন করিলাম। তখন এপ্রিল মাস। কিন্তু রাত্রিতে তখনও বেশ শীত আছে; সুতরাং ভালরূপ ঘুম হইল না, কাজে কাজেই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া শয্যা ত্যাগ করতঃ বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরই মোল্লা “আজান” দিতে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকজনও সকালবেলার নামাজ পড়িতে আসিল, এবং তাহার পর পড়ুয়াগণ তাহাদের প্রাতঃকালের পুস্তক পড়িতে আসিল। যখন এই সমস্ত হইয়া গেল, তখন মোল্লা চলিয়া গেল এবং পরবর্ত্তী দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এদিকেও আসিল না। আমি অগত্যা তাহার নিকট একটা লোক পাঠাইলাম এবং অল্প

সময় পরেই এই লোকের সহিত মোল্লা আসিল এবং আমায় সঙ্গে লইয়া রাস্তা দেখাইতে চলিল।

বন্দী

যখন মোল্লা আসিল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। রাস্তা দেখাইয়া দিয়া মোল্লা যখন চলিয়া আসিল, তাহার কিছুক্ষণ পরই আমার একটু ক্ষুধা হইল, সুতরাং আমি তখন আমার সঙ্গে যে রুটী ছিল, তাহার কিয়দংশ আহার করিলাম, কিন্তু জল পান করিতে পারিলাম না, কেননা আমার সঙ্গে জল ছিল না। যাহাই হউক, আমি তখন পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল তখন আমার অতিশয় পিপাসা হইল। কিন্তু আরও চার মাইলের ভিতর জল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, কি করিব—এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু আমি চলিতে বিরত হইলাম না, বরং আরও দ্রুতবেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং অবশেষে অনুমান এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা পরে একটি ছোট পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া পল্লীবাসী কর্তৃক অতি যত্নের সহিত গৃহীত হইলাম। তাহারা সাদরে আমাকে ভোজন করাইল, কিন্তু অবশেষে আমার দুর্ভাগ্যদোষে আমি দেখিলাম—'আমি বন্দী হইয়াছি।"

হেরাটে জেলখানা।

সীমান্তপ্রদেশে সৈন্যসামন্ত চৌকিদার, কনষ্টেবল, কিম্বা কোনও আফগান কর্ম্মচারী আমাকে বন্দী করে নাই, প্রকৃত পক্ষে পল্লীবাসিগণই আমাকে বন্দী করিল। বাস্তবিকই এ প্রজাদের কি আশ্চর্য্য রাজভক্তি, তাহারা আমাদের কিরূপ বিশ্বাসী আর তাহাদের কিরূপ ভালবাসার বস্তু, আর দেশকেই বা ইহারা কত ভালবাসে, এসব ভাবিলে বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়। ধন্য রাজভক্তি, ধন্য বিশ্বাস, আর ধন্য স্বদেশপ্রেম।

বলা বাহুল্য, আমারই সামান্য একটু ভুলের দরুণ আমি পল্লীবাসী কর্ত্তৃক বন্দী হইতে হয়। আমি ইচ্ছা করিয়াই সদর রাস্তায় না যাইয়া অন্য একটা পথে আসিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম—যেহেতু সদর রাস্তা ধরিয়া গেলে আফগান সীমান্তের সৈন্যদিগের আড্ডা দিয়া যাইতে হইবে এবং তাহারা নানারূপ কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে, কাজে কাজেই সন্দেহ করিলেও করিতে পারিবে, অতএব সদর রাস্তায় না যাইয়া এই অপ্রচলিত পথে অগ্রসর হইয়া সম্মুখের নদী পার হইতে পারিলেই বিপদ চুকিয়া যাইতে পারিবে। সুতরাং এই পথেই অগ্রসর হওয়া ভাল। তাই এই পথে আসিয়াছিলাম।

কিন্তু শেষে দেখিলাম, অপ্রচলিত পথে আসিয়াই বিপদ হইল, এই পথে না আসিলে, বোধ হয়, এই বিপদ হইত না। অপ্রচলিত

পথে আসিয়াছি বলিয়াই একজন পল্লীবাসী আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এদিকে আসিলে কেন ?" উত্তরে আমি কহিলাম—"আমি রাস্তা ভুল করিয়াছি।" পল্লীবাসী কহিল—"ইতিমধ্যে দফাদার আসিয়া বলিয়া গিয়াছে—সকাল বেলায় কোনও একজন লোক চুপ্‌ করিয়া সীমা অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করিয়াছে।" তৎপর সে ইহাও জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি সেই ?" আমি তাহার মুখের উপর হাসিয়া ফেলিয়া কহিলাম—"তুমি নিতান্ত মূর্খ ! কিছুক্ষণ আগেই কি তুমি দেখিলে না যে, আমি কোথা হইতে কি অবস্থায় আসিতেছিলাম ? লোকটি কহিল "সে ত দেখিলাম, কিন্তু আমি বলি কি, তুমি একবার দফাদারের বাড়ী যাও ; তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাহা হয় করিও।"

আমি পল্লীবাসীদিগের সন্দেহ মোচনার্থে আগ্রহের সহিত কহিলাম—"সে ত উত্তম কথা, চল—আমার সঙ্গে একটি লোক দাও, আমি এখনই দফাদারের বাড়ী যাইতেছি।" তখন তাহাদের মুখপানে তাকাইয়া দেখিলাম, এই কথায়ও তাহাদের মনের সন্দেহ দূর হয় নাই এবং তখনই শুনিতে পাইলাম, লোকটি অন্য একটি যুবককে আমার সহিত দফাদারের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে বলিল। যুবক ইহাতে কোনও আপত্তি করিল না, সুতরাং তৎপর আমরা দফাদারের বাড়ীতে চলিলাম।

প্রায় ১৫ মিনিট পরে আমরা দফাদারের বাড়ীতে পৌঁছিলাম।

পৌছিয়া দেখিলাম, তাহার কাছাবীঘর লোকজনে পরিপূর্ণ। আমি তথায় প্রবেশ করিবামাত্র সকলে একযোগে দাঁড়াইয়া ফকিরবেশী আমাকে যথোচিত সম্ভাষণ করিল, আমিও যথা-সময়ে তাহার যথাযোগ্য প্রতিদান করিলাম। অতঃপর তাহারা আমাকে বসিতে বলিল, আমি উপবেশন করিলাম এবং তৎপর আর সকলেও আসন গ্রহণ করিল। ইহার পর চা প্রস্তুত করিতে হুকুম হইল।

সীমান্তের সেনানায়ক এখানে উপস্থিত ছিলেন। পল্লী হইতে যে যুবক আমার সহিত আসিয়াছিল, সে এই সময় সেনানায়কের নিকট আমার বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। ইতিমধ্যে চা প্রস্তুত হইয়া গেল, সকলেই তখন চা পান করিলাম। তৎপর সেনানায়ক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ফকির, সদর রাস্তায় "কাফের গালা হইয়া না যাইয়া এ পথে আসিলে কেন?"

আমি। আমি পথ ভুলিয়া এ পথে আসিয়াছি।

সেঃ নাঃ। র-দারী আছে?

আমি। না, র-দারীর জন্যই এখানে আসিয়াছি।

সেঃ নাঃ। মেসেদ হইতে আন নাই কেন?

আমি। আমি তথায়ও আফগানদিগের সহিত বাস করিতে-ছিলাম, কিন্তু কেহই আমাকে ফকিরের যে র দারী দরকার হয়, এরূপ কিছুই বলে নাই। সুতরাং মেসেদ হইতে র-দারী লওয়া দরকার বোধ করি নাই।

সেঃ নাঃ। 'হুঁ'—আমি তোমাকে বন্দী করিলাম।

বৃদ্ধ পাঠান নীরব হইল, কিন্তু তাহার সেই ভীষণ চক্ষু তখনও আমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু সে যেমনই বলিয়াছে—"আমি তোমাকে বন্দী করিলাম", আমি অমনি তাহার মুখের উপর হাসিয়া ফেলিলাম। ঘরের ভিতরের সমস্ত লোক অবাক্ হইয়া গেল, সকলেই তখন নিস্তব্ধ। বৃদ্ধ সেনানায়ক তখন আবার তাহার ভীষণ চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া স্থির এবং গম্ভীরস্বরে কহিল, "খোদা সাক্ষী করিয়া বলিতেছি,—আমি তোমাকে বন্দী করিলাম।" আমিও হাসিতে হাসিতে কহিলাম—"ভাল; কিন্তু বন্দী করিয়া এখন আমাকে কি করিবে?" বৃদ্ধ পাঠান গম্ভীরভাবে বলিল—"আমি তোমাকে হেরাটে পাঠাইতেছি। সেখানে তোমার বিচার হইবে, তৎপরে যেদিকে সম্ভব হয়, যাইবে।" আমি তখন মনে মনে বলিলাম—"উত্তম হইয়াছে, এই ত চাই।" আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল সুতরাং ভগবান্‌কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম। আর কেহ কোন কথা বলিল না, হেরাট যাত্রার যোগাড় হইতে লাগিল।

যথাসময়ে আমরা সকলে এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। আমাকে একজন সিপাইর জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমরা সকলে নদীর পাড় ধরিয়া এখান হইতে দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। তটিনী-তটে সুন্দর সুন্দর শস্যশ্যামলা সমৃদ্ধিশালী গ্রাম সমুদয় অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সদর রাস্তায় 'কাফের গালায়' সৈন্যদিগের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম এবং সে রাত্রি সেইখানে যাপন করিলাম।

এখানকার লোকেরা ও পার্শী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। মাঝে মাঝে ইহারা পস্তুভাষাও বলে বটে, কিন্তু সাধারণত পার্শী-ভাষাই বলিয়া থাকে। আমার উপস্থিতিকালে অনেকে আসিয়া যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রয়াস পাইল; কিন্তু আমি তাহাদের আফগান ভদ্রতা এবং অভিবাদনের প্রথা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কাজে কাজেই কোন কথার তেমন বেশী উত্তরও প্রদান করিলাম না। কিন্তু ইহা বুঝিলাম যে, ইহাদের ভিতরেও ভদ্রতা এবং সম্মান সম্বর্দ্ধনা যথেষ্ট আছে। যাহাই হউক, পরদিন সকাল বেলায় আমি রওনা হইবার পূর্ব্বে একজন লোক আসিয়া সেনানায়কের নিকট বসিল। সেনানায়ক নিজে লিখিতে পড়িতে জানে না; সুতরাং তাহাকে দিয়া একখানা চিঠি লিখাইয়া নিজের অঙ্গুরীর ছাপ দিয়া চিঠিখানা পূর্ব্বকথিত সিপাহীর হস্তে প্রদান করিল। তৎপরে সিপাহী সহ আমি হেরাট অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

অনেক পাহাড়ময় পথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় আমরা পুনরায় সেই নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। এইখানে তিন দিক্ হইতে তিনটী রাস্তা আসিয়া এই স্থানেই পূর্ব্বোল্লিখিত নদীর উপর পুলের নিকট মিশিয়াছে। পাঠান-গণ এ স্থানকে তিরপুলী বলিয়া থাকে। নদীর পর পারে সৈন্যদের আড্ডা আছে এবং সুন্দর সমৃদ্ধিশালী একখানা গ্রামও আছে। আমি আশা করিয়াছিলাম—আমরা নদীপার হইয়া গিয়া ঐস্থানে আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিব। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আমাকে

সেই আশায় নিরাশ হইতে হইল। দেখিলাম, সিপাহী নদী পার না হইয়া, নদীর পার ধরিয়াই দক্ষিণ দিক্ বলিয়া চলিতে লাগিল। সুতরাং এই বার আমিও তাহাকে নদীপার হইয়া সদর রাস্তায় না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল—"ঐ রাস্তা অপেক্ষা এই রাস্তায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে হেরাট পৌছান যাইবে। এই নদীই আমরা হেরাটের নিকটে পার হইব।" সুতরাং আমার বিশেষ কোন আপত্তি রহিল না। তখন এদিক ওদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমরা তখন নদীর পার ধরিয়া চলিয়াছি। ডানদিকে অত্যুচ্চ পাহাড় শ্রেণী আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। দেখিলাম—এই পর্ব্বতের একটি শৃঙ্গের উপরে ছোট একখানি ঘর দেখা যাইতেছিল। বোধ হইল, এখান হইতে পাঠান পাহারাওয়ালা, কোনও শত্রু আসিতেছে কি না তাহা নিরীক্ষণ করে এবং পরপারে সেনাপতির নিকট উপযুক্ত সংবাদ প্রদান করিয়া থাকে।

যাহাই হউক, আমরা নদীর তীর ধরিয়াই চলিতে লাগিলাম। আরও প্রায় ৩ মাইল রাস্তা অতিক্রম করা হইল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; সুতরাং সিপাহীকে নিকটে কোন গ্রাম আছে কি না—এবং তথায় রুটী পাওয়া যাইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। সিপাহী প্রশ্নের উত্তরে নিকটে এক পাহাড় দেখাইয়া কহিল—"ঐ পাহাড়ের পশ্চাতে একটি গ্রাম আছে। ঐ স্থানে যাইয়া আমরা আহারাদি করিব।" আমি তাহাই মানিয়া পূর্ব্বমত চলিতে লাগিলাম এবং

আমরা যথাসময়ে পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে সিপাহীর প্রতি আমার আর বিশ্বাস রহিল না। আমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—""তোমার গ্রাম কোথায় ?" সে পুনরায় অন্য এক পাহাড় দেখাইয়া কহিল—"ঐ—অদূরে, ঐ পাহাড়ের পশ্চাতেই গ্রাম আছে, ঐ স্থানে যাইয়াই আমরা আহারাদি করিব"। শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল, আমি আর তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, এবং মনে একটু ভয়ও হইতে লাগিল যে এ কি আমাকে কোনও গুপ্তস্থানে লইয়া যাইতেছে না কি ? আর তথায় লইয়া গিয়া আমার শিরশ্ছেদ করাই কি সেনানায়কের হুকুম নাকি ?" তখন আমার মেসেদে অবস্থানকালে একজন আফ্‌গানের উপদেশ মনে পড়িল, আমি সিপাহীর দিকে একবার তাকাইয়া দেখিলাম। তারপর মনে করিলাম,"সে ও একা, আমিও একা ; তাহার বন্দুক আছে, আমার কৃপাণ আছে ; কিন্তু সে অপ্রস্তুত আর আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যদি দরকার হয়—আমি তাহাকে আগে আক্রমণ করিব। সে আমার আক্রমণ সহ্য করিতে পারিবে না।" এইটি মনে স্থির করিয়া আমি দাড়াইলাম। সিপাহী তখন আমাকে চলিতে হুকুম করিল। আমি তখন ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া কহিলাম—"মিথ্যাবাদি ! আমি আর তোর কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি আর এক পা এখান হইতে অগ্রসর হইব না। তুই এখান হইতে সরিয়া যা, নইলে এখনই সমুচিত প্রতিফল দিব।" সিপাহী অবাক্ হইয়া গেল। আমি তখন একটি চারাগাছের নিচে বসিয়াছি।

সিপাহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বটী আমার নিকট আনিয়া আমাকে অশ্বের উপর আরোহণ করিতে প্রার্থনা করিল ; আমি কহিলাম—'আমি আরোহণ করিতে চাই না, এখন আর এক পা ও চলিব না। তুই যদি স্বীয় মঙ্গল প্রার্থনা করিস্, নিকটে কোন গ্রামে যাইয়া আমার জন্য রুটী লইয়া আয়।" সিপাহী তখন বিনীতভাবে বলিল—"রুটী আমার কাছেও আছে।" আমি কহিলাম—তবে দে। "সিপাহী তখন অশ্বপৃষ্ঠে থলিয়া হইতে রুটী বাহির করিয়া আমাকে দিল, আমি রুটী খাইতে লাগিলাম এবং সে অশ্ব লইয়া নদীর ধারে ঘাস খাওয়াইতে চলিল। আমি আস্তে আস্তে রুটি খানা শেষ করিয়া নদীতে যাইয়া জলপান করিলাম। তৎপরে সিপাহীকে ডাকিয়া তাহার অশ্ব সজ্জিত করিতে বলিলাম এবং ক্ষণকাল পরে আমরা পুনঃ পথ চলিতে লাগিলাম। অতঃপর সিপাহী আমার প্রায় গোলাম হইয়া চলিতে লাগিল।

যথার্থই এক পাহাড় কেন, তৎপর অনেক পাহাড় অতিক্রম করিয়া গেলাম, কিন্তু আর কোন পল্লী দেখা দিল না। সিপাহী যে ইতিপূর্ব্বে মিথ্যা কথা বলিতেছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। যাহাই হউক, আমরা কতক ক্ষণ চলিয়াই নদীর তীরে রাস্তার ধারে একখানা ঘর দেখিতে পাইলাম। তখনও রৌদ্র আছে, সুতরাং আমি যাইয়া ঘরের বারান্দায় উঠিয়া আপন স্কন্ধ হইতে কম্বল নামাইয়া ঘরের বারান্দায় বিছাইয়া শয়ন করিলাম। অশ্বারোহী অগত্যা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বটি বাঁধিয়া রাখিয়া বারেন্দার

অন্য দিকে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমি অতি অল্প সময় মধ্যেই তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম. সিপাহী সাহেব বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা কাল এই স্থানে বিশ্রাম করার পর বেলা প্রায় তিনটার সময় আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, আমি তখন সিপাহীকে জল আনিতে বলিলাম, সে অবিলম্বে ঘরের অপর দিকে দরিদ্র গৃহস্থপত্নীর নিকট হইতে একটি পুরাতন ঘটীতে করিয়া জল লইয়া আসিল, আমি তদ্দ্বারা হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তৎপর কিছু জল পানও করিলাম। ইহার পর সিপাহীও কিছু জলপান করিল। অতঃপর আমরা আবার রাস্তা চলিতে লাগিলাম।

বেলা প্রায় ৫ টার সময় আমরা সিপাহীর প্রদর্শিত পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে সিপাহীর পরিচিত একজন ধনী মালদারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাহাদের উট, গাধা, ভেড়া এবং ছাগল প্রভৃতি থাকে তাহাদিগকে এদেশে মালদার বলিয়া থাকে। মালদারদিগের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাড়ী ঘর-দুয়ার নাই, তাহারা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব সঙ্গে লইয়া সর্ব্বত্রে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে ঘাস দেখে সেখানে আড্ডা করিয়া যতদিন সেস্থানে ঘাস থাকে ততদিন তথায় অবস্থান করে, আর ঘাস ফুরাইয়া গেলেই স্থানান্তরে যথায় সুবিধা তথায় চলিয়া যায়। ইহাদের সঙ্গে ১০০, ১৫০, ২০০ কিম্বা ততোধিক উট, গাধা, ভেড়া ও ছাগল প্রভৃতি থাকে। এই সমুদয় জন্তু যাহার যত বেশী থাকে, সে তত বড়। অতিথি-সৎকার করা ইহাদের একটি

প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। এদেশে পথিকের ইহারা প্রধান ভরসাস্থল। ইহারা প্রায় কখনই অতিথি পথিককে বিমুখ করে না। ইহারা যেখানে যে কয়দিন হয় পুরাতন চটের ঘর করিয়া তন্নিম্নে অবস্থান করিয়া থাকে। দুই তিনটি উদ্দাম কুকুর ইহাদের 'মাল' রক্ষায় নিযুক্ত থাকে।

যাহাই হউক, সিপাহী মালদারের আড্ডা হইতে অগোপনে অনেকটা ঘোল লইয়া আসিল এবং পান করার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল, এবং আমি তাহা পান না করায় অগত্যাপক্ষে নিজেই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। অতঃপর সে মালদারের সহিত একটু গল্পে নিযুক্ত হইল। আমি তখন একটু তাড়া দিয়া শীঘ্র পথ চলিতে প্রস্তুত করিলাম, আমরা আবার পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম

আরও দুই দিন [illegible] করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা একটি প্রকাণ্ড [illegible] পৌঁছিলাম এই পল্লীখানি [illegible] 'অরিয়ন' মহকুমা হইতে [illegible] মাইল দক্ষিণদিকে অবস্থিত। আমরা এখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে গ্রামের মণ্ডলের বাড়ীতে গেলাম। মণ্ডল তখন বাড়ীতে ছিল না, সুতরাং ক্ষণকাল তথায় নিষ্কর্ম্মাবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইল। যাহাই হউক, ক্ষণকাল পরে যখন সে বাড়ীতে আসিল, সিপাহী তখন তাহার নিকট তাহার ভবনে রাত্রি যাপনের অনুমতি চাহিল। কিন্তু মণ্ডল ইহা একবারে অস্বীকার করিল। সিপাহী তখন "সরকারী মাল, থাকিবার স্থান না দিলে চলিবে কিরূপে, সে 'সরকারী মাল'

লইয়া এই রাত্রিকালে ,আর কোথায় যাইবে" ইত্যাদি বলিয়া নানারূপ কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু মণ্ডল কিছুতেই তাহা শুনিল না, এবং অবশেষে বলিল, "সরকারী মাল লয়, কর্ম্মচারীর বাড়ীতে যাও।" সিপাহী অগত্যা তাহাকে সেলাম করিয়া কর্ম্মচারীর গৃহাভিমুখে চলিল। বলা বাহুল্য আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম্।

প্রায় সাত মিনিট পরে আমরা কর্ম্মচারীর বাড়ীতে পহুছিলাম। কর্ম্মচারী বাড়ীতেই ছিল, কিন্তু প্রথমে বড় বেশী কোনও সারাশব্দ করিল না; বাড়ীর ভিতর হইতেই সিপাহীর কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অবশেষে সিপাহীর নিতান্ত অনুরোধে বাহিরে আসিয়া দরজার নিকট বসিল। সিপাহী তখন পূর্ব্ববং তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। কিন্তু এখানেও পূর্ব্বের ন্যায়ই উত্তর পাইল। সিপাহী তবুও অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল সরকারী মাল লইয়া এই এই রাত্রিকালে কোথায় যাইব।" কর্ম্মচারী কহিল "মসজিদে যাও, এ রাত্রি সেখানে কাটাওগে।" সিপাহী অগত্যা তাহাতেই রাজী হইল এবং আমাকে বলিল, "চল ফকির, তবে তাহাই হউক,, আর কি করিব!" আমি তখন মনে মনে ভাবিলাম—ধন্য প্রজাশক্তি! কিন্তু সে শক্তি রাজার কাছে, আমি ফকির, আমার নিকট কি? আচ্ছা দেখা যাক্।" আমি স্থির-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ বাড়ীখানা কাহার?" সিপাহী বিনীত ভাবে কহিল, "ইহার।" আমি তখন কর্ম্মচারীর দিকে

তাকাইয়া কম্পিত স্বরে কহিলাম—"এরে, তোর বাড়ী, এ্যা, একি তোর বাড়ী? তোর এ বাড়ী দিয়ে 'ক দরকার? খোদার বান্দাদিগকে যদি সামান্য একটু আশ্রয় দিতেই তুই না পারিস, তবে খোদা এ সব তোকে কেন দিবেন?" এই সময় আমি আমার কুঠারখানা উর্দ্ধে উত্তোলন করতঃ অভিসম্পাত করণের ভাণ করিয়া বলিলাম "ও খোদা"। এই যেমন বলিয়াছি "ও খোদা" অমনি কর্ম্মচারী আসিয়া আমার সন্মুখে হাটু গাড়িয়া বসিয়া হাত জোর করিয়া বলিতে লাগিল, "ফকির, অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা কর; এ বাড়ী তোমার, এ রাত্রি এখানেই অবস্থান কর, গুনা হইয়াছে, মেহেরবাণী কর" তখন সিপাহীও তাহার সঙ্গে সুর ধরিল, এই বেলা উভয়ে মিলিয়া ফকিরকে তোষামদ করিতে লাগিল; ফকির অগত্যা তাহার কুঠার সম্বরণ করিলেন। অতঃপর সকলে কর্ম্মচারীর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করা হইল। অচিরে পদপ্রক্ষালন ও 'অজু' করার নিমিত্ত জল আনিয়া দিল, আমরা হাতমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

ইহার কিছুকাল পরেই ইহাদের নমাজ পড়ার সময় হইল, ইহারা তখন অবশিষ্ট জল দ্বারা অজু করিয়া নমাজ পড়িতে লাগিল; আমি নিরুদ্বেগচিত্তে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। নমাজান্তে গৃহকর্ত্তা কর্ম্মচারী আসিয়া আমাকে নমাজ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি আমার পক্ষে নমাজ পড়াটা যে দরকার নয়, ইহা তাহাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে চাহিল না এবং ছেলেপেলে দুই চারজন লইয়া

গুলজার হইয়া বসিয়া আমার সহিত তর্ক করার যোগাড় করিল। আমি অগত্যা ক্লান্ত শরীরেও তাহাদের সহিত তর্ক করিতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু ফকিরের সঙ্গে তর্ক করিয়া পারিয়া উঠে কাহার সাধ্য!

ইতিমধ্যে আহার্য্য আনীত হইল। আফগানেরা দধিপাত্র মাঝখানে রাখিয়া সকলে চারিদিকে বসিয়া মোটা মোটা রুটীগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ছোট ছোট টুক্‌রা করতঃ এই দধিপাত্রে নিক্ষেপ করিল এবং অবশেষে রুটী দধিতে মাখিয়া লইয়া চারিদিক হইতে খাওয়া আরম্ভ করিল। ব্যাপারটা আমার চক্ষে নিতান্তই ভীষণ! কিন্তু তাহাদের পক্ষে এই প্রথাটী অতি সাধারণ। এই প্রথার একটি মাত্র গুণ এই—সকলেই কিছু কিছু পাইবে এবং ইতিমধ্যে কোনো মুছাফের আসিলে তাহারও উহা হইতেই চলিয়া যাইতে পারিবে। দরিদ্র দেশের পক্ষে প্রথাটি একটু বিবেচনারই ফল বটে। যাহাই হউক, আহারান্তে আবার সকলে তর্কার্থে গুলজার হইয়া বসিতে চেষ্টা পাইল কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। সকলেরই একটা ভিতরের টান আছে, এবং সেই টান সব টানের উপরে। যাহাই হউক, ক্ষণকাল বিশ্রামের পরই যে যাহার কক্ষাভিমুখে চলিল, আমি হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া শয্যাবক্ষে আশ্রয় লইলাম ও বোধ হয় অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে ৭ টার পূর্ব্বে ঘুম ভাঙ্গিল না, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে পরই আমরা অরিয়ন অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। এখান

হইতে অরিয়ন প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা প্রাতঃসূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত শস্যশ্যামলা সুন্দর মাঠ সকল অতিক্রম করিয়া মনোহর সমৃদ্ধিশালী পল্লীসমূহ পশ্চাতে রাখিয়া অবিরাম চলিতে লাগিলাম এবং বেলা প্রায় ৯টার সময় অরিয়ন সহরের প্রান্তে পদার্পণ করিলাম। সহরে পৌছার পরও প্রায় একঘণ্টা কাল চলিয়া আমরা রুশলাদারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

অরিয়ন একটি অতি উত্তম সমৃদ্ধিশালী মহকুমা। ইহাতে অনেক লোকের বাস। জনসাধারণের অবস্থা বেশ ভালই। সহরে মেওয়া বাগান পরিবেষ্টিত অনেক বাড়ী দেখিতে পাইলাম। এই সকল বাড়ীগুলি, বলা বাহুল্য, প্রায় কোন অংশেই আমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ারের মত নয়। বাগান-পরিশোভিত বাড়ীগুলি সাধারণতঃ মাটীর প্রাচীরে ঘেড়া। প্রাচীরের মধ্যাস্থিত ঘরগুলি কাঁচা ইট নির্ম্মিত, সাদা কথায় শুধু কাঁচা মাটীর ঘর বলিলেও ক্রুটী হয় না। ঘরের ছাঁদটি গম্বুজাকৃতি, বৃষ্টির জল সহজেই গড়াইতে পারে। ঘরে জানালা টানালা বড় বেশী একটা কিছু নাই; তাহারা এ সমস্তের ধার ধারে না। ইহা অবশ্য সাধারণ লোকের পক্ষে। যাহারা সাধারণের উপরে, বলা বাহুল্য, তাহাদের ব্যবস্থা কিম্বা অবস্থা অন্যরূপ।

যাহাই হউক, আমরা রুসলাদারের বাড়ীতে পৌছিয়া শুনিতে পাইলাম, সে সীমান্তপ্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, কোন দিন প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তাহার কিছু ঠিক নাই। দুই চারি দশ দিনও

হইতে পারে, দুই চার সপ্তাহও হইতে পারে। মোট কথা তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট।

শুনিয়া মনটি বড়ই খারাপ হইল, বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম; ভাবিলাম—হায়, কতদিন এই বন্দীরূপে কালযাপন করিব, আর কোন উপায় নাই কি! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল, বসিয়া থাকিতে থাকিতেই ক্লান্তকলেবর অচিরে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, আমি ক্ষণকালের জন্য সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম। কিছুকাল পরে সিপাহী আসিয়া আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দিল, সকলেই আহারে ব্যস্ত হইল। আহারান্তে দুই চারিজনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল, আমার মন পলাইবার পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনেকরূপ পথ দেখিলাম, কিন্তু একটিকেও আফগানের চক্ষে ধূলা দেওয়ার উপযোগী বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না; অগত্যা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। হা হতোস্মি করিয়া সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিল, কিন্তু তাহাতে আমার কি, বন্দীর পক্ষে রাত্রি আর দিন কি? তার পক্ষে দুইই সমান। আর কোন ফলও নাই। শান্তি কিম্বা স্বস্তি পাইবার আর কোন উপায় নাই, কেবল সর্ব্বচিন্তাবিনাশিনী নিদ্রাদেবীই একমাত্র অবলম্বন; সুতরাং তাঁহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং বোধ হয় অতি অল্প সময়েই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকাল বেলাটাও সেইভাবে কাটিয়া গেল। কোনই উপায় ভাবিতে পারিলাম না। আর মাঝে মাঝেই যখন শুনিতাম

যে রসলাদারের বিশ পচিশদিন কিম্বা মাসেক দেরী হইবে, তখন আমার আরো একটা বিষম বোধ হইত। কিন্তু কি করিব, নিরুপায়। যাহাই হউক, সকালবেলাটা এইরূপেই কাটিয়া গেল, বেলা প্রায় এগারটার সময় রসলাদারের বাড়ীর সম্মুখে একখানি ছোট দোকানে যাইয়া বসিলাম। সেখানে তখন দুই চারিজন আফ্‌গান ভদ্রলোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল। তাহাদের কথোপকথন শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম সম্প্রতি অরিয়নে হাকিম আসিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, আমার সঙ্গের সিপাহীর বাড়ী হেরাতে। সুতরাং সিপাহীকে তখন বলিলাম "চল, হাকিমের নিকট যাওয়া যাক্, হাকিম হয়ত আমাকে হেরাতে পাঠাইবেন এবং তাহা হইলে খুব সম্ভব তোমাকেই আমার সঙ্গে হেরাত পর্য্যন্ত পাঠাইবেন। যদি তাহা হয়, তবে তুমি এই সুযোগে তোমার স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত পরিজনকে দেখিয়া আসিতে পারিবে।" আমার উদ্দেশ্য সফল হইল, সিপাহী আমার প্রস্তাবে রাজী হইল; সুতরাং আমরা অনতিবিলম্বে হাকিমের নিকট চলিলাম এবং প্রায় আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা হাকিমের আদালতে উপস্থিত হইলাম। হাকিম প্রাচীর এবং পারখা পরিবেষ্টিত ছোট একটী দুর্গের মধ্যে অবস্থান করেন। আমরা ইহার পশ্চিমদিগের দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

হাকিম তখন এখানে উপস্থিত ছিলেন না, সেদিন শুক্রবার, জুম্মায় নমাজ পড়িতে গিয়াছিলেন; কিন্তু অল্প সময় মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেখিলাম, বহুলোক সমভিব্যাহারে তিনি আসিয়া

ভিতরে প্রবেশ করিলেন'; তিনজন লোক ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইল। হাকিমটি দেখিতে বেশ মন্দ নয়, খুব মোটসোটা এবং বেশ নাদুস-নুদুস চেহারাখানি। যাহাই হউক, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কাতুর কুতুর করিতে করিতে তিনি তাহার দরবারখানায় চলিলেন, আমরা আস্তে আস্তে তাহার পেছুনে পেছুনে চলিলাম। আমরা প্রথমে পশ্চিমের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দিকে হাটিয়া তৎপর আর একটি দরজা পার হইয়া ক্ষণকাল পূর্ব্বদিকে হাটিলাম এবং তারপর পূর্ব্বদিকে একটি দরজা পার হইয়া দক্ষিণদিকে হাটিয়া আদালত ঘরে প্রবেশ করিলাম।

আদালত ঘরটি দ্বিতল। ঘরখানি উত্তরদ্বারি তবে দক্ষিণদিকেও ইহার দরজা আছে। হাকিম সাহেব কাতুর কুতুর করিতে করিতে যাইয়া উপরে উঠিয়া একটি ফরাসপাতা ঘরে প্রবেশ করিয়া ইহার দক্ষিণদিকে দরজার নিকট একটি গদিপাতা বিছানায় তাকিয়া ঠাসিয়া বসিলেন। তাহার দুইদিকে মোসাহেবগণ আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিল, আমি অদূরে যুক্তকরে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম; সিপাহী আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। হাকিম সাহেব তাঁহার গদিতে বসিয়া আমার দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিতে আমাকে বসিতে বসিলেন, আমি সেলাম করিয়া হাটুগাড়িয়া বসিলাম। আমার বামস্কন্ধের কম্বলখানা কাঁধেই রহিল, কেবল কমণ্ডলু এবং কুঠারখানি তাহাদের উপযুক্ত স্থানে নামাইয়া রাখিলাম। অতঃপর আমি হাতজোড় করতঃ

তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, হাকিম তখন জিজ্ঞাসা করিলেন• "ফকির, কোথা হইতে আসিলে ?"

আমি—মেসেদ হইতে।

হাকিম—তোমার নাম কি ?

আমি—ফকির দোস্ত মহম্মদ।

হাকিম—বাড়ী কোথায় ?

আমি—বান্দা ফকির, বাড়ী ঘর দুয়ার কি করিয়া থাকিবে, হুজুর ?

হাকিম কেন ?

আমি—হিন্দুস্থানে ফকিরদের প্রায়ই ঘর দুয়ার থাকে না, তাহারা বাস্তবিকই ফকির। আমারও সে সব কিছু নাই, তবে কয়েকদিনের ঠিকানা বঙ্গদেশ।

হাকিম -কোথায় গিয়েছিলে ?

আমি—তীর্থদর্শন করিতে, সম্প্রতি মেসেদের ইমামরেজা দর্শন করিয়া আসিতেছি।

হাকিম—তা চিনিনোয়ালায়, যে স্থানে আমাকে বন্দী করিয়াছে গেলে কেন ?

আমি—আমি রাস্তা ভুলিয়া ওদিকে গিয়াছিলাম।" আমি এই কথা বলিতেই একজন মোসাহেব বলিয়া উঠিল 'হুজুর মিথ্যাকথা বলিতেছে !" যেমন সে এই কথা বলিয়াছে, আমি অমনি "কাফের, ফকির মিথ্যা কথা বলিতেছে ?" বলিয়া কুঠারহস্তে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া

জ্বলিয়া উঠিলাম। ব্যাপার দেখিয়া সকলে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল, ক্ষণকালের জন্ত আদালত একেবারে নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে কোন কথাটি নাই! হাকিম অবশেষে নিজকে গুছাইয়া লইয়া পূর্ব্বকার প্রশ্নাদি একবারে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, ফকির, তুমি এখন কোথায় যাইতে অভিলাষ কর?"

আমি- হুজুরের হুকুম হয়তো আমি হেরাতে 'আবদুল্লা আনছারি' সন্দর্শন করিয়া কাবুলের নিকট আর একটা মহাতীর্থ দর্শনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।"

এই প্রার্থনা শুনিবামাত্র হাকিম কেরাণীকে ডাকিয়া কহিলেন "মির্জা, হেরাতে নায়েবের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া দাও।" মির্জা হুকুম শিরোধার্য্য করিয়া চিঠি লিখিতে চলিল। হাকিম তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফকির, কি আহার করিয়াছ?" তদুত্তরে আমি কহিলাম "হুজুর দুপুরবেলায় কিছু রুটী খাইয়াছি।" তখনি হুকুম হইল "ফকিরের খাবার যোগাড় করিয়া দেও।" হাকিম আবার আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন 'ফকির, তোমাকে হেরাতে পাঠাইতেছি। মির্জা চিঠি লিখিতেছে, চিঠি-লিখা শেষ হইলেই তোমরা রওনা হইবে! তুমি যাও, এখন কিছু আহার করিয়া লও।" এদিকে আবার সিপাহীকে আদেশ করিলেন, "আর অন্ত লোকে কি দরকার, তুমিই ফকিরকে লইয়া হেরাতে যাও।" আমরা অতঃপর কক্ষান্তরে গমন করিলাম এবং দেখিলাম তথায় আমাদের জন্ত আহার্য্য প্রস্তুত আছে! সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার সৎকার করা হইল।

তখনও নির্জার চিঠিলেখা শেষ হয় নাই। প্রথমে কলম দুরস্ত করিতেই প্রায় পনর মিনিট অতিবাহিত হইল, তৎপর নায়েবের নিকট যে চিঠি যাইবে তাহার কাগজভাঙ্গা লইয়া তিনি বিষম বিপদেই পড়িয়া গেলেন। আমি অগত্যা তাহাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম, তিনি হাঁ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। যাহাই হউক, এ ত হইয়া গেল, কিন্তু নায়েবের নিকট কি এবারত লিখিতে হইবে তাহা আর তিনি কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলেন না, এ ব্যাপারে আমিও তাহাকে বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারিলাম না, তিনি একেবারে নিরুপায় হইয়া বসিয়া গেলেন। কিন্তু নিরুপায়ের উপায় ভগবান! তিনি উপায় করিলেন, ইতিমধ্যে আর একজন মির্জা আসিয়া তথায় হাজির হইল, আমাদের মির্জা তাহার হাতে চিঠির কাগজখানা সমর্পণ করিয়া ব্যাপারখানা তাহাকে বলিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। অবশেষে চিঠিখানা লিখিত হইয়া হাকিমের নিকট পঁহুছিল, তিনি চিঠিখানা পাঠ করিয়া অঙ্গুরীর ছাপ দিয়া আমার সিপাহীর হস্তে প্রদান করিলেন, আমরা তাহাকে সেলাম করিয়া তখনই হেরাত অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সেই দিন সমস্ত রাত্রিই পথ চলিলাম, এবং পরদিন সমস্তদিন পথ চলিয়া সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে হেরাতের সম্মুখ দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত সেই পূর্ব্বকথিত খরস্রোতা নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। অল্প সময় পরই নদী পার হইতে অনেক লোক আসিয়া জমা হইল এবং ক্ষণকাল পরই সকলে এক সঙ্গে নদী পার হইতে

লাগিলাম। কিন্তু, উঃ, কি ভয়ানক! ভয়ঙ্কর স্রোত! তাহাতে আবার নদীগর্ভ বালুকাময় নয়, ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডে পরিপূরিত! একমুহুর্ত্তও দাঁড়ান মুস্কিল, একবারে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। এমন খরস্রোতা নদী আমি আর কখনও দেখি নাই। যাহাই হউক, অতিকষ্টে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া পুরা আধঘণ্টা সময়ে অতটুকু নদী পার হইয়া অবশেষে পরপারে উঠিলাম এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া তৎপর সিপাহীর গৃহাভিমুখে চলিলাম। সে রাত্রি তথায়ই কাটাইলাম এবং তৎপর দিন দরবারের দিকে চলিলাম।

প্রথমে আমরা এক ফৌজদারের নিকটে গেলাম। তথা হইতে তাহার আদেশক্রমে সিপাহী আমাকে হেরাতের দুর্গাভিমুখে লইয়া চলিল। পথে সৈন্যদিগকে ড্রিল শিখাইবার স্থান দেখিলাম, সিপাহী বোধহয় পূর্ব্বোল্লিখিত ফৌজদারের সহিত এখানে মিলিতে আশা করিয়াছিল, তাই সে ভিতরে যাইয়া একবার তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া আসিল। যাহাই হউক, অতঃপর আমরা সোজাসুজি দুর্গাভিমুখে চলিলাম।

হেরাতের দুর্গ

এই দুর্গটি একটি অতি বড় এবং খুব বেশী মজবুত দুর্গ। এ পর্য্যন্ত কেহ সহজে এ দুর্গ ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুপ্রশস্থ পরিখায় ইহার চারিদিক পরিবেষ্টিত এবং তৎপরেই অত্যুচ্চ ও অভেদ্য প্রাচীর। আমরা এ সমুদয় পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দুই দল সৈন্য স্বশস্ত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বকথিত ফৌজদার অশ্বপৃষ্ঠে তাহাদের সম্মুখে পায়চারি করিতেছে। আমরা তাহার নিকট উপস্থিত হইলে পরই তিনি সৈন্যদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, তাহারা তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদন করিল; আমরা ফৌজদারের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করি [illegible] হইয়া আমরা আর একটি প্রকাণ্ড দর [illegible] ঘোর অন্ধকারময় দালানপথ [illegible] আসিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি দরজা [illegible] একটি আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলাম। আঙ্গিনাটি পার হইয়া একটি সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আর একটি দরজা অতিক্রম করিয়া একটি সুরম্য সুন্দর কক্ষে উপস্থিত হইলাম। এখানে পঁহুছিয়া দেখিলাম সম্মুখে অনেক লোকের সমাবেশ হইয়াছে। আমরা তথায় পঁহুছিতেই সকলে অগ্রগামী ফৌজদারকে রাস্তা ছাড়িয়া দিল, আমরাও অবাধে ফৌজদারের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। একটু অগ্রসর হইয়াই জনতার মধ্যেও বেশ রাস্তা পাইলাম। দুই পাশের লোক সমুদয় আমাদের দিকে

তাকাইয়া রহিল, আমরা ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি তখন সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম অদূরে এজলাসের উপরে সুন্দর ভেলভেটের চাদরে পরিবেষ্টিত বিছানায় একজন কৃষকায় কিন্তু অতি সুন্দর পুরুষ একটি অতিশয় মূল্যবান্ বস্ত্রাচ্ছাদিত তাকিয়ায় হেলান হইয়া বসিয়া আছেন এবং তাঁহার পেছনে এবং পাশে অন্যান্য লোকেরা যে যাহার কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে, আবার কেহবা শুধু তাঁহার মুখপানেই তাকাইয়া রহিয়াছে। যাহাই হউক, ইঁহাকে দেখিয়াই বুঝি[illegible] ইঁনিই এ দুর্গের কর্তা, ইঁনিই [illegible] ক্ষণকাল মধ্যেই [illegible] জানালে [illegible] তাঁহাকে [illegible] পেছন দিক হইতে [illegible] জেনারেলের সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান [illegible]লাম। ফৌজদার তখন আমার বিষয়টি তাঁহার নিকট সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন, জেনারেল নিজেই তখন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং আমিও পূর্ব্ববৎ উত্তরপ্রদান করিতে লাগিলাম। এখানে কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে এ রকম লোক ছিল না, সুতরাং 'জিজ্ঞাসা করা ব্যাপারটা' অতি সহজেই শেষ হইয়া গেল। এদিকে দুইদিক হইতে দুইজন লোক আমার আলখেল্লার দুইদিকের দুটি পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়া পকেটে কোনও কাগজপত্র আছে কি না দেখিল। কিন্তু যখন দেখিল সেরূপ

কিছুই বাহির হইল না, তখন জেনারেল কহিলেন,—"আঃ, যেতে দাও এ কি করিতে পারিবে?" আমি তখন মনে মনে ভগবান্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া সেলাম করিতে করিতে বিদায় হইলাম। সিপাহীও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ডাকিয়া পুনরায় যেন কি বলিয়া দিল, আমার মনে আবার সন্দেহের উদয় হইল।

ক্ষণকাল পরে সিপাহী ফিরিয়া আসিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবার কি বলিল?" সে উত্তর করিল, "তোমার নামে চিঠি রহিয়াছে বলিয়া নায়েবের নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন, চল নায়েবের নিকট যাইব।" আমি এইবার প্রমাদ গণিলাম, ভাবিলাম মুক্তির আশা কথা বৃথা, কেননা, এই ডিপার্টমেন্টের লোক সাধারণতঃ ক্রূর প্রকৃতির, ইহার মাথায় নেহাত পক্ষে দুই চার দশটা টিকি রাখিয়া থাকেই, সুতরাং যদিও ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের হাতে মুক্তি পাইলাম, কিন্তু নায়েবের হাত হইতে মুক্তির আশা করিতে পারি না, সে কেবল দুরাশামাত্র। তবে না গেলে নয়, তাই সিপাহীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

আমরা কেল্লা হইতে বাহির হইয়া পাঁচ মিনিট সময় রাস্তা চলিবার পর নায়েবের দরবারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দরবার-আঙ্গিনাখানি লোকে ভরা। ইহার কেহবা তামাক খাইতেছে কেহবা উৎকণ্ঠিতাবস্থায় বিচারার্থে ডাকের প্রতীক্ষা করিতেছে। আবার কেহ কেহবা আঙ্গিনায় বসিয়া আপনাদের হিসাবের গোল মিটাইতেছে। কাহারও কাটা ছাটা দাবী, আবার

কেহবা ঠিক যেন আস্ত জানোয়ারই। দেখিলাম এই আফগানদের মধ্যেও তাহাদের মত তাহাদের সভ্যতাভদ্রতা বেশ আছে। তবে কথা এই—ইহা তাহাদের নিজের, আমদানী মাল নয়।"

যাহাই হউক, ইতিমধ্যে সিপাহী আঙ্গিনার দক্ষিণদিকে দরবার ঘরে নায়েব দরবারে আছেন কিনা দেখিতে গেল; কিন্তু কিছুকাল পর ফিরিয়া আসিয়া কহিল "নায়েব দরবারে বসেন নাই, কিন্তু, চল, মির্জার (প্রাইভেট সেক্রেটারীর) সঙ্গে দেখা করিয়া যাই।" আমি "চল" বলিয়া তাহার সঙ্গে চলিলাম এবং অগোণে মির্জার নিকট উপস্থিত হইলাম। অতঃপর সিপাহী নায়েবের নামের চিঠিখানা তাঁহার নিকট দিয়া অতি সংক্ষেপে আমার বিষয়টি তাঁহাকে বলিল; মির্জা তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "ফকির, কোথা হইতে আসিয়াছ ?"

আমি—মেসেদ হইতে।

মির্জ্জা—মেসেদ কেন গিয়েছিলে, তোমায় দেশ কোথায়, তুমি কোন দেশী ফকির ?

আমি—আমি হিন্দুস্থানী, মেসেদে জিয়ারত করিতে গিয়াছিলাম।

মির্জ্জা—এখন কোথায় যাইবে ?

আমি তখন কাবুলের নিকট আফগানদের আর একটি তীর্থ স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া কহিলাম "আমি ঐ তীর্থ হইয়া কাবুল দেখিয়া পেসোয়ার হইয়া হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" আমি কাবুলের নাম করিবামাত্র 'কাবুল কথাটা মির্জ্জা সাহেব নোট করিয়া

লইল। এমন সময় একজন ফৌজদার কহিল, "কাবুল না হইয়া কান্দাহার হইয়া যাও না কেন?" আমি কহিলাম, "কান্দাহারের পথ অতিশয় ঘুরা, সুতরাং সে রাস্তায় যাইতে চাই না।" ইহার পর আর কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, কেবল মির্জা সিপাহীকে হুকুম করিলেন, ইহাকে ঐ ঘরে লইয়া যাও—সেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে দেও, পরে যাহা হয় করা যাইবে।" সিপাহী তাহাই করিল, আমি সিপাহীর সঙ্গে চলিলাম।

অনতিবিলম্বে সিপাহী আমাকে লইয়া একটি ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিল, "ফকির এই ঘরে বস"। আমি তাহাই করিলাম, এদিকে সে এখানে উপস্থিত সিপাহীদিগকে কি বলিয়া দিয়া বিদায় হইল। অন্যদিকে আমি ঘরে প্রবেশ করিতেই ঘরের অন্যান্য লোকেরা "ফকির কেন বন্দিখানায়, ফকির কেন বন্দিখানায়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা আমাদের কথায় কিছু মনে করিল না। ইহার পর প্রশ্নকারীরা আমার নিকটও সেই প্রশ্ন করিল। আমি কহিলাম "কেবল মাত্র ক্ষণকালের জন্য এখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, শীঘ্রই চলিয়া যাইব"। আমার এই উত্তরে তাহারা একটু মুচকি হাসিল, আর কিছু কহিল না, আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

এইরূপে অপেক্ষা করিতে করিতে বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল, কিন্তু আর কোনও খোঁজ খবর নাই। এদিকে পাহারাওয়ালারা আসিয়া রুটীর পয়সা চাহিল, কিন্তু আমি মনে করিলাম, বিচারান্তে বিদায় হইয়া বাহিরে যাইয়া নিজ হাতে কিনিয়া খাইব।

সুতরাং বলিলাম "আমি বাহিরে যাইয়া নিজেই কিনিয়া খাইব।" তাহারা আমার কথায় একটু হাসিয়া কহিল, তুমি বন্দী, বাহিরে যাইতে পারিবে না ; পয়সা দেও, রুটী আনিয়া দিব।" আমি সে কথায় বিশ্বাস করিলাম না, সুতরাং রুটীর পয়সাও দিলাম না। এদিকে তাহারা একে একে পাঞ্জাবী, পেশোয়ারী এবং আফগান যে কেহ সামান্য একটুও হিন্দুস্থানী বলিতে পারে, এমন কি যে কেহ কোন এক সময় হিন্দুস্থানে গিয়াছিল মাত্র, এমন সব লোকও আনিয়া "আমি কে" ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যেক আধ ঘণ্টায় একজন করিয়া লোক আসিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দিক করিতে লাগিল, আমি বিরক্ত হইয়া গেলাম। কিন্তু পাহারাওয়ালারা দেখিলাম অতি ভদ্র, আমি যখনই বিরক্ত হইয়া রাগিয়া উঠিতাম, তখনই তাহারা বলিত, ফকির, রাগ করিও না, শান্ত হও, আরাম কর- বস, গাও, স্ফূর্ত্তি কর। যে পর্য্যন্ত বিচার শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত যখন এখানে থাকিতে হইবে তখন রাগিয়া করিবে কি ? সুতরাং রাগিও না।" কিন্তু এদিকে আবার দেখিতাম তাহাদিগের কাজ করিতে তাহারা একটুও ভুলিয়া যাইত না।

যাহাই হউক, এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বেলা তিন টার সময় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, পাহারাওয়ালাদের কথাই ঠিক, মির্জ্জা আমাকে কয়েদ করিয়াছে। সুতরাং তখন একজন পাহারাওয়ালাকে আমি রুটীর পয়সা দিলাম, সে অগৌণে রুটী আনিয়া দিল, আমি তখন রুটী খাইলাম। তৎপর আরও ২।৪

জন লোক আসিয়া আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমি যতক্ষণ সম্ভব ঠাণ্ডা হইয়া উত্তর দিতে লাগিলাম, এবং যখনই বিরক্ত হইয়া রাগিয়া যাইতে লাগিলাম, তখনই আমাদের হাওয়ালদার কর্ত্তৃক ঐরূপ মিষ্টি ভাষার উপদেশ শুনিতে লাগিলাম। এইরূপে দিনটি কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে অগ্র-পশ্চাতে দুইজন সশস্ত্র সিপাহী আমাদের ঘরের ১৬ জন কয়েদীকে হাত মুখ ধোয়াইতে বাহিরে লইয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমিও তাহাদের সঙ্গে গেলাম। আমরা সম্মুখের আঙ্গিনা পার হইয়া পশ্চিমদিকে একটি দালানের ছাদে উঠিলাম। তথায় কয়েদীদিগের যাহার দরকার হইল সে পায়খানায় গেল এবং কাল ক্ষেতের ইট দ্বারা তথায় শৌচকর্ম্ম সমাধা করিয়া অন্য সকলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। যখন সকলের এই ব্যাপার শেষ হইয়া গেল, তখন অগ্র-পশ্চাতে সশস্ত্র সিপাহী সহ আমরা নিম্নে আসিলাম এবং আঙ্গিনা পার হইয়া আমাদের ঘরের সম্মুখে অনতি দূরে অতি অপ্রশস্ত এক নালিতে যে জল থাকিত তাহাতে হাত মুখ ধুইয়া অজু করা হইল এবং অনেকে ইহাতে তাড়াতাড়ি একবার শৌচ কর্ম্ম করিয়া লইল। যাহাই হউক, যখন সকলে হাত মুখ ধুইয়া অজু করিয়া ঘরে আসিল, তখন তাহারা নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিল। এই নমাজ পড়ায় পাহারাওয়ালা, হাওয়ালদার ইত্যাদি সকলেই যোগদান করিল, এবং কেবল মাত্র আমি নমাজ পড়িতে না যাওয়ায় তাহারা একটু বিস্মিত হইল, তবে নমাজ অবশ্য বন্ধ হইল না; কিন্তু নমাজান্তে কয়েদীদিগের মধ্য হইতে একজন

সম্ভ্রান্ত মোল্লা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফকির, নমাজ না করার কারণ কি ?"

আমি—নমাজ করাটা আমার পক্ষে তেমন দরকারী নয়।

মোল্লা—কেন ?

আমি—নমাজ করাটা আমার পক্ষে তেমন দরকারী বলিয়া বোধ করি না।

মোল্লা—তা'র মানে ?

আমি—ফুলেই ফল হয় এবং ফল হইলেই ফুল আপনা হইতেই ঝড়িয়া ভূতলে পতিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

আমার এইরূপ উত্তর শুনিয়া মোল্লা ক্ষণকালের জন্য হা করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, এবং তৎপর কি বলিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এমন সময় তাহাদের আহারের ডাক পড়িল, সুতরাং সকলে রুটী খাইতে বসিল। এদিকে আমিও স্বতন্ত্র ভাবে রুটী আনাইয়া তদ্দ্বারা সান্ধ্য-ভোজন সমাধা করিলাম এবং ক্ষণকাল বিশ্রামের পর কম্বলখানা সম্বল করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে সয্যাত্যাগের পর আবার সকলে মিলিয়া সিপাহী সমভিব্যাহারে আঙ্গিনার ওপারে ছাদে যাওয়া হইল এবং প্রাতঃক্রিয়াদি শেষ করিয়া পূর্ব্ব কথিত প্রকারে হাত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া তৎপর সকলে মিলিয়া নমাজ পড়া হইল।

আমি কখনও নমাজ শিখি নাই; কেন না, মেসেদে সেই পাঞ্জাবী ভদ্র লোকটি বলিয়াছিলেন "দরবেশের নমাজ করা দরকার হয় না।" কিন্তু আফ্গানিস্থানে দেখিলাম দরবেশেরও নমাজ পড়া

দরকার। শুধু তাই নয়, আফগানিস্থানে যে যে কোনো ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, তাহাকে সেই ধর্ম্মের দৈনিক ক্রিয়া-কলাপাদি যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি মুসলমান বেশধারী ফকির, পার্শিয়ার হিসাবে আমার আর কিছু করা দরকার না; কিন্তু আফ্‌গানিস্থানের হিসাবে আমার মুসলমানের যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা করা দরকার। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের কিছুই আমি জানি না। ইতি মধ্যে একজন পাহারাওয়ালা আমাকে কহিল "তুমি খোদার বান্দা, খোদার নামে তোমার কিছু করা দরকার। তাহা না হইলে তুমি সকলের খারাপ দৃষ্টিতে পড়িবে, তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট যাইবে। অতএব তুমি খোদার নামে যাহা কিছু জান, তাহা তোমার করা উচিত।" আমি পাহারাওয়ালার এই উপদেশে তখন হইতে অন্য কয়েদিরা যখন নমাজ পড়িত, আমি সেই সময় প্রাণায়াম করিতাম।

দ্বিতীয় দিন আমাদের বৃদ্ধ মোল্লা আসিয়া আমার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয় তর্ক আরম্ভ করিয়া একরূপ হারিয়া গেলেন, এবং হার স্বীকার করিয়া শেষে কহিলেন "সোমা খাইলে খোব মোল্লা হাস্তি, তুমি একজন বেশ ভাল মোল্লা।' কিন্তু তুমি কি মুসলমান? "সে তখন আমাকে মুসলমানদের কাল্‌মা পড়িতে বলিল। আমি বলিলাম, "তাহা পারিব না।" কেন না, ভয় হইল, যদি শুদ্ধরূপে বলিতে না পারি তবে মুস্কিল! তাহার পর সে বলিল "আমি বলিতেছি, তুমি কাল্‌মা লিখ।" আমি মনে মনে ভাবিলাম, "এ অবশ্য পারিব।" সুতরাং বলিলাম "আচ্ছা।" সে তখন কাল্‌মা বলিতে লাগিল, আমি

বাঙ্গালা ভাষায় তাহা লিখিতে লাগিলাম। লিখা হইলে সে আমাকে তাহা পড়িতে বলিল, আমি তখন অবাধে তাহা পাঠ করিলাম, এবং সে তখন সকলকে বলিতে লাগিল "এ মুসলমান, তাহাতে কোনও ভুল নাই।" আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম "ঠিক সিদ্ধান্ত করিয়াছ!"

যাহাই হউক, এইরূপে দ্বিতীয় দিনও কাটিয়া গেল, তৃতীয় দিন সকাল বেলায় যখন আর একদল কয়েদী প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যাইতেছিল, তখন তাহাদের মধ্যে দুইজন শ্বেতাঙ্গকে দেখিতে পাইলাম। কিছুকাল পর একজন পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, উহারা দুইজনই রুশীয়ান। একজন আজ চার বৎসর এবং অপর জন আজ প্রায় আট বৎসর যাবৎ এইরূপ ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের অপরাধও ঠিক আমার মতই। এই বার্ত্তা শ্রবণে আমি যারপর নাই ভীত হইলাম, ভাবিলাম—এই স্থানে আমার এমন কে আছে যে আমার জন্য একটি রিপোর্টও করিতে পারে? আমি যদি আজীবন এই খানে আবদ্ধ থাকি, আমার এমন কে আছে যে, আমাকে মুক্ত করা দূরের কথা, একবার আমার খোঁজও করিতে পারে? তখন কায়মনোবাক্যে আমি ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলাম এবং বলিলাম "হে ভগবান, এ অধীনকে মুক্তি দাও।"

এখানে কয়েদী এবং পাহারাওয়ালাদের মধ্যে একটি বিচিত্র ভাবের অভিনয় দেখিলাম। এখানে পরস্পরে বাঘে ছাগলের সম্বন্ধ নয়, কিম্বা মাছ আর দায়ের সম্বন্ধও নয়, এখানে তাহারা ভাই

ভাই। একত্রে গল্প-গুজব, আহার এবং গান বাজনাদি করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া পাহারাওয়ালাগণ তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া যায় না। গল্প-গুজব হইতেছে, ইতি মধ্যে একজন যদি ঘরের বাহির হইয়া একটু থুথু ফেলিতে যায়, অমনি তখনই একজন সশস্ত্র পাহারাওয়ালা তাহার সঙ্গে যাইতেছে। বন্দীদের সঙ্গে এমন সুন্দর ভাব অথচ কর্ত্তব্যে বিন্দু মাত্রও অবহেলা নাই, এমন চমৎকার দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই।

যাহাই হউক, তৃতীয় দিন সন্ধ্যা বেলায় আহারাদির পর সকলে বসিয়া গল্প গুজব হইতে লাগিল; তৎপর মোল্লা সাহেব কতক্ষণ কোরাণ পাঠ করিলেন, তাহার পর হাওয়ালদার আমাকে ফকিরি গান গাইতে বলিল, আমিতো মহামুস্কিলে পড়িয়া গেলাম। আমি কি ফকির নাকি, ফকিরি গানের আমি কি জানি। এ অবশ্য মনের কথা, মন জানে, আর আমিই জানি, কিন্তু অন্যে তাহার কি জানে! তাহাদের নিকট তো আমি ফকির! সুতরাং ফকির গান গাইতেই হইবে। আমি জানি, আর নাই জানি, আমাকে গাইতেই হইবে। তাই গাইতে লাগিলাম। কিন্তু ফকিরি গান নয়, বাঙ্গালা গান। শিব, দুর্গা, কালীর স্থানে আল্লা, খোদা ইত্যাদি জুড়িতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, তাহারা আমার গানের কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সুখের বিষয় তাহারা খুব আনন্দিত হইল। কেন আনন্দিত হইল তাহা জানি না, তবে তাহারা কেবল গাইতেই বলিতে লাগিল, আমি আপত্তি করিলাম। হাওয়ালদার তখন বলিল, "ফকির, গাও, যখনই নায়েব দরবারে বসিবেন, আমি তোমার জন্য

রিপোর্ট করিব।” আমি তখন তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম। এই সময়ে রাত্রি প্রায় দশটা হইয়াছে, সুতরাং সকলে শয়নের যোগাড় করিতে লাগিল।

এইরূপে ছয় দিন কাটিয়া গেল, সপ্তম দিন সকালে সাড়ে আটটার সময় নানারূপ বাদ্য বাদন আরম্ভ হইল, দুই তিন দল সৈন্য আসিয়া সেলাম করিয়া গেল, মহাধুমধামের সহিত নায়েব দরবারে বসিলেন, নানা রকমের লোকজন নানারূপ বিষয় লইয়া দরবারে যাইতে লাগিল, আমি হাঁ করিয়া হাওয়ালদারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম; কিন্তু তাহার মুখে কোন কথাটিও শুনিতে পাইলাম না।

বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় আমি হাওয়ালদারকে কহিলাম, “হাওয়াল, আমার জন্য এই বেলা রিপোর্টটা কর।” সে বলিল, “নায়েব দরবারে এলে ত?” আমার মনে তখন একটু খট্‌কা লাগিয়া গেল; সুতরাং আমি আর একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং জানিতে পারিলাম যথার্থই নায়েব দরবারে বসিয়াছেন। মনে করিলাম হাওয়ালদার কিছু চায়। সুতরাং মোল্লাকে দিয়া হাওয়াল-দারকে ডাকাইয়া তাহাকে দুইটি টাকা ঘুস দিতে গেলাম, সে তাহা গ্রহণ করিল না। আমি তখন আরও দুইটি টাকা বাহির করিয়া চারটি টাকা দিতে লাগিলাম, সে তাহাও গ্রহণ করিল না, আমি একবারে বোকা বনিয়া গেলাম। বেলা প্রায় এগারটার সময় আবারও বলিলাম, তার পর নিজে না বলিয়া মোল্লাকে দিয়া বলিলাম। সে এইবার বলিল থাইলে শক্ত হায় ব্যাপার গুরুতর!”

শুনিয়া আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল, মনে হইল—কেন ঘুশ দিতে গেলাম ? কিন্তু আর কি করিব, যাহা হইবার হইয়াছে।

বেলা তখন প্রায় সারে এগারটা। মনে করিলাম, আর আধ ঘণ্টা মাত্র সময়; তার পরই নায়েব দরবার ভঙ্গ করিবেন এবং আবার কোন দিন দরবারে বসিবেন তাহার কোনই ঠিক নাই। কিন্তু কি করিব ? হাওয়ালদার তো কিছুতেই রিপোর্ট করিতেছে না, তবে কি করা যাইবে ? আমি উত্তেজিত হইয়া পড়িলাম, গম্ভীরস্বরে হাওয়ালদারকে ডাকিয়া কহিলাম, একজন পাহারা-ওয়ালাকে সঙ্গে দিবে কি না ? আবারও সে কহিল "নায়েব দরবারে বসেন নাই, বসিলে আমি তোমাকে লইয়া যাইব।" আমি তখন "কাফের, আর আমি তোমার অপেক্ষা করিবনা, আমি একাই যাইব, বলিয়া বন্দীখানা হইতে লাফাইয়া বাহিরে পড়িলাম। হাওয়ালদার তখন আসিয়া আমাকে ধরিল এবং কহিল "না না, তুমি বস, আমি রিপোর্ট করিতেছি। আমি তখন পুনরায় উঠিয়া ঘরে বসিলাম, সে নায়েব সন্নিধানে রিপোর্ট করিতে গেল। মুহূর্ত্ত পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'ফকির চল, নায়েব তোমাকে ডাকিয়াছেন, আমি তখন তাহার সঙ্গে নায়েবের নিকট চলিলাম. অল্পক্ষণে আমরা নায়েবের সম্মুখে উপস্থিত হইলমে, দেখিলাম হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পাঠান অদূরে, পূর্ব্ব কথিত এজলাসের উপর বসিয়া রহিয়াছে। আমি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেলাম করিলাম। নায়েব জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ফকির, তোমার নাম কি ?"

আমি—ফকির দোস্ত মাহম্মদ।

নায়েব—তোমার বাড়ী কোথায় ?

আমি—হিন্দুস্থানে।

নায়েব—কোথায় গিয়াছিলে ?

আমি—তীর্থ পর্য্যটনে।

নায়েব—এখন কোথা হইতে আসিতেছ ?

আমি—মেসেদ হইতে।

নায়েব—কোথায় যাইবে ?

এই বেলা পূর্ব্বোল্লিখিত মির্জ্জা কহিল "কাবুলে।"

নায়েব তাড়াতাড়ি কহিলেন, "না, না, সে হইবে না, পার্শিয়ায় ফিরিয়া যাও।" আমি তখন কহিলাম, "হুজুর, অগত্যা কান্দাহার হইয়া যাইতে অনুমতি করুন।" নায়েব কহিলেন "না, সে হইবে না, পার্শিয়ায় ফিরিয়া যাও।" আমি তখন মনে করিলাম "ছেড়ে দে, মায় কেঁদে বাঁচি।" সুতরাং অগত্যা নায়েবের অনুমতিতেই সম্মত হইয়া তাঁহাকে সেলাম করতঃ বিদায় হইলাম, এবং তৎপর দিন সকাল বেলায় একজন সিপাহী সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে পারশ্যাভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

পুনরায় পারশ্যে

পরদিন সকাল বেলায় একজন সিপাহী সমভিব্যাহারে আমি পুনরায় পারশ্যে ফিরিয়া চলিলাম। কত শস্যশ্যামলা মাঠ, সুন্দর পল্লি ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া, কত মনোহর মেওয়াবাগান সন্দর্শন করিয়া দ্বিতীয় দিন বৈকাল বেলায় পুনরায় মহকুমা অরিয়নে হাকিম সাহেবের নিকটে হাজির হইলাম, সিপাহী এখান হইতে বিদায় হইল।

সে রাত্রি আমি হাকিম সাহেবের অতিথিরূপে অবস্থান করিলাম। তৎপর দিন সকাল বেলায় অপর একটি সিপাহী সমভিব্যাহারে সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত একদল সীমান্তপ্রদেশ রক্ষাকারী সৈন্যদের আড্ডা চেরাক্ অভিমুখে চলিতে লাগিলাম।

চেরাক্ পূর্ব্বকথিত 'কারেইজ-তৈবাং' হইতে প্রায় দেড় দিনের পথ দক্ষিণে। চেরাকে আফগান্দের ছোট একটি সৈন্যের আড্ডা। এখানে আর কিছুই নাই, কেবলমাত্র কয়েকখানি মাটীর কোটা। এখান হইতে আফগান্-পার্শিয়ান সীমা প্রায় দুইমাইল পশ্চিমে। তথা হইতে নেহাং কমপক্ষেও প্রায় ৮ মাইল রাস্তা মাঠ অতিক্রম করিয়া গেলে, ওপারে পার্শিয়ান অধিকারে মানব নিবাস পাওয়া যাইতে পারে।

অরিয়ন হইতে রওনা হইয়া ৫।৬ মাইল আসিলে নূতন পাঠান সিপাহী আমার হস্তের কুঠারখানা হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে পুনঃ পুনঃ কুঠার হস্তে আমার পদব্রজে যাওয়া অসুবিধা

হয় বলিয়া কুঠারখানা চাহিতে লাগিল। আমি সে কুঠারখানা ছাড়িতে কিছুতেই রাজি হইলাম না, কিন্তু অবশেষে যখন একটি স্রোতস্বতী খাল পার হইতে হইল, তখন যখন আমার অসুবিধা হইবে বলিয়া পুনরায় কুঠার চাহিল, তখন আমি তাহাকে উহা দিলাম। সে তখনই আমাকে খাল পার হইয়া আমাকে হাটিতে হুকুম করিয়া বলিল, "তুমি পার হইয়া হাটিতে থাক, আমি জল লইয়া আসিতেছি।" আমি তাহাই মানিলাম এবং নদী পার হইয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলাম।

যখন প্রায় একমাইল রাস্তা অতিক্রম করা হইল, তখন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম—সিপাহী তখন কেবল খাল পার হইতেছে। আমি পূর্ব্বরূপ গতিতেই হাটিতে লাগিলাম, আর সেই প্রকাণ্ড প্রাকৃতিকশোভাময় মাঠে প্রাকৃতিজ নানাপ্রকার কুসুমকানন অতিক্রম করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন আকৃষ্ট হইল, নানাপ্রকার ফুলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলাম। নানা ফুলের শোভা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম—কত চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। বাস্তবিকই প্রাকৃতিক শোভা কি মনোহর। একটি ফুলের কাছে আর একটি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তৎপর সেথায় একটি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কিছুদূরে আরও একটি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সকলেই একই উপায়ে জীবিত, একই রস আকর্ষণে বর্দ্ধিত, একই নিয়মে প্রস্ফুটিত, অথচ, তাহারা এক নয়, কেউ বা লাল, কেউ বা নীল, কেউ বা সবুজ,

কেউ বা সাদা। কি করিয়া হইতে পারিল? একই মাটীতে জন্মিয়াছে, একই রসে জীবিত, অথচ তবু তা'রা এক নয়! বিভিন্নতায় কি একতা, আর একতায়ই বা কি বিভিন্নতা! যাহার যাহা দরকার, মাতৃভাণ্ডার হইতে তাহাই টানিয়া লইতেছে, যাহার যেমন খুসি তেমনই রঙ্গে প্রস্ফুটিত হইয়াছে ও তেমনই শোভিত হইতেছে। তাহারা বিভিন্ন; কিন্তু তবু তাহারা এক! এই বিভিন্ন প্রকারে কে তাহাদিগকে সৃজন করিল? মাতৃবক্ষ হইতে ইচ্ছা অনুযায়ী পীযুষ গ্রহণ করিতে কে তাহাদিগকে শিখাইল এ যা'র যাহা খুসি রং ই বা কোথায় পাইল, কে তাহাদের এমন করিয়া ফুটিতেই বা শিখাইল, আর তাহারাই বা কে? ধন্য জগৎপিতা, ধন্য তোমার ফল, ধন্য তোমার ফলের সৃষ্টি কৌশল। ধন্য তোমার পালনপ্রণালী, ধন্য তুমি আর তোমার প্রকৃতি!

যথার্থ ই দেখিতে দেখিতে এবং ভাবিতে ভাবিতে আমি অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম! কিন্তু এমন সময় সে আনন্দ সম্ভোগে বিঘ্ন জন্মিল, চাহিয়া দেখিলাম—সিপাহী নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আমি এতক্ষণ জগৎ সংসার প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সিপাহীকে দেখিবা মাত্রেই আমার মনে হইল—সে আমার কুঠার লইয়াছে, আমার হস্তে কিছুই নাই। ভাবিলাম—ফকিরের হস্ত শূন্য থাকিতে পারে না। একটু দাঁড়াইলাম। সিপাহী আরো নিকটবর্ত্তী হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম "সিপাহী, আমার কুঠার কোথায়?" সিপাহী উত্তর করিল—"এই আছে,

তুমি চলে যাও; কুঠারে তোমার কি কাজ?" ব্যাপারখানা কি আমি তখন বুঝিলাম, সুতরাং কহিলাম—ফকির তাহার কুঠার ছাড়া থাকিতে পারে না, কুঠার কোথায়? সিপাহী তখন আমার সম্মুখে আসিয়াছে। দেখিলাম, কুঠারখানা ঘোড়ার উপর উত্তমরূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। আর অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সিপাহীর অপ্রস্তুত অবস্থায় আমি কুঠারখানা ধরিয়া সজোরে টানিয়া বাহির করিলাম। তৎপরে কুঠারখানা সজোরে দক্ষিণহস্তে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া স্থির গম্ভীরস্বরে কহিলাম, "গোলাম্, তুমি জান কাহার সঙ্গে আসিয়াছ? যদি বদমাইসী করিবে ত এই কুঠারে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিব। আর যদি গোলামের ব্যবহার ছাড়িয়া ভালভাবে সঙ্গে চলিবে তবে ভাইয়ের মত দেখিব; এখন চল।" সিপাহী কোন কথা বলিল না, বোধ হয়, অবাক হইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। আমরা পাহাড়, পর্ব্বত এবং ছোট ছোট বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় এক মালদারের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম।

গরু, গাধা, উট, খচ্চর, ভেড়া ছাগল এসকলই এসব দেশে মাল বলিয়া কথিত হয়। আর যাহারা এই সমস্ত মাল যথেষ্ট পরিমাণে রাখে তাহাদিগকে মালদার বলিয়া থাকে। মালদারগণ কখনও বাড়ী ঘর করে না, স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। দুই তিন শত কিম্বা চারি পাঁচশত এবং অনেক সময় ততোধিক মাল সঙ্গে করিয়া এক মাঠে যথায় জল পাওয়া যায় তথায় আড্ডা করে, আর মাল সমুদয় মাঠে চড়িতে থাকে। ১০।১৫ দিন অথবা একমাস কি দুই মাস কাল

একস্থানে অবস্থান করে। যখন আশপাশের ঘাস ফুরাইয়া যায়, তখন পরিবার প্রতিজন লইয়া আবার স্থানান্তরে যাইয়া তাম্বু করে। সেখানেও এইরূপ কতকদিন থাকিয়া যখন তথায় ঘাস ফুরাইয়া যায় তখন আবার অন্যত্র চলিয়া যায়।

মালদারদের তাবু বড় চমৎকার। ইহাদের তাঁবু সচরাচর আমরা যে তাঁবুর কথা বলি সেরূপ তাঁবু নহে, ইহাদের তাঁবু অন্য অন্যপ্রকার। পাটের চট যখন পুরাণ হয় তখন সেই সমুদয় দিয়া কোন প্রকারে এক প্রকার আবরণ এবং তদ্বারাই বেড়া ইত্যাদি দিয়া যতদিন দরকার, আর যতদিন কুলায়, ততদিন এইরূপে ব্যবহার করে।

যাহাই হউক, ইহারা বড় অতিথি সেবক। কোন পথিক বিপন্ন হইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা অতিযত্নের সহিত তাহাদিগকে আশ্রয়দান করিয়া থাকে; পথিক প্রায়ই এথায় আসিয়া বিমুখ হয় না।

আমরা মালদারের আড্ডায় সচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন অতিপ্রত্যুষে চেরাক্ অভিমুখে রওনা হইলাম এবং বালুকাময় অনেক প্রকাণ্ড মাঠ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় চেরাকে পৌঁছিলাম।

এখানে সৈন্যদের আড্ডায় পৌঁছিয়া আহারাদি সমাপ্ত করতঃ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তথা হইতে সীমা অতিক্রম করিতে চলিলাম। একজন সিপাহী সঙ্গে যাইয়া সীমানা দেখাইয়া দিয়া বলিয়া দিল— "পুনরায় যদি এই সীমা অতিক্রম কর, তবে, আবার হেরাতে

যাইতে হইবে।" অতঃপর আমি সীমান্ত রেখা পার হইয়া পুনরায় পারশ্যে পদার্পণ করিলাম।

কিন্তু আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এই দেশ কিরূপ এবং ইহার জন মণ্ডলিই বা কিপ্রকার এসব সম্বন্ধে পাঠককে আরও মোটা মুটি সামান্য কিছু বলিলে পাঠক এই দেশ সম্বন্ধে কতকটা কল্পনা করিতে সক্ষম হইবেন মনে করিয়া আরও ক্ষণকাল আফ্‌গানিস্থানের বিষয়ই বলিব ঠিক করিয়াছি।

আফ্‌গানিস্থানে এখনও অনেক অনাবাদি স্থান আছে। অনেকস্থান বালুকাময় মরুভূমি তুল্য—জল পাওয়া যায় না। কিন্তু এদেশের পল্লিগ্রামগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। পল্লিতে তেমন বড় গাছ গাছ্‌রা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু নানারূপ শস্য ক্ষেত্র এবং অনেক প্রকার ফলের বাগানে পরিশোভিত পল্লিগুলি দেখিলে ঠিক যেন এ সমুদয়ই নুতন আবাদ বলিয়া মনে হয়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে ঠিক তাহা নহে।

পল্লির বাড়ীগুলি সকলই মাটীর। প্রত্যেক বাটীই এক একটি উচ্চ প্রাচীরে ঘেড়া। এই প্রাচীরও সাধারণতই মাটীর। অনেক সময় এখানেও বাহির-বাড়ী ভিতর-বাড়ী দৃষ্ট হয়, কিন্তু অতিশয় কম।

আফ্‌গানিস্থানের এই অঞ্চলে লোক পার্শি ও পস্তু দুই ভাষাই ব্যবহার করে। কিন্তু খুব কম লোকেই লিখিতে ও পড়িতে পারে। কিন্তু তথাপি তাহারা বেশ চালাক চতুর, দস্তুর মত আপন কাজ চালাইতেছে। লিখা পড়া না জানাতে তাহারা

তেমন কোনও অভাব বোধ করে না; কারণ, অধিকাংশ লোকেই লেখা পড়া জানে না। গ্রামের ভিতর, অথবা ২।৩ গ্রামের মধ্যে এক জন কেহ লিখা পড়া শিখিলে লোকে তাহাকে মির্জ্জা কিম্বা মোল্লা বলিয়া থাকে। মোল্লাগণই অনেক সময় পড়ুয়া রাখিয়া ছবক পড়াইয়া থাকে। কিন্তু বোধ হয় অনেক সময় অনেকেই আলেফ বে, তে, সে, শিখিতেই ছাত্রগণ হয়রাণ হইয়া যায় এবং পড়া শুনা ছাড়িয়া দেয়। তবে তাহারাও, যদিও বিদ্যা ঐ পর্য্যন্তই, তথাপি মির্জ্জা। এদিকেও স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানাশীন, তবে তেমন কঠোর ভাবে কারারুদ্ধ নহে।

ডাক্তার কবিরাজের কারবার এদিকে প্রায় এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। এই কারণেই কোনও প্রকার ফকির এসব স্থানে গেলে সমস্ত পল্লির স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাহার নিকট ঔষধের দাবী করে। এদিকের লোকেরা দেখিতে তেমন সুন্দর নয়, আর বড় অপরিষ্কার।

আফ্গানিস্থানের এদিকে অনেক প্রকার শস্য এবং মেওয়া জন্মে। এখানে ধান ও জন্মিয়া থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে পশম উৎপন্ন হয় এবং পাঠানগণ সে সমস্ত পশম উটে করিয়া পারস্যে চালান দেয়। আফগানেরা চালাক চতুর, কিন্তু শিক্ষা নাই, তবে প্রাণ আছে। তাহাদের দেশেও ভদ্র সম্ভাষণ, ভদ্র ব্যবহার, বেশ প্রচলিত। কিন্তু সাধারণ লোক অন্যস্থানেও যেমন, এখানেও তেমনি অনেকটা জঙ্গলী রকমের। কিন্তু তাহারাও দয়া দাক্ষিণ্য, উপকার অপকার, ন্যায় অন্যায় এবং সদাচার অসদাচার ইত্যাদি বুঝিতে

পারে। তবু শিক্ষার অভাবে ঐ সমস্ত গুণ যথারূপে প্রকাশ হইতে পারে না। কিন্তু মানব মানব-শক্তি অবশ্য ধারণ করে।

যাহাই হউক, এই সমুদয় গুণ লইয়া আফগানগণ তাহাদিগের আমীরকে যথেষ্ট ভক্তি করে ও ভাল বাসে। আমীরও উপযুক্ত প্রকারে প্রজাগণকে পালন ও রক্ষা করেন, এবং ভালবাসেন। আমীর কাবুলে থাকিয়া মন্ত্রিদিগের সাহায্যে ইচ্ছা ক্রমে আপনার দেশ শাসন করেন। সুবায় সুবায় সুবাদার নিযুক্ত করিয়া তিনি সুবাগুলি শাসন করেন। হেরাতের নায়েব একজন সুবাদার। তিনি আমীরের অনুমতিক্রমে ঐ সুবার শাসনকার্য্য সম্পাদন করেন।

পূর্ব্ব-দক্ষিণ পারস্যে।

আমি আফ্‌গানপারস্য সীমা অতিক্রম করিয়া সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় এক খানি ছোট পল্লিগ্রামে উপস্থিত হইলাম।

গ্রামখানি অতিশয় ক্ষুদ্র, কিন্তু অতিশয় পুরাতন। ইহার আকার দেখিলে মনে হয়, কালে এক দিন গ্রামখানি সমৃদ্ধিশালী ছিল। যাহাই হউক, গ্রামে উপস্থিত হইয়া আশ্রয়স্থান অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম এক মসজিদ ভিন্ন থাকিবার অন্য কোনও স্থান নাই। সুতরাং আহার্য্য অনুসন্ধান করিয়া আহারাদি পরিসমাপ্তে সেই মন্দিরে যাইয়া রাত্রি যাপন করিতে প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু এ মস্‌জিদটি তেমন ভাল নয়, এক খানা ছোট ঘর। কোন কিছুই বিছানা নাই, কেবল ধূলিরাশি। আমি আপন কম্বল বিছাইয়া এবং তাহারই অর্দ্ধেকে কলেবর জড়াইয়া সেই অন্ধকার গৃহে শয়ন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না।

যাহাই হউক, পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বর্ণাবাদাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। বর্ণাবাদ এখান হইতে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে) এখান হইতে তেমন কোনও ভাল রাস্তা নাই, কেবল গ্রাম্য পথ ও হালট। আমি একটি পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে ক্রমে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত কন্দরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

পর্ব্বত উপত্যকায় চলিতে চলিতে রাস্তা ভুলিয়া গেলাম এবং অবশেষে এক পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া রাস্তা খুজিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও রাস্তার কোন চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে 'আমার দক্ষিণ দিকে যাইতে হইবে' এই ঠিক করিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে নামিয়া ক্রমে দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। উপত্যকার নানা দৃশ্যে মন বিমোহিত হইল। কত সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। কত ফুল ফুটিয়াছে—এই নির্জ্জন ভূমিতে কত মধুকর আপন মনে মধু আহরণ করিতেছে। এই জনহীন ভূমিতেও স্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টি-কৌশল অবলোকন করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। এদিকে সূর্য্যদেব ক্রমেই ঊর্দ্ধাকাশে উঠিতে লাগিলেন সুতরাং ব্যাকুল হইয়া দ্রুতগতিতে দক্ষিণ দিকেই চলিতে লাগিলাম। অনেকদূর অতিক্রমের পর উষ্ট্র-পদ চিহ্ন নয়ন গোচর হইল, এবং আমি তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে।

আমি তখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। ভাগ্যক্রমে রাস্তার পাশে এক স্থানে জল দেখিতে পাইলাম, সুতরাং তথায় বসিয়া সঙ্গে যে সামান্য রুটী ছিল, তাহা ভক্ষণ করিলাম। কিন্তু জলপান করিয়া পিপাসার শান্তি হইল না। তপন তাপে তখন জল উত্তাপিত হইয়াছিল।

এথা হইতে চলিয়া ক্ষণকাল পরেই পর্ব্বতময় ভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, কিন্তু তখনও সম্মুখে কোন গ্রাম দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইলাম। এই সময় আমার অতিশয় তৃষ্ণা হইয়াছে।

কিন্তু তথাপি পথ অতিক্রম করিতে ক্ষান্ত হইলাম না, দ্বিগুণ বেগে চলিতে লাগিলাম, তৃষ্ণা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

আমার সঙ্গে প্রায় একপোয়া রুশিয়ান চিনি ছিল। এ চিনি দেখিতে মিছরির মত বটে, কিন্তু মিছরি মুখে রাখিলে যেমন জল উঠে এবং যেমন তৃষ্ণা কতক পরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে, ইহাতে সেরূপ হয় না, বরং, মুখের চিনি টুকু ফুরাইয়া গেলেই তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কি করিব? অনন্যোপায় হইয়া তাহাই খাইতে লাগিলাম এবং আরও দ্রুত পথ চলিতে লাগিলাম। প্রায় ৫ মাইল দূরে একটি পল্লি-চিত্র নয়ন গোচর হইল, আমি উদ্ধশ্বাসে তখন সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। এইরূপে আরও দেড় ঘণ্টা কাল চলিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বর্ণাবাদে উপস্থিত হইলাম।

বর্ণাবাদ একখানি সমৃদ্ধিশালী বড় পল্লিগ্রাম। এখানে অনেক লোকের বাস। এখানকার অধিবাসিগণ প্রায় সমস্তই শূন্নি শ্রেণী-ভুক্ত মুসলমান। ইহাদের বেশ ভূষা আফ্‌গানদের মত, কিন্তু ভাষা পার্শি। আমি এই গ্রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটি বালককে জল কোথায় পাইব জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাকে অদূরে একটি কূপ দেখাইয়া দিল, আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই দিকে গেলাম। কিন্তু কূপের নিকট যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হতাশ হইলাম! কূপে জল নাই, শুকাইয়া গিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া এক জন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হইলে পুনঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তখন আমাকে যত্ন করিয়া বসাইয়া জল আনিতে পাঠাইয়া দিল। যথা সময়ে জল আসিল, আমি যথেষ্ট জল পান করিয়া তৃষ্ণা

দূর করিলাম। তৎপরে বৃদ্ধ চা প্রস্তুত করিল। আমি চা পান করিলাম এবং অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম।

এতক্ষণ আমার চারিদিকে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। নানা জনে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল। অনেকে রোগমুক্ত হইবার আশায় রোগ দেখাইতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু আমি তখনও সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করি নাই বলিয়া তাহাদিগের প্রতি ততটা যত্ন লইতে পারিলাম না। সুতরাং সকলে আমাকে ঐ দিন বর্ণাবাদে থাকিতে অনুরোধ করিল। আমিও বেলা আর অধিক নাই এবং সম্মুখে ১৬ মাইলের মধ্যে আর কোন লোকালয় নাই, জানিয়া অগত্যা ঐ রাত্রি বর্ণাবাদে থাকাই ঠিক করিলাম। সামান্য রকমে নানা কথা আলাপ হইতে লাগিল, সময়ও আস্তে আস্তে বেশ চলিয়া যাইতে লাগিল।

তখন নামাজের সময় হইয়াছে, সকলেই নামাজ পড়িতে চলিল। আমিও তাহাদের অনুরোধে মস্‌জিদে চলিলাম। অনেক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল এবং নামাজ অন্তে আসিয়া আমার সহিত দুই একটু আলাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কয়েক জন লোক, যাহারা পূর্ব্ব হইতে আমার সেবা ও যত্ন করিতেছিল, তাহারা কেহই গেল না, বসিয়া আমার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। সে দিন পূর্ণিমা, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক প্রতিভাসিত হইয়াছে। আমরা মস্‌জিদ-বারেন্দায় বসিয়া আলাপে নিযুক্ত

হইয়াছি। তখন আবার নামাজের সময় হইল, আবার সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নামাজ পড়িয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। আমি মসজিদে একাকী অবস্থান করিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পরই দুই তিন জন লোক রুটী, দৈ এবং জলসহ মসজিদে আসিয়া হাজির হইল। তৎপরে আর দুই জন দুইটি কম্বল ও দুইটি বালিস লইয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর আমি আহার করিতে বসিলাম। আহারান্তে বিছানায় বসিয়া তিন জন মোল্লার সহিত ধর্ম্ম এবং এবং দর্শন সম্বন্ধিয় বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হইল। তর্কে অবশেষে সকলেই এক স্থানে উপস্থিত হইলাম। বাস্তবিক ধর্ম্মে ধর্ম্মে কোন তফাত নাই। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম—ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সত্যের উপলব্ধি করা।

যাহাই হউক, অতঃপর প্রায় ১২ দিন কাল পথ অতিবাহিত করিয়া আমি 'গাজিক' সহরে উপস্থিত হইলাম। গাজিকে ১৮ ঘণ্টা বিশ্রাম লইয়া তৎপর 'দূরঃ' অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। এই রাস্তায় যাহা দেখিতে পাইলাম, তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, এবং যদিও থিউরি অব ইভলিউসনে এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে মনুষ্যও সাধারণ জন্তু বিশেষ, তথাপি ইতিপূর্ব্বে কখনো তাহা বুঝিবার সুযোগ পাই নাই। দূরঃ হইতে এক দিনের রাস্তা উত্তর-পশ্চিমে পর্ব্বত উপত্যকায়, পর্ব্বত গুহায় এবং প্রান্তরে দেখিলাম মনুষ্যগণ শৃগাল, শশক প্রভৃতি জন্তুর ন্যায় মাটীর ভিতর ডেরা করিয়া উপরে মাটী-সমানে মাটীর ছাউনি দিয়া তদুপরি ডাল পালা প্রভৃতি রাখিয়া তন্মধ্যে পুত্রকলত্রাদী লইয়া বাস করিতেছে। আমাদের দেশে শৃগাল,

খাটাস্ এবং অনেক হিংস্র জন্তুগণও এই প্রকার মাটীর ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাস করে। তবে সেই সমস্ত জন্তুদের বাসস্থান অপেক্ষা এই সকল মনুষ্যদের ডেবা একটু বড়, এই মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখিলাম যে, এই অবস্থার মনুষ্যগণেও মনুষ্য-চরিত্র বর্ত্তমান, এই অবস্থায়ও তাহারা মনুষ্যোচিত দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণ ছাড়া নয়। তাহাদের ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির দল আছে। ইহারই দুগ্ধ পানে ইহারা জীবিত থাকে। এখনও কোন শস্য জন্মাইতে শিখিয়াছে কিনা জানি না। তবে দুই একটি জায়গা যে আবাদ না হইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু সে অতি কম। বোধ হয়, ইহারা এখনও চাষ বিদ্যা ভালরূপে অবগত নহে। ইহারা, এমন কি, রুটীরও ধার ধারে না। কেবল ঐ সমস্ত জীব জন্তুর দুধের উপরই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থায়ও তাহারা সাধ্যানুযায়ী অতিথি সৎকার করিতে ত্রুটী করে না। ইহাদের ভিতরেও কিন্তু মনুষ্য বর্ত্তমান।

'দুবঃ'তে পৌঁছিয়া অনেকক্ষণ তথায় রহিলাম না। কিন্তু দুবঃ একটি বেশ সুন্দর সহর। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোহর। এখানে অনেক প্রকার ফলের বাগান আছে। এখানে সমস্ত জিনিষই সস্তা। কেননা, দুবঃ গাঁইন পরগণার রাজধানী, সুতরাং এখানে সকল জিনিষ আমদানী হয়; অতএব সমস্ত জিনিষই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

এখানে আসিয়া একটি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পাইলাম। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অনেকটা স্বাধীন। ইহারা কোনরূপ ঘোমটা

পরে না। মুসলমান মুলুকে এইটি যথার্থই একটি আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

'দুরঃ'তে ৩।৪ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া তৎপর বৈকাল বেলায় এখান হইতে 'বান্দো' অভিমুখে চলিলাম। বান্দো এখান হইতে প্রায় ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। ঐ দিন অনেক দূর যাইতে পারিলাম না, ৮ মাইল দক্ষিণেই রাস্তায় ছোট একটি গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসী দুইজন লোক, যাহারা রাস্তার পাশে বসিয়াছিল, তাহাদের নিকট তৎপরবর্ত্তী ষ্টেসনের দূরত্ব অনুসন্ধান করিয়া লইলাম এবং পরবর্ত্তী ষ্টেসনে লোকালয় আছে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। তাহাদের উত্তরে বুঝিতে পারিলাম পরবর্ত্তী অথবা তৎপরবর্ত্তী ষ্টেসনেও লোকজন পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। যাহাই হউক, তথাপি আমি তাহাদের নিকট তখনই রওনা হইয়া যাওয়া সঙ্গত কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা তাহাতে স্পষ্ট নিষেধ করিল। বেলা তখন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে।

তাহারা বলিল, "ফকির, তুমি বিদেশী। তোমার আজ এই অবেলায় রওনা হইয়া যাওয়া ঠিক নয়। এখানে তুমি অন্য কিছু পাও আর না পাও, জল পাইবে এবং থাকিবার স্থানও পাইবে। সম্মুখে সমুদয় বালুর পর্ব্বত, তুমি সহজে রাস্তা হারাইয়া যাইবে। রাত্রি-কাল, কিছুতেই কিছু ঠিক করিতে পারিবে না; এক দিক হইতে অন্য দিকে চলিয়া যাইবে এবং শেষে জলকষ্টে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অতএব বলিতেছি, তুমি আজ এথায় অবস্থান কর, কল্য দিনের বেলায় এথা হইতে চলিয়া যাইবে।"

আমি তাহাদের কথাটা উত্তমরূপে বিবেচনা করিলাম এবং বুঝিতে পারিলাম, তাহারা অতি উত্তম কথাই বলিয়াছে। সুতরাং তাহাদের অনুরোধে সেই রাত্রি তথায় যাপন করিতে স্থির সংকল্প হইলাম। আলাপে প্রলাপে দিনের অবশিষ্ট সময় টুকু কাটিয়া গেল, ইহাদের এক জনে আমাকে তাহার বাড়ীর ছাদের উপরে লইয়া গিয়া তথায় আমার আড্ডা দিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, তাপিত ধরা আস্তে আস্তে শীতল হইতেছে। মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছিল, আমি ছাদের উপর বসিয়া শরীর জুড়াইতে লাগিলাম। তৎপরে শীঘ্রই আহারাদি শেষ করিয়া আকাশ তলে মৃদু মলয় হিল্লোলে শয়ন করিয়া অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আবার সেই মূর্ত্তি!

হঠাৎ জাগিয়া উঠিলাম। কেন জাগিলাম বলিতে পারি না। যাহাই হউক, জাগিয়া দেখিলাম, নিশা প্রায় অবসান হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্রদেব তাহার বিমল জ্যোতীদান করিতে বিরত হন নাই—তখনও জ্যোৎস্না আছে। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না বঙ্গভূমির জ্যোৎস্নার মত নয়। ইহাতে যেন সে সৌন্দর্য্য ছিল না, সে মধুরতা ছিল না এবং সে প্রাণ ভুলান পরিমলতা ছিল না; সুতরাং সে জ্যোৎস্না তেমন মধুর বলিয়া বোধ হইল না। যেদিকেই চাহিতে লাগিলাম, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না—কিছুই হাসিতেও ছিল না, কিছু ভাসিতেও ছিল না, চারি দিক কেবল অনন্ত অসীম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কাহারো কোন সাড়াটী মাত্র ছিল না, কোন একটি পশু কিম্বা পক্ষীর শব্দও ছিল না। চারি দিকে তেমন কোনরূপ বৃক্ষ লতা পাতাদি ছিল না, সুতরাং বায়ুরও কোন গতি-শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। নীরব—নিস্তব্ধ,—সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ! যে দিকে চাই—অসীম—অনন্ত, ধরাতল—নিস্তব্ধ—নীরব! এক মাত্র শব্দ যে শুনা যাইতেছিল, সে কেবল পার্শ্বে শায়ীত গৃহ-স্বামীর নাকের ডাক। সেই ডাক যেন নিস্তব্ধতার প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি করিতেছিল, এবং বলিতে কি, অনেকটা ভয়াবহও করিয়াছিল!

ইতিমধ্যে পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখিলাম, এবং মনে হইল, যেন রাত্রি আর অধিক নাই। সুতরাং ছাদ হইতে নামিয়া রাস্তার ধারে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিতে চলিলাম। এমন সময় অনতি-দূরে মানব-কণ্ঠ-শব্দ শ্রুতিগোচর হইল, আমি দাঁড়াইয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে চেষ্টা করিলাম। অচিরেই তাহারা নিকটে আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম তাহারাও আমার দিকেই চলিয়াছে, কিন্তু অনেক দূর যাইবে না।

দেখিতে দেখিতে পথিকেরা নিকটে আসিল। দেখিলাম, তাহারা দুই জন। একজন গর্দ্দভ আরোহী এবং অপর জন একটি গরুর উপর আরোহিত। তাহারা নিকটে আসিলে, আমি তাহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া উপরে গমন করতঃ গৃহস্বামীকে জাগাইয়া তাহার নিকট সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। গৃহস্বামী আরোহীদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগের নাম, ধাম এবং গন্তব্যপথ জিজ্ঞাসা করতঃ তাহাদিগকে বলিল, "আগাজান, ইনি একজন বিদেশী ফকির, ইহাকে বিশেষ যত্ন করিতে ভুলিও না। সে আরও কহিল—"বালুর পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে কোন পথে যাইতে হইবে তোমারা ইহাকে উত্তমরূপে বুঝা-ইয়া বলিয়া দিও।" গৃহস্বামী এই সব কথা বলিয়া আমাদিগকে বিদায় দিল, অনন্তর আমরা তিন জনে পথ চলিতে লাগিলাম।

মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ। সেই আমেরিকা ও ইউরোপ প্রভৃতি সভ্য জগতের সভ্য সমাজে মানুষের যে প্রকৃতি—দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্যতা প্রভৃতি মানবীয় প্রবৃত্তি, পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি,

মরুময় পূর্ব্ব-দক্ষিণ পার্শিয়া, যাহাকে "তাহারা" অসভ্য জগৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, সেই অসভ্য জগতের অসভ্য সমাজের মানবেও সেই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি অবলোকন করিয়াছি। যে সমস্ত গুণে মানুষ মানুষ বলিয়া কথিত, তাহা সেখানেও যেমন দেখিয়াছি এখানেই তেমনই দেখিলাম। কেবল মাত্র পার্থক্য এই যে, সেখানে এই সমস্ত গুণগুলি কৃত্রিম আবরণের মধ্য দিয়া একটু অসত্যমধুরতা সহকারেপ্রকাশ পায়, আর এখানে এ সমুদয় গুণগুলি ঠিক যেমন তেমনই আপন রূপে এবং আপন কায়ায় ঠিক স্বশরীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু জিনিষগুলি যে ঠিক একই, মানুষ যে ঠিক মানুষই, তাহাতে কোন ভুল নাই, সে যেখানেই হউক।

যাহাই হউক, আমরা তিন জনে পথ চলিতে লাগিলাম। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে বড় বেশী কিছু দেখিতে পাইতেছিলাম না, আর দেখিবারও বোধ হয় তখন কিছু ছিল না। ছোট ছোট ঝোপ রাশির আর কত কি দেখিব? কতকক্ষণ দেখিয়াই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, অন্য কিছু দরকার। কেন না, তেমন ভাল জিনিসও এক রঙ্গের একটি অনেকক্ষণ দেখিলে আর দেখিবার তৃষ্ণা থাকে না, বিরক্তি জন্মে; সুতরাং রং বদলান দরকার। পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম। কেবল এক চেটীয়া সুখও শেষে দুঃখ বলিয়া বোধ হয়; পরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু এখানে পরিবর্ত্তনের জন্য যে আর কিছু আছে এরূপ দেখিতে কিম্বা ভাবিতে পারিতেছিলাম না, কি করিব। সুতরাং অগত্যা গুণ্ গুণ্ স্বরে একটু একটু গাইতে গাইতে চলিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সঙ্গিগণ আমাকে আমার নাম,

ধাম, কাম, গমন, 'আগমন এবং কেন' ইত্যাদি. জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আমি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাচিয়া গেলাম। অতএব সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদিগের প্রশ্ন সমূহের সমোচিত উত্তর দিতে লাগিলাম, তাহারাও বেশ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিল, এবং তাহাদের ভাব দেখিয়া ইহাও অনুমান করিতে হইল যে তাহারা সুখানুভব করিতেছিল।

এই সময়ে আমি একবার চাদের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, চাদের মুখখানি আর তেমন উজ্জ্বল নাই—একটু যেন মলিন, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। দেখিলাম, পূর্ব্বাকাশে খুব বড় একটি তারা উঠিয়াছে। চিনিতে পারিলাম এইটি প্রভাত তারা, বুঝিলাম প্রভাত সন্নিকট। একটু পরেই আবার দেখিলাম উষার হাসির ছটায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়াছে, আর আঁধার নাই। তখন সম্মুখে সামান্য একটু জল দেখিলাম। পথিকেরা আমাকে বলিল "এইবার যত পার জল পান করিয়া লও, আর সকালে জল পাইবে না। আমার তখন তৃষ্ণা হয় নাই, সুতরাং আমি জল পান করিলাম না। যাহাই হউক, অতঃপর পথিকেরা আমাকে পথ দেখাইয়া দিল, আমি তাহাদিগকে সেলামালি দিয়া বিদায় হইলাম।

এখান হইতে আমি আবার একাকী চলিতে লাগিলাম, রাস্তাও ক্রমে খারাপ এবং তারপর প্রায় অনিশ্চিত হইয়া আসিল। যে দিকেই যাই সেই দিকেই দেখি বালুরপাহাড়ে ঘেরাও করা। আর মধ্য দিয়া প্রান্তরে ছোট ছোট ঝাউর চাড়াগুলি প্রান্তরের পর প্রান্তর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কোন সময়ে একটু রাস্তার

চিহ্ন দেখা যায়, আবার কথনও বা একেবারে সব অদৃশ্য হইয়া যায় : কথনও রাস্তা হারাই আবার কথনও তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া আর কতক দূর চলিতে থাকি। এইরূপ অবস্থায় চলিতে চলিতে দেখিলাম বালুর পাহাড় শ্রেণী ক্রমে একটু একটু দূরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ঝাউ বনের আয়তন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

অবিশ্রান্ত হাটিতে লাগিলাম। এক দুই তিন করিয়া ৪ ঘণ্টা কাল হাটিলাম, কিন্তু ঝাউবন আর ফুরায় না, যেন ইহা অফুরন্ত। অবশেষে আমি ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িলাম, সুতরাং রাস্তার পার্শ্বে একটি ঝাউয়ের চাড়ার ছায়ায় বসিয়া সঙ্গে যে রুটী ছিল তাহা খাইতে লাগিলাম। কিন্তু জল খাওয়া হইল না, কেন না, সঙ্গে ছিল না। তৎকালে তৃষ্ণাও তেমন হয় নাই, তবু 'তৃষ্ণা হইবে' এই ভাবিয়া একটু ব্যস্ত হইলাম।

সঙ্গে জল নাই, নিকটেও কোথাও জল পাওয়া যাইবে না, তাহাও নিশ্চিত ; কিন্তু বসিয়া থাকিলে কোন ফল নাই বুঝিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। কিন্তু "তৃষ্ণা হইবে" এই চিন্তা আমার মন হইতে দূর হইল না, আমি এই চিন্তায় চিন্তিত হইয়া, যে চিহ্ন মাত্র পথ অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা হারাইয়া ফেলিলাম। তখন যে দিকে একটি মাত্র গো, উষ্ট্র, মেষ, কিম্বা ছাগ-পদ চিহ্ন দেখিতে পাইলাম, সেই দিকে ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু হারান পথ আর কিছুতেই পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম না, প্রায় হতাশ হইলাম।

তখনও অনতি দূরে বালুর পাহাড় দেখা যাইতেছিল। মনে হইল, যদি ঐ বালুর পাহাড়ের উপরে উঠিতে পারি তবে নিকটে যদি কোনো রাস্তা থাকে তবে অবশ্য দেখিতে পাইব। সুতরাং অনন্তর সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম। প্রায় একঘণ্টা সময় হাটিয়া পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম এবং অতিকষ্টে পাহাড়ের উপরেও উঠিলাম; কিন্তু পথ কোথায়—পথ ত কোথায়ও নাই! তবে উপায়? পথশ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষিত আমি অর্দ্ধমৃত প্রায় হইয়া পাহাড়ের উপর পড়িয়া গেলাম। উপরে বৈশাখের প্রচণ্ড রবি, নীচে ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত বালুকা রাশি আমায় দগ্ধ করিতে লাগিল, আমি জল—জল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই মরুভূমিতে কে দেয় জল? নিরুপায় হইয়া তখন উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলাম "হে ভগবান্ রক্ষা কর! কিন্তু মনে হইল যেন তাহারও দয়ার সাগরটী এখানে দিবাকরের প্রচণ্ড তাপে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, অথবা তিনি বধির হইয়া থাকিবেন। দেখিলাম—আর আশা নাই! আমি নিস্তেজ হইয়া পড়িলাম, চক্ষু দুইটী ক্রমে নিমিলিত হইয়া আসিল।

কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! তখনও আশা হইতেছিল "বাঁচব"। কি উপায়ে? হঠাৎ মনে হইল—ভগবান্ ভগবান করিয়া চীৎকার করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা অপেক্ষা যতক্ষণ সাধ্য চেষ্টা করিলেই বোধ হয় ভাল হয়, এই সম্ভবত ভগবানের দয়া। তখন নয়ন উন্মিলন করিয়া, সম্মুখে, দক্ষিণ দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম—অদূরে এক স্থিরা-গম্ভিরা-সুন্দরী ষোরশী নারী দণ্ডায়মানা। সে যেন' আমারই দশা দেখিতেছিল। আমার অবস্থা দেখিয়া

ততটা দুঃখিত নয়, কিন্তু ব্যথিত, তথাপি মুখখানি জ্যোতি মাখা। আমার চক্ষের ভ্রম মনে করিয়া চক্ষু রগড়াইয়া পরে দেখিলাম মূর্তিখানি আর সেখানে নাই, কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই জ্যোতি তখনও আমার হৃদয় জাগিতেছিল, হৃদয়ে কি এক অপূর্ব শক্তির সঞ্চার হইল, আমি স্থির করিলাম—আর একটু চেষ্টা করিব এবং এইবারে যেদিকে যাইব, তাহার শেষ না দেখিয়া আর অন্য দিকে ফিরিব না। এই ঠিক করিয়া আমার কুঠারখানা ও কমণ্ডটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে অবতরণ করিলাম এবং তৎপর কেবল দক্ষিণ দিকেই হাটিতে লাগিলাম। অনেক দূর চলিয়া গেলাম, কিন্তু আর সে মূর্তিখানি নয়ন গোচর হইল না। তবে কতকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম—একটি অস্পষ্ট পথ চিহ্ন। আমি তখন সেইটি ধরিয়া অতি সাবধানে চলিতে লাগিলাম। সুখের বিষয় চিহ্ন মাত্র রাস্তা ক্রমে চওড়া হইতে লাগিল। আমার আনন্দের সীমা রহিল না, আমি উৎফুল্ল প্রাণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম—অদূরে একটি উট ঘাস খাইতেছে। মনে হইল, তবে নিশ্চয়ই নিকটে লোকালয় আছে। তখন অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং দেখিলাম—দক্ষিণ দিকে অনেক দূরে লোকালয়ের ছায়া মাত্র পরিদৃশ্যমান। আমি তখন প্রায় ছুটিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলাম।

এক ঘণ্টার কম সময়ে সেই স্থানে পৌঁছিয়া আমি জল—জল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমার চীৎকারে দুইটি

কুকুর তাহাদের প্রভুর বাড়ীতে চোর আসিয়াছে ভাবিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল। আমি কুঠার-হস্তে আত্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং চীৎকার করিতে লাগিলাম। গৃহবাসিগণ তখন ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিল। আমি কহিলাম—জল, জল দাও। আমার আর অধিক ক্ষণ চীৎকার করিতে হইল না, অগৌণে জল আসিল।

আমি এমন জল জীবনে আর কখনও পান করি নাই! কিন্তু এই বার আর ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, আকণ্ঠ পুরিয়া তাহাই পান করিলাম। জল পানান্তে ঐ স্থানেই পড়িয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু গৃহবাসিগণ আমাকে ধরিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাদের খানা 'ছিয়ায়', মানে চটের ঘরে লইয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

প্রায় ২০ মিনিট পরে নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখিলাম, আমার চোক্ষের উপর আর দুইটি চক্ষু নিবদ্ধ ভাবে আমারই মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। তাঁহার মুখে হাসি নাই সে কাঁদিতে ছিল না। মুখ খানি স্থির ও গম্ভির, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ একটু হাসি মাখা। তাঁহার চক্ষু দুইটা উজ্জল। মাথার চুল গুলি বিন্যস্ত নয়, অবিন্যস্ত। কিন্তু তাহাই যেন তাঁহার সৌন্দর্য্যের আধার। আমার মাথাটী আপন অঙ্কে রাখিয়া আপনি মুর্ত্তিময়ী দয়া আমায় ব্যজন করিতে ছিল। দেখিলাম, অতি অনিন্দ্যনীয় মুর্ত্তি! চিনিলাম এ সেই! আমি আবার তন্দ্রাভিভূত হইলাম।

বন্দিরূপে

আফ্রিদি হস্তে।

পুনরায় নয়ন উন্মিলন করিয়া আর মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাইলাম না। যাহাই হউক, তখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলাম, সুতরাং উঠিয়া বসিলাম এবং সঙ্গে যে আর একটু রুটী ছিল, তাহাই খাইতে লাগিলাম। গৃহবাসিগণ তাহা দেখিয়া নূতন রুটী, দুগ্ধ এবং যথেষ্ট দুধের সর আনিয়া দিল, আমি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম।

এটিও একটি মালদারের আড্ডা। মালদার পার্শিয়ান নয়, বেলুচ। তাহার তিন চারিটি ছেলে। ছেলেদের কাহার বয়সই ত্রিশ বৎসরের কম নয়। আহারান্তে আমি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—পরবর্ত্তী বিশ্রামস্থান এখান হইতে কত দূর? বৃদ্ধ মালদার উত্তর করিল—"১২।১৪ মাইলের বেশী হইবে না।" তখন বেলা প্রায় ২টা বাজিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—এই বেলায় সেখানে যাইয়া কুলাইতে পারিব?

বৃদ্ধ-মালদার—হাঁ, পারিবে।

আমি—সেস্থানে জল আছে তো?

বৃদ্ধ—আছে।

আমি—ঘর আছে কি?

বৃদ্ধ—আছে বোধ হয়, না থাকিবে কেন? হামেসা লোক যাতায়াত করিতেছে, না থাকিবার কারণ কি?

আমি—সেথায় লোক জন আছে ?

বৃদ্ধ—পথিক লোক প্রায়ই তথায় অবস্থান করে।

আমি—তথায় সরকার হইতে নিযুক্ত কোনও লোক আছে ?

বৃদ্ধ তখন একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—"ঠিক জানি না, বোধ হয় আছে।"

অতঃপর আমি আর কোন্ কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহার পুত্রদের একজনকে আমায় পথ দেখাইয়া দিতে বলিলাম, সে তাহাই করিল। তৎপর আমি আবার রাস্তা চলিতে লাগিলাম।

অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া সন্ধ্যার সময় একটি পর্ব্বতময় স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটির পশ্চিম দিকে ক্রমোন্নত একটি পর্ব্বত দণ্ডায়মান, উত্তর দিক অদূরেই পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ; পূর্ব্ব-উত্তর দিক একটি পতিতপর্ব্বতে বেড়া দেওয়া রহিয়াছে। কেবল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকটি মাত্র কতক দূর পর্য্যন্ত খোলা। আমি রাস্তা দিয়া আসিতেই ডান দিকে একটি কূপ দেখিলাম। নিকটে গিয়া দেখিলাম কূপে জল আছে। ভাবিলাম—তবে কি এইটি সেই স্থান ? এখানে কোনও ঘর দরজা নাই, কেহই এখানে থাকে না; কেবল দুস্তরে পতিত পথিকগণই বোধ হয় দুই এক সময়ে থাকিতে বাধ্য হয়। আমি এখানে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া ভাবিলাম—ইহার পর যদি সম্মুখে সকালে জল না পাই তাহা হইলে মহা-মুস্কিলে পড়িতে হইবে। সুতরাং এস্থলে অবস্থান করাই উচিত। এবং তাহা হইলে কূপ হইতে জল উঠাইয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আঁধার হইবার পূর্ব্বেই আহারাদি শেষ করা বিধেয়।

এইরূপ স্থির করিয়া কূপ হইতে জল উঠাইতে মনন করিলাম, কিন্তু কূপ হইতে কিরূপে জল উঠান যাইতে পারে তাহাই ভাব্য। কেন না, আমার সঙ্গে কোন রশি ছিল না।

সময়ে সময়োচিত বুদ্ধি হইয়া থাকে। আমারও তাহাই হইল। আমার সঙ্গে চারিখানা রুমাল ছিল। সেই চারিখানা রুমাল পরস্পর সংযোগ করিয়া তাহাতে আমার কুঠারির হাতা খানা বাঁধিলাম এবং তাহার সহিত আমার করঙ্গটী ঝুলাইয়া দিয়া অনেক কষ্টে জল উঠাইয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া শেষে সঙ্গে যে সামান্য রুটী ছিল তদ্বারা কতক পরিমাণে উদর পূর্ণ করিলাম এবং তৎপরে নিকটবর্ত্তী একটি ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিয়া চারা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আমার চারিদিকে একটু বেড়া দিয়া কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিলাম। মনে করিলাম—যদি কোন জীবজন্তু অথবা মানুষে আমার অনুসন্ধান পাইয়া আমাকে রাত্রিকালে আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে এই বেড়া একটু পরিমাণে তাহাদের গতি রোধ করিতে পারিবে। এই বেড়া ভাঙ্গিতেই যে শব্দটুকু হইবে তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিবে, এবং বেড়া ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে যে সময় লাগিবে সেই সময়টুকুতে আমি পলায়ন করিতে সক্ষম হইব।

যাহাই হউক, শয়নের পর অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিলাম না, নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সব ঘটনার সংঘটন ! কি অচিন্তনীয় ব্যাপার !! নিরাপদে নিদ্রিত আমি জাগরণে বন্দি !!!

আজ এই সময়েও সেই সুদূর প্রবাসের অভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলীর বিষয় চিন্তা করিতেও হৃদয় ভীত ও কম্পিত হয়। আজও সেই দিনের সেই দৃশ্যটি কল্পনা-চক্ষে দেখিতেও ভীত ও চমকিত হইতে হয়। সেই বৈশাখ-প্রভাতের অভাবনীয় ঘটনার চিত্রটী চিন্তা করিতে আজও প্রাণ চমকিত হয়!

প্রভাতের একটু পূর্ব্বে উষ্ট্র-গল-ঘণ্টা ধ্বনিতে আমি জাগিয়া উঠিলাম। আমি জানিতাম না আমার সেই জঙ্গলাবাসের স্থান হইতে পরবর্ত্তী বিশ্রাম-স্থান "বান্দো" কত দূরে অবস্থিত। সুতরাং উষ্ট্র-গল-ঘণ্টা-ধ্বনি শ্রবণে জাগরিত হইয়া কোনও একটি ক্যারাভান আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া আমি বান্দো এখান হইতে কতদূর জানিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বান্দো এখান হইতে কতদূর? আমি তখন জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। এই সময় ক্যারাভানওয়ালাগণের দুই জন লোক আমার নিকট আসিল এবং এই জঙ্গলে আমাকে একাকী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যাহাই হউক, আমি তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা ইহার উত্তরে যেরূপ ভাব দেখাইল, তাহাতে আমি তাহাদিগের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিয়া একটু উত্তেজিত হইয়া কহিলাম—তোমরা এরূপ করিতেছ কেন? তাহারা আমার এই ব্যবহারে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং আমাকে ব্রিটিশের গুপ্তচর মনে করিয়া বন্দি করিয়া উটে চড়াইয়া লইয়া চলিল।

ভাল ও মন্দ সকল জাতির মধ্যেই থাকে, ইহাদেরও তাহা

আছে। এই দলের মধ্যে যে ২।১ জন ভাল লোক ছিল তাহারা আমার হইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু অনেক দুঃখের বিষয়, কিছুতেই আমাকে মুক্তি দিতে পারিল না। সুতরাং ক্ষণ-কাল পর তাহারা নিরস্ত হইল। আমি নিরুপায় হইয়া তবুও ভাবিতে লাগিলাম—"কি উপায় হইতে পারে?"

এই ক্যারাভানে প্রায় ২০০ শত উট ছিল এবং প্রায় ৫০ জন লোক ছিল। ইহারা আফ্রিদি। ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্থান এই দু'য়ের মধ্যে কতকটা পার্ব্বতীয় প্রদেশে ইহারা বাস করে। ইহারা বড়ই স্বাধীনতাপ্রিয়, এবং সেই জন্য যদিও তাহাদের তেমন অস্ত্র শস্ত্র নাই এবং অর্থবলও তদ্রূপ, তথাপি আজও কেহ তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারে নাই।

আমি সেই আফ্রিদিদিগের হস্তে পতিত! আমার উকিল বৃদ্ধটি অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিল যে সে আমাকে কিছুতেই তাহাদের হাত হইতে মুক্তি দিতে পারিল না, তখন সে নিজে ফকিরের অভিসম্পাদ হইতে মুক্তিলাভ করণার্থে আমাকে নানা-প্রকার মিষ্টি কথায় সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইল। আমিও মনে মনে আপনার পথ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

"প্রথমে যতকিছু কারণ দেখাইয়া তর্ক কর, যদি তাহাতে শত্রুর সন্তুষ্টি সাধন করিতে না পার, তাহা হইলে শক্তিপ্রয়োগ কর। যদি যথেষ্ট শক্তির অভাবে তাহাতেও অক্ষম হও, তখন তোমার বুদ্ধি, কল, কৌশল, যে কোন প্রকার উপায়ে শত্রুকে আপন হস্তগত কর।" এই পৃথিবী কেবল সরল এবং সাধু ব্যক্তিদিগের নয়; কাজে

কাজেই কেবল সরলতা ও সাধুতা উদ্দেশ্য সাধনে সর্ব্বদাই সাহায্য-কারী হইতে পারে না, হয় না ; বরং অনেক সময়ে বিশেষ দোষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়—কোন কোন সময়ে উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ হইয়া পড়ে। সুতরাং আসল কথা এই যেখানে যেরূপ দরকার, তাহাই কর। যে কোনও রূপে হউক কার্য্য সম্পাদন করাই আসল কথা। প্রত্যেকটী সফলতাই কার্য্য সাধনে যথেষ্ট সাহায্যকারী হয়। পৃথিবীতে কৃতকার্য্যতা অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইবার অন্য ভাল উপায় খুব কম আছে।" একদিন নিউইর্ক মহানগরীতে রাত্রি-কালে একজন আমেরিকান্ কনেষ্টবল কোনও এক উপলক্ষে এই কথাগুলি আমাকে বলিয়াছিল। আফ্রিদি হস্তে পতিত হইয়া এই সুদূর পূর্ব্ব-দক্ষিণ পাশিয়ায় আজ সেই কথাগুলি ধীরে ধীরে মনে হইতে লাগিল।

যখন আফ্রিদিগণ আমাকে ধরিল, প্রথমে আমি তাহাদিগের সহিত নানারূপ কারণ দর্শাইয়া তর্ক করিতে লাগিলাম, কিন্তু অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে আমার তর্ক শুনিবার লোক তাহারা নয়, সুতরাং তর্কে আমার বিশেষ কোন উপকার হইবার নয়। তৎপরের উপায়—শক্তি প্রয়োগ করা। তাহাও ছিল না। আমার লোকজনও ছিল না, বারুদ বন্দুকও ছিল না। কেবলমাত্র হাতে যে 'দরবেশী' কুঠারখানা ছিল, তাহা তাহারা পূর্ব্বেই কাড়িয়া লইয়াছে। তবে আমার আর কি উপায় ছিল ? কিছুই নয়, কেবলমাত্র ফকিরের ফকিরাস্তি। মানে ফকিরাস্তির ভয়প্রদর্শন করা। আমি ইতিপূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম আমার উকিল বৃদ্ধের

ভিতর সেই ভয়টুকু ছিল। সুতরাং আমি সেইটি অবলম্বন করিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্যারাভানটি অতিশয় বড় ছিল। উটের লাইনটী নিতান্ত পক্ষে একমাইলের কম হইবে না। যে দুই তিন জন আফ্রি'দি আমাকে বন্দী করিয়াছিল তাঁহারা আমাকে বৃদ্ধ আফ্রিদির হাওলা করিয়া দিয়া তাহাদের উটের সঙ্গে লাইনের অগ্রভাগের দিকে চলিয়া গেল আমি বৃদ্ধের নিকট রহিলাম। বৃদ্ধ পূর্ব্বেই আমার অভিসম্পাদের ভয়ে ভীত হইয়াছিল। তাহার সহিত আমি একটু মিষ্টি মিষ্টি আলাপ করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইলাম, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে আবার কিঞ্চিৎ ভয়প্রদর্শন করাইলাম। ধর্ম্ম ভীরু বৃদ্ধ আসন আনিয়া উটকে বসাইল এবং আমাকে কহিল "শীঘ্র পালাও"। আমি কহিলাম—তুমি ইহাদের নিকট কি জবাব দিবে? সে উত্তর করিল "ও কাজ আমার, তুমি শীঘ্র পালাও।" আমি তখন তাহার উপদেশ অনুযায়ী সত্বর পলায়ন করিলাম এবং অল্পদূরে এক পর্ব্বতের আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। ক্ষণকালের জন্য দেখিতে লাগিলাম— কেহ আমার অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে কি না। কিন্তু দেখিলাম কেহই সে সময়ে আর আমার অনুসরণ করিতেছিল না। সুতরাং কিছুক্ষণ এই অবস্থায় লুকাইয়া থাকিয়াই তৎপর জীবনপণ করিয়া উদ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলাম। এক ঘণ্টাকাল পরে যেস্থানে আমি পূর্ব্বরাত্রি যাপন করিয়াছিলাম এবং যথায় আমি বন্দী হইয়াছিলাম, তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তখনও যেন তথায় অপেক্ষা করিতে ভীত হইলাম। আমার তখন পিপাসা

হইয়াছিল, পূর্ব্বপরিচিত কূপও নিকটেই দেখিলাম, কিন্তু জল খাওয়া হইল না। কূপ হইতে জল উঠাইতে কেমন ভয় হইতে লাগিল। যে জায়গায় কোনো দিন কোনো ভয়াবহ কিছু ঘটিয়া যায়, পরে তথায় ভয়াবহ কিছু থাক আর নাই থাক, পূর্ব্বকার ঘটনা-স্মৃতিই সেস্থানে পঁহুছিলে ভীত করিতে সক্ষম হয়।

যাহাই হউক, এস্থান পরিত্যাগ করিয়া মাইলাতনেক রাস্তা অতিক্রম করিলে পর আর একদল আফ্রিদির সঙ্গে দেখা হইল। তাহাদের সংখ্যা পূর্ব্ব-দল অপেক্ষা অনেক কম। ইহারা আমাকে আর বেশী কিছু বলিল না, কেবল জিজ্ঞাসা করিল ইতিপূর্ব্বে তাহাদের ন্যায় আর কোন দলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না? উত্তরে আমি তাহাদিগকে অগ্রগামী দলের কথা বলিয়া দিলাম এবং তৎপরে আমার পথে আমি চলিতে লাগিলাম।

আর ৩।৪ মাইল রাস্তা অতিক্রমের পর আর একটি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। এ দলের লোকসংখ্যা ৮।৯ জনের বেশী হইবে না। ইহারা সকলেই অশ্বারোহী। ইহাদের দলপতি একজন পাশিয়ান সিপাহী। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "ফকির, তোমার সঙ্গে কোন ক্যারাভানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?"

আমি—হইয়াছিল।

সিপাই—সেটা কত বড় হইবে ?

আমি—ও' প্রায় ২০০ দুইশত উট হইবে এবং লোকও ৫০ জনের কম হইবে না।

সিঃ—উটগুলা কি বোঝাই করা ?

আমি—কতক বোঝাই করা, আর কতক খালি।

সিঃ—যেগুলা বোঝাই করা তাহাতে কি ছিল?

আমি—ঠিক বলিতে পারি না।

সিঃ—তাহারা কতদুর গিয়াছে?

আঃ—৩০।৩২ মাইলের কম নয়।

সিঃ—আমরা তাহাদিগকে ধরিতে পারিব? আমরা তাহাদেরই লোক।

আঃ—ঘোড়া চালাইয়া গেলে অবশ্য পারিবে। তাহারা কোনো একস্থানে বসিয়া কিছু আহার করিবে ইহা আমি শুনিয়াছি।

আমার তখন তৃষ্ণা হইয়াছিল। দেখিলাম, ইহাদের সঙ্গে জল আছে। সুতরাং জল চাহিয়া লইয়া পান করিলাম। অতঃপর তাহারা আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু আমার সময় নাই, বেলা অধিক হইয়াছে। চলিয়া না গেলে রৌদ্রে বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে, বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দ্রুত চলিতে লাগিলাম এবং ক্ষণকাল পরই পার্ব্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া খোলা প্রান্তরে পঁহুছিলাম। তখন বেলা প্রায় ১০টা ৩০ মিনিট হইয়াছে।

আমি দ্রুতবেগে হাঁটিতে লাগিলাম, এবং শীঘ্রই পুনরায় তৃষিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু প্রান্তরের অপর পার্শ্বে না পৌছিলে আর জল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই জানিয়া আমি আরও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম এবং অতিশয় পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া বেলা প্রায় ২টার সময় প্রান্তরের অপর পার্শ্বে বান্দো ষ্টেসনের একবারে উত্তরের

পারাটিতে পৌঁছিলাম। তথায় প্রবাহমান একটি খালে পরিষ্কার জল পাইয়া যদৃচ্ছা পান করতঃ নিকটেই সুন্দর শস্যক্ষেত্র পরিবেষ্টিত একটি বৃক্ষের নীচে শয়ন করিয়া ক্লান্তিতকায়া শীতল করিতে লাগিলাম।

ঐদিন ঐস্থান হইতে আর অন্যত্র যাইবার ক্ষমতা ছিল না, গেলামও না; নিকটে কোনো একটা আফগান আড্ডায় নিমন্ত্রিত হইয়া সে রাত্রি তাহাদের তথায় কাটাইলাম এবং তৎপর দিন সকালে উঠিয়া বান্দৌ অভিমুখে ধাবিত হইলাম।

শ্বেতাঙ্গকে শক্তকথা।

বেলা প্রায় ৮টার সময় আমি বান্দৌতে উপস্থিত হইলাম। বান্দৌ একটি সহর নয়, কিন্তু একটি সুন্দর সমৃদ্ধিশালী পল্লী। ইহার চতুর্দ্দিকই খেজুর বৃক্ষে পরিশোভিত। পূর্ব্বদিকে একটি নদী দক্ষিণ দিক হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে সামান্য মাত্র জল আছে। বান্দৌ হইতে চিগান ৪০ মাইলের কম হইবে না। ইহার মধ্যে আর কোনও লোকালয় নাই, কেবল মরুভূমি। তবে প্রায় ১৫ মাইল দূরে একটি কূপ আছে। তথায় বসিয়া লোকে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে বটে। আমি একটি দোকান ঘরে বসিয়া এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি এমন সময় দেখিলাম একটি শ্বেতাঙ্গ সাহেব কয়েকজন সিপাহী সহ বান্দৌ এ আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকটেই একটি তাঁবু ছিল। শ্বেতাঙ্গটি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। তিনি আমাকে অতিক্রম করিয়া যাই-

বার সময়ই দেখিলাম কুটীল দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাইয়া গেলেন। তাবুতে পৌঁছিয়াই একজন সিপাহিকে তিনি আমাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আমি অবিলম্বে সম্মুখে হাজির হইলাম। তখন একজন পার্শিয়ান সিপাহী শ্বেতাঙ্গের আদেশে আমার নাম, ধাম, আগমন এবং গন্তব্যস্থান জিজ্ঞাসা করিল। আমি "আমি ভারতবাসি ইংরেজের প্রজা, আর এটি পারশ্য দেশ। 'আমি কে, কি করি, কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায়ই বা যাইব' এ সমস্ত ভারতগভর্ণমেন্টের লোক কোন ইংরেজ কর্ম্মচারি, অথবা যেহেতু এখন আমি পারশ্য দেশে আছি, সুতরাং পারশ্যাধিপতির কর্ম্মচারি কোন পার্শিয়ান যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহা করিতে পারে, কিন্তু একজন রুশিয়ানের আমাকে এ সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার এখানে কি ক্ষমতা আছে? আমি তাহার এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি, সুতরাং দিব না।" বলিয়া তাঁবুর সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিলাম, শ্বেতাঙ্গপ্রবর বকম দেখিয়া হা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আর ফিরিয়াও চাহিলাম না, সোজা পুনরায় দোকান ঘরে আসিয়া দ্বিপ্রহরের আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

মরুভূমিতে পথ-ভ্রষ্ট।

দিনেরবেলায় এই সুদীর্ঘ মরুভূমিতে পথ অতিক্রম করিতে অতিশয় কষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া রাত্রিকালে পথ চলিতে মনস্থ করিলাম এবং আহারাদি সমাপ্ত ঐখানেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অতঃপর যেমন সূর্য্যদেব ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিলেন, আমিও পথ চলিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম এবং সূর্য্যাস্তের ঠিক পূর্ব্বেই বান্দো পরিত্যাগ করতঃ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চিস্থানে পৌঁছিবার পথ অনুসরণ করিতে লাগিলাম। আমার বান্দো ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেব অস্তাচলে অস্তমিত হইলেন, আমি তখন শীঘ্র শীঘ্র পথ চলিতে লাগিলাম। তিন চারি মাইল রাস্তা অতিক্রম করার পর ছোট একটি দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা ফকিরকে একাকী সুদূর মরুময় প্রান্তর অতিক্রম করিতে যাইতে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কিন্তু শেষে "খোদার বান্দা, খোদাই রক্ষা করিবেন" বলিয়া সেলাম করিয়া বিদায় হইল. আমি আমার পথ অনুসরণ করিলাম। প্রায় ২।৩ ঘণ্টাকাল পথ চলার পর একটী শুষ্ক-বক্ষা নদী পার হইতে আমি রাস্তাটি ভুলিয়া গেলাম, পরপারে উঠিয়া আর পথ দেখিতে পাইলাম না। তবে যে সামান্য চিহ্নমাত্র পথ দেখিলাম, তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। কতকদূর চলিয়া গেলে সেই চিহ্নমাত্র পথও অদৃশ্য হইয়া গেল, আমি তখন ছুটাছুটী করিয়া এদিকে ওদিকে হারান পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম;

কিন্তু তাহা আর খুঁজিয়া পাইলাম না। সেই নদীপার হওয়ার সময় হইতেই, যে টেলিগ্রাফের খোটা একমাত্র সহায় মনে করিয়া চলিয়াছিলাম, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি, আর খুঁজিয়া পাইলাম না। তখনও অন্ধকার ছিল। তাই মনে হইল—অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিবে; সুতরাং যে পর্য্যন্ত না চাঁদ উঠে, সে পর্য্যন্ত কোন একস্থানে অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য চাঁদ উঠিলে জ্যোৎস্নালোকে ধরা আলোকিত হইলে তখন রাস্তা খুঁজিয়া লইয়া তৎপর পথ চলা যাইবে। এইরূপ ঠিক করতঃ কম্বলখানা বিছাইয়া লইয়া সেই অন্ধকার আবৃত সুবৃহৎ প্রান্তর মধ্যে করঙ্গটি উপাধান করিয়া শয়ন করিলাম এবং আকাশে নক্ষত্রনিচয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই পূর্ব্বাকাশ আলোকিত হইয়াছে কিনা দেখিতে থাকিলাম। তখন কত কি মনে হইতে লাগিল, কত কি এই হৃদয়পটে উদিত হইতে লাগিল। হায়, সেই দিন, আর এই দিন! সেই ভারতবর্ষে বাল্যজীবন, সেই প্রশান্ত মহাসাগর, সেই আমেরিকা, সেই আটলাণ্টিক মহাসাগর—আর—আরও কত কি! আবার—তেহারণে, অশ্বপৃষ্ঠে একাকী সেই বরফ-বসনা প্রান্তরে, মেসেদ্, হেরাতে কারাবাস এবং তৎপরে উত্তপ্ত বালুর পাহাড়ের উপর প্রাণাশঙ্কা, দুর্দ্দান্ত আফ্রিদি হস্তে বন্দি, আর আজ এই অন্ধকারাবৃত রজনীতে সুবৃহৎ মরুময় প্রান্তরে একাকী হেথায় শায়ীত! উঃ কি ভীষণ, জীবন বাস্তবিকই কি ভীষণ! কি দুরূহ!! কি দুর্জ্ঞেয়!!! এমন না হইলে, জীবন বহন করিয়া কি সুখ? এমন না হইলে জীবনে জীবনত্বই বা কি? আমি যথার্থই বলিতেছি, আমি হাজার

ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা হইলে কখনও সুখী হইতে পারিতাম না, কেননা, তাহা হইলে জীবনটা কি তাহা শিখিবার কিম্বা বুঝিবার অবসর পাইতাম না। মানুষ কে, কেমন এবং কি উপায়ে প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে ও প্রকৃতসুখে সুখী হইতে পারে তাহা কখনই বুঝিতে পারিতাম না। জীবনের উদ্দেশ্য ধন সম্পত্তি কিম্বা টাকা পয়সা নয়, জীবনের উদ্দেশ্য জীবন কি তাহাই বুঝা।

যাহাই হউক, অনেকক্ষণ পর চন্দ্রোদয় হইল কিন্তু পথ আর দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। একটু দুঃখিত হইলাম এবং একটু ব্যস্তও হইলাম বটে, কিন্তু হতাশ হইলাম না, চিন্তা করিতে লাগিলাম—কি করা কর্ত্তব্য?

আমার দিক ঠিক ছিল। মনে হইল, এখান হইতে 'চ-স্থান' ঠিক পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে। চাঁদও প্রায় পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে উদিত হইলেন। সুতরাং আমি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া সেই দিক ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কিন্তু অনেক ক্ষণ চলিয়াও সে শুষ্ক-বক্ষা নদী ছাড়িতে পারিলাম না। কতবার নদী ছাড়িবার জন্য কোণাকোণি ও এদিক ওদিক বন-জঙ্গল এবং প্রান্তর কত কি পার হইয়া চলিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে নদী ছাড়িতে পারিলাম না। যে দিকেই যাই, অবশেষে গিয়া সেই নদীতেই পড়ি—কি ভয়ঙ্কর! এ কি ভবের চক্র, যে, যে দিকেই যাই সেই দিকেই নদী! সমস্ত রাত্রি এই ভাবে ঘুরিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই নদীও ছাড়িতে পারিলাম না, রাস্তাও খুঁজিয়া পাইলাম না এবং টেলিগ্রাফ-পোষ্টও আর দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। সমস্ত রাত্রি এই

ভাবে কাটাইয়া প্রভাতের পূর্ব্ব সময় অতিশয় ক্লান্ত হইয়া কম্বল বিছাইয়া নদীবক্ষে শয়ন করিলাম।

অধিকক্ষণ এইভাবে থাকিতে পারিলাম না। কেননা, দেখিলাম—পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়াছে, শীঘ্রই সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া ক্রমে তেজোময় হওতঃ প্রচণ্ডকিরণে এই মরুপ্রদেশ দগ্ধ করিতে থাকিবেন। সুতরাং আর অপেক্ষা না করিয়া পথ চলাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া উঠিয়া পূর্ব্বদিক চাহিতে চাহিতে দৌড়াইতে লাগিলাম। অতি শীঘ্রই তরুণ তপন পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন। আমি ভীতচিত্ত ও ক্লান্তকলেবরে আরও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। অতি শীঘ্রই দিবাকর প্রখর তেজ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় দক্ষিণদিকে চাহিয়া দেখিলাম, প্রায় ৩ মাইল দূরে একটি জন্তু পূর্ব্বদিক হইতে আস্তে আস্তে পশ্চিমদিকে যাইতেছে। দূর হইতে দেখিয়া মনে হইল, যেন একটি ঘোড়া রাজপথ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। প্রাণ তখন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, ভাবিলাম—তবে বুঝি রাস্তা পাইলাম। সুতরাং তখন সেই দিকে ছুটিতে লাগিলাম; কিন্তু আমি যতই জন্তুটির নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই সে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং অবশেষে দেখিলাম, সেটি ঘোড়া নয়, হরিণ। অতএব আর অগ্রসর না হইয়া গতি ফিরাইয়া পুনরায় পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম।

কিন্তু মনে হইল, যেহেতু হরিণ এখানে বিচরণ করিতেছিল সুতরাং নিকটে কোন স্থানে জল আছে। আমি তৃষিত হইয়াছিলাম, কাজেকাজেই জল অন্বেষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু

অচিরেই আমাকে সে আশায় নিরাশ হইয়া আমার দিকে চলিতে হইল।

আরও কতকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, যেন, দূরে বৃক্ষ-ডালে একখানা কাপড় ঝুলান রহিয়াছে। সুতরাং আবার ভাবিলাম—ঐ স্থানে কোন মানুষ চারারাছে কাপড় ঝুলাইয়া রাখিয়া অন্য কোন কাজ করিতেছে, ঐ স্থানে বোধ হয় জল পাওয়া যাইতে পারিবে। সুতরাং তখন আবার সেইদিকে চলিতে লাগিলাম। এবারও অনেকদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু পরে দেখিলাম যে উহা কাপড় নয়, শ্বেত-বক্ষ হরিণ মস্তক উন্নত করিয়া আমার গতি লক্ষ্য করিতেছিল তাই ঐরূপ দেখা যাইতেছিল। কিন্তু আমি নিকটবর্তী হইতেছি দেখিয়া যখন সে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল তখন আমার ভ্রান্তি দূর হইল, কিন্তু আশা হইল—নিকটে কোথায়ও জল থাকিতে পারে। আবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে আশায় হতাশ হইলাম।

বেলা তখন প্রায় ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। দিবাকরের প্রখর তেজে শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু জল কোথায়! জল পাইবার তো কোনো আশাই করা যাইতে পারে না। তখন মনে হইল, অগত্যাপক্ষে যদি কোথাও কোন একটী বৃক্ষের নীচে বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও অনেকটা উপকার হইত। কাজেকাজেই তখন কোথাও তেমন বৃক্ষ আছে কিনা তাহারই খোঁজ করিতে লাগিলাম। সুতরাং একটু উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লক্ষ্য

করিতে লাগিলাম এবং দেখিলাম উত্তর-পূর্ব্বকোণে অনেকদূরে সেরূপ একটি গাছ আছে। আমি তখন আনন্দিত হইয়া সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম। কিন্তু তন্নিকট উপস্থিত হওয়া দেখিলাম, সেই বৃক্ষটাও তেমন একটি বৃক্ষ নয়—সামান্য একটি চারাগাছ মাত্র। তাহার ছায়ায় কায়া রক্ষা করিয়া শান্তিলাভ করা অথবা ক্লান্তি দূর করা দুঃসাধ্য। উচ্চ ভূমির উপরে অবস্থিত বলিয়াই দূর হইতে বালুরাশির উপর দিয়া অত বড় দেখাইতেছিল। যাহাই হউক, এই আশায় হতাশ হইয়াও আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম আর কোথায় কোন বৃক্ষ পরিলক্ষিত হয় কিনা? এইবার আমার সৌভাগ্যের উদয় হইল, চাহিয়া দেখিলাম—উত্তরদিকে অনেকদূরে একটি খুঁটার মত কিছু দৃষ্ট হইতেছিল। আশায় প্রাণ উৎফুল্ল হইল, আমি ছুটিয়া সেইদিকে চলিতে লাগিলাম। আমার আশা-বৃক্ষ ফলবান হইল, দেখিলাম- ইহাই সেই পূর্ব্বের টেলিগ্রাফ পোষ্ট। আরও নিকটে পঁহুছিয়া দেখিলাম ইহার নিকট দিয়াই রাস্তা চলিয়াগিয়াছে। আমি যে তখন কত সুখি হইলাম তাহা একেবারে অবর্ণনীয়। মরুভূমিতে রাস্তা হারাইয়া ১৪ ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর রাস্তা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে পথিক যে সুখ অনুভব করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। রাস্তা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া যে আমি কতদূর আনন্দিত হইলাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

যাহাই হউক, বহু পরিশ্রমের পরে, বহু কষ্টের পর, একটু বিশ্রাম লইতে প্রয়াস পাইলাম। প্রচণ্ড রবি প্রখর তেজ বিকিরণ

করাতেই তাহারা মনে করিল আমি তাহাদের উটে চড়িয়া যাওয়ার আশায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। কাজে কাজেই তাহারা যে যাইবে তাহাই অস্বীকার করিল। আমি তখন একথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম যে আমি তাহাদের উটে আরোহণ করিতে অভিলাষ করি না, কেবল মাত্র তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাই। তখনও তাহারা পাছে আমি সঙ্গে গেলে, কখনও তাহাদের নিকট জল চাই, এ আশঙ্কায় তাহাতেও রাজি হইল না, বলিল—"তুমি তোমার মত চলিয়া যাও, আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না, আমরা যাইব না।" তাহাদের দলে প্রায় দুই শত লোক ছিল, ইহাদের অনেককেই জিজ্ঞাসা করিলাম এবং প্রায় সকলেই এই একইরূপ উত্তর করিল।

আমি তখন ভাবিলাম—ইহাদের সঙ্গে না যাওয়াই ভাল। কেন না, এ প্রকার পাষণ্ডদের সঙ্গে পথ চলা নিশ্চয়ই বিপদ জনক। সুতরাং একাকী যাওয়াই কর্ত্তব্য, অতএব তাহাই করিব। এইরূপ স্থির করতঃ আর কাল বিলম্ব না করিয়া তখনই সামান্য জিনিস পত্র যাহা কিছু ছিল তাহা সঙ্গে লইয়া সেই ঘোর অন্ধকার রজনীতে একাকী রোবাত হইতে লুকি অভিমুখে রওনা হইলাম।

রোবাত হইতে প্রায় দুই মাইল রাস্তা পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেলেই সদর রাস্তাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে চলিয়া যায়, অপরটী আফগানিস্থান অভিমুখে অগ্রসর হয়। আমি এই সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হইয়া রাস্তা মনোনীত করিতে ভুল করিয়া

আফগানিস্থানের রাস্তায় চলিয়া গেলাম। এই রাস্তাটী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই যেন কেবলই পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল এরূপ অনুমান করিতে লাগিলাম। তখন আমি পথের সঙ্গমস্থল হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তথায় ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে তখন কম মুস্কিলের কথা নয়। কিন্তু অগ্রসর হইতেও আমি ঠিক রাস্তায় আসিতেছি কি না বুঝিতে না পারায় বিপদ জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কাহারও নিকট পথ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে কি না এই জন্য ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? ঘোর অন্ধকার রজনী—তাহাতে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ! রাস্তায় তখন লোক নাই, লোকালয়ও অতি বিরল। কিন্তু কি করিব, যাইতে হইবে! সুতরাং নানারূপ ভাবিয়া শেষ আমি সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং পথের পার্শ্বে কোথায়ও লোকালয় আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

এইরূপে অনেক দূর অগ্রসর হইলে পর বহুদূরে কুকুরের ক্রন্দন শ্রুতি গোচর হইল। আমি আশায় উৎফুল্ল হইয়া সেই দিকে ছুটিয়া চলিতে লাগিলাম এবং 'এদিকে কে আছে, কে আছে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। এইরূপে কতক দূর অগ্রসর হইলে পর আমার চীৎকারধ্বনি কুকুরের কর্ণে প্রবেশ করিল, সে তখন ভয়ঙ্কর রূপে ডাকিতে লাগিল। কুকুরের এই ভাব দেখিয়া গৃহস্থের চেতনা হইল, সে পথিক বিপদগ্রস্থ মনে করিয়া অগ্রসর হইল এবং কুকুরকে থামাইয়া আমার ডাকের সাড়া দিল। তৎপর আশ্বাসবাণীতে

আমাকে তাহার নিকটে যাইতে বলিল। আমি যেন তখন হাতে চাঁদ পাইলাম এবং উঠি পড়ি করিয়া ছুটিয়া তাহার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করতঃ তাহার দিকে চলিলাম। প্রায় দশ মিনিট পর আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তথা হইতে রাস্তার পার্শ্বে পাহাড়ের উপর তাহার আড্ডায় উঠিতে আরও প্রায় দশ মিনিট সময় অতিবাহিত হইল। তথায় পঁহুছিয়া দেখিলাম, তাহারা আফগান মালদার। আমার ভয় ভাবনা তখন মিটিয়া গেল, আমি সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলাম। তাহারা অতিশয় যত্ন সহকারে আমাকে সে রাত্রির জন্য আশ্রয় দিল এবং পর দিন সকাল বেলায় তাহাদের এক জন লোক দ্বারা পার্ব্বত্যপথ দিয়া আমাকে মুস্কির পথ দেখাইয়া দিল, আমি কৃতজ্ঞমনে মুস্কির সড়কে চলিতে লাগিলাম।

পাঠক! মরুময় বেলুচিস্থান সম্বন্ধে আর কি বর্ণনা করিব। সে সুদীর্ঘ অথচ অনাবশ্যকীয় পথের পরিচয়ে বিরক্ত করিয়া কি লাভই বা হইবে। সুতরাং চলুন, আমরা কয়েকটী মাত্র বিষয় অবগত হইয়াই ইহা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাই।

আমি প্রায় সকল সময়ই একাকী পথ চলিতাম। কেন না, কোন দলের সঙ্গে চলিতে হইলে দলের মতে মত মিশাইয়া চলিতে হয়। সেটী সহজ ব্যাপার নহে। এই পথে চলিতে এক উঠওয়ালাদের সঙ্গ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের সহিত হাটিয়া পথ চলা বড়ই কঠিন। কেন না, তাহারা অতি ধীরে পথ চলিয়া থাকে। কিন্তু এক ষ্টেসন হইতে রওয়ানা হইয়া অপর ষ্টেসনে

না পৌঁছা পর্য্যন্ত অন্য কোথায়ও থামে না। পায় হাটিয়া সেরূপ চলা মুস্কিল, বিশ্রাম করা দরকার। কাজে কাজেই আমি তাহাদের সঙ্গে না চলিয়া একাকী রাস্তা চলিতাম। একটু তাড়াতাড়ি হাটিয়া প্রত্যেক ৪।৫ মাইল রাস্তা অতিক্রমের পর একবার ৪।৫ মিনিট সময় বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে থাকিতাম।

মরুভূমিতে পথ চলিতে হইলে জল সঙ্গে থাকা নিতান্ত দরকার। প্রথমে আমার সঙ্গে একটি ক্যান্‌ভাসের ব্যাগ ছিল। তাহাতে করিয়া জল বহন করিতাম। কিন্তু সেটী পুরাতন ছিল বলিয়া অল্প কয়দিন পরই ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া গেল। অতঃপর ১টী টিনের কৌটায় সরবত তৈয়ার করিয়া তাহাই বহন করিতাম।

এ রাস্তায় লোকালয় খুব কম আছে। কেবল ২০।২৫। ৩০।৪০, এমন কি ৪৫ মাইল দূরে দূরে ভারত গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত এক একটী বিশ্রামের আড্ডা আছে। ইহার প্রত্যেক তৃতীয় আড্ডায় একটি করিয়া দোকান আছে। এই দোকানে প্রায় সকল প্রকার জিনিসই পাওয়া যায়। দোকানদারগণ প্রায় সকলেই আমাদের পাঞ্জাবী হিন্দু। এখানে এই সমুদয় হিন্দুগণ মুসলমানগণের সহিত যেরূপ আচার-ব্যবহারাদি করিয়া থাকে তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। ইহাদের পরস্পরের ভাব দেখিয়া আমি বাস্তবিকই বড়ই প্রীত হইয়াছি।

যাহাই হউক, এই সমস্ত আড্ডা হইতে জিনিস পত্র বহিয়া লইতে হয়। আমিও তাহা করিতাম।

আমি সর্ব্বদায়ই রাত্রিকালে পথ চলিতাম। সন্ধ্যার পূর্ব্ব সময় আহারাদি সমাধা করিয়া এক ষ্টেসন হইতে রওয়ানা হইয়া সমস্ত রাত্রি পথ পর্য্যটন করিয়া পরদিন সকাল বেলায় অপর ষ্টেসনে পৌঁছিতাম। আমার সঙ্গে রুটি আর সরবত থাকিত, মধ্য রাত্রে ইহা দ্বারা একবার জলযোগ করিতাম। পরবর্ত্তী ষ্টেসনে পৌঁছিবার পর আবার রুটী ও সরবতে জলযোগ করিয়া সরায়ে ঘুমাইয়া পরিতাম, এবং পুনরায় ২।৩টার সময় উঠিয়া রুটী তৈয়ার করিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বে অথবা পরে পুনরায় পথ চলিতে থাকিতাম।

রাস্তায় অনেক আড্ডায়ই পাঞ্জাবিগণ আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়াছে। অনেকে আমাকে ফকির জানিয়া অর্থকড়ি দ্বারাও সাহায্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। আমি নিতান্ত ঠেকিয়া না পরিলে (কেন না, তখন আমি ফকির বেশধারী) কখনই গ্রহণ করিতাম না।

এই সমুদয় আড্ডার কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রায়ই পাঞ্জাবী মুসলমান। ইহাদের নিকট অনেক সময় আমি খুব বেশী যত্ন পাইয়াছি।

এইরূপ ভাবে এবং এই প্রকার অবস্থায় পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় ২৬ দিন সময়ে আমি রোবাত হইতে ন্নুস্কিতে পঁহুছিলাম।

নুস্কি কোয়েটা নগর হইতে দক্ষিণদিকে রেলওয়ে ট্রেণ যোগে ৪।৫ ঘণ্টার রাস্তা। নুস্কি নূতনস্থান, কেবল জমকান হইতেছে। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে বন্দর অনেকদূরে অবস্থিত।

আমি সন্ধ্যার পূর্ব্ব সময় আসিয়া নুস্কিতে পঁহুছিলাম। বড়

ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং এখান হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে বন্দরে আর তখন কে যায়। কাজেকাজেই ষ্টেসনে থাকাই যুক্তিযুক্ত করিলাম।

'দালবান্দি' হইতে একটি মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গ ধরিয়া ৪।৫ দিন তাঁহার সঙ্গেই পথ চলিতেছিলাম। ভদ্রলোকটী অতি সামান্য ইংরেজী জানেন। তিনি এই লাইনে একজন কণ্ট্রাক্টার। বয়সে তিনি প্রায় বৃদ্ধ, কিন্তু অতিশয় ভদ্র। তিনি একজন রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার, সুতরাং ষ্টেসন কম্পাউণ্ডের ভিতরে স্থান পাইলেন এবং আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করিলেন। আমি তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহার সঙ্গেই থাকিতে গেলাম। কিন্তু 'আমি ভারতবর্ষের নিকট আসিয়াছি' এই সুখে আত্মহারা হইলাম, বিপদ আমার নিকটবর্ত্তী হইল।

ইতিমধ্যে একজন ছদ্মবেশী পুলিশপুঙ্গবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সমস্ত বেলুচিস্থানে যে সকল পাঞ্জাবী অফিসারগণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, অনেকেই ফকির মনে করিয়া আমাকে ভিক্ষাস্বরূপ সাহায্য করিতে চাহিত। কিন্তু এই ভিক্ষা গ্রহণ করাটা আমার অন্যায় বলিয়া মনে হইত। সুতরাং এই বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমি স্বীকার করিতাম যে আমি লেখাপড়া জানি। বলিতাম, আমি যদিও ফকির, তথাপি ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি না। আর, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ইহাও স্বীকার করিতাম যে আমি ইংরেজীও একরূপ বেশ জানি, এবং সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া যাহা পাইয়া থাকি তাহাতেই

কোনও প্রকারে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। পুলিশপুঙ্গব বেশ একজন ভদ্রলোকের ন্যায় আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও, ইতিপূর্ব্বেও যেমন বলিতাম, এখনও আত্ম-বিবরণ ঠিক তেমনই বলিলাম; কিন্তু এবার তাহাতে একজনের মনে সন্দেহের উদয় হইল। পুলিশপুঙ্গব আমার পায় পায় হাটিতে লাগিলেন।

যাহাই হউক, সেই রাত্রি ষ্টেসনেই কাটাইলাম। পরদিন ভদ্রবেশী পুলিশবর আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোয়েটাতে যাইবে না?" আমি "অবশ্য" বলিয়া টিকিট করিতে গেলাম।

টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলে একজন লালপাগড়ীওয়ালা আমাকে আমার সমস্ত ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল, আমি নিরাপত্তে আমার গৃহীত নাম এবং কল্পিত ধামের পরিচয় দিলাম। পাঠক মনে করিতে পারেন, পুলিশ যে আমার সঙ্গ ধরিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তাহা নহে, আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং পূর্ব্ব হইতেই ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে কোয়েটায় যাইয়া আত্মপ্রকাশ করিব।

যাহাই হউক,, বলা বাহুল্য যে পুলিশপুঙ্গব আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছিলেন। সুক্কি হইতে কোয়েটায় পৌঁছা পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৪।৫ বার আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপাদি করিয়া গেলেন। তৎপরে গাড়ী কোয়েটাতে উপস্থিত হইবামাত্রই এখানকার রেলওয়ে পুলিশকে সংবাদ দিলেন। তাহারা আমি গাড়ী হইতে অবতরণ

করিবামাত্র আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল এবং ডাকবাঙ্গলায় যাইবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি ফকির, সুতরাং ডাকবাংলায় যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত বোধ করিলাম না, বাজারের দিকে চলিলাম। তাহারা অগত্যা আমার সহিত একজন কনেষ্টবলকে পাঠাইয়া দিল।

কনেষ্টবল অতিশয় যত্নের সহিত আমাকে গাড়ী করিয়া লইয়া চলিল, আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা থানায় উপস্থিত হইলাম। অতঃপর কনেষ্টবল আমাকে দপ্তরখানায় লইয়া গেল। তথায় প্রবেশান্তে আদেশ অনুযায়ী আমি উপবেশন করিলাম, কেরাণী তখন আমার জবানবন্দি লিখিতে বসিল।

কনেষ্টবল—তুমি কোন্‌দিকের রওনেওয়ালা ?

আমি—বাঙ্গলা।

কনঃ—তোমার নাম কি ?

আমি—ফকির দুস্ত মহম্মদ।

কনঃ—বাঙ্গালির নাম কি দুস্ত মহম্মদ হইতে পারে ?

আমি—পারিবে না কেন ?

কনঃ—বাঙ্গালায় মুসলমানই নাই, তা আর দুস্ত মহাম্মদ কিরূপে হইবে ?

কনেষ্টবলের কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া কহিলাম—তুমি এক বোকা, বাঙ্গালায় মুসলমান নাই এ কথা তোমায় কে বলিল ? আবার বল্‌ছ বাঙ্গালীর নাম দুস্ত মহম্মদ হইতে পারে না।

কনেষ্টবল তখন প্রায় রাঙ্গাচোঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এমন

সময় আমি আবার কহিলাম, একটু জানিয়া শুনিয়া কথা বলা ভাল। অবশ্য সব দুনিয়াই মুসলমানের নয়, তা'হলেও বাঙ্গালায় বহুত মুসলমান আছে। আর তুমি বলিলে বাঙ্গালায় মুসলমান নাই!

কনেষ্টবল তখন কেমন হইয়া গেল, আর এ বিষয়ে কোন কিছু বলিল না। কিন্তু হঠাৎ আবার কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, ইতিমধ্যে আমি কহিলাম, "সাহেব, তোমাকে এত কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়, সুতরাং বলিতেছি—"আমি যথার্থই ফকির নই, আমার নাম **যামিনীমোহন ঘোষ**। আমি আজ প্রায় ৬ বৎসর হয় বাড়ী হইতে রওনা হইয়া প্রথমে জাপানে যাই। তথা হইতে আমেরিকায় যাইয়া পড়াশুনা করতঃ সেস্থান হইতে রওয়ানা হইয়া ইউরোপের নানাস্থান দর্শন করিয়া রুশ ও তৎপরে কাস্পিয়ান সাগর পার হইয়া পারস্যে উপস্থিত হই। পারস্য হইতে আফগানে যাইবার অভিলাষে এই পোষাক অবলম্বন করিয়া আফগানিস্থানে যাই। সেই দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় পারস্যে যাই এবং অবশেষে বেলুচিস্থানে আসি। কিন্তু তখন আর পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই। সুতরাং সেই বেশেই আমাকে এ পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছে। আমার বাড়ী বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে। এই আমার সমস্ত পরিচয়।

এমন সময় আমি চাহিয়া দেখিলাম ঘরের সমস্ত লোক আমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কতক্ষণ কেহই কিছু বলিল না। তৎপর হেডকনেষ্টবল বলিল "আপনি এত দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন ?"

আমি—হাঁ, খাঁ সাহেব।

কনেষ্টবল—এই যে এত দেশ দেখিলেন, ইহার কোন্ দেশ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ?

আমি—আমার নিকট আমার দেশটিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আমি তখন আর কোন কথার উত্তর দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলাম না। অতঃপর হেডকনেষ্টবল আমাকে সঙ্গে করিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট লইয়া চলিল। কিন্তু তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না বলিয়া ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট লইয়া চলিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে উপস্থিত হইলাম। এখানকার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। ইঁহার নাম লালা গণেশ দাস।

আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমাকে একখানা চেয়ারে বসিতে বলিলেন এবং তৎপর নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমাদের কথাবার্ত্তা সমস্তই ইংরেজীতে চলিতেছিল, সুতরাং এই সময়ে দুই চারি দশজন লোক এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হেডকনেষ্টবল তাহাদিগকে আস্তে আস্তে সরাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু একজন ফকির চেয়ারে বসিয়া পুলিসের ছোট সাহেবের সহিত ইংরেজীতে

আলাপ করিতেছে ইহা দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়, এমন আশ্চর্য্য তামাসা সচরাচর কয়টা হইয়া থাকে!

যাহাই হউক, তাহার সঙ্গে ২।৩ ঘণ্টা আলাপ করার পর পুনরায় থানায় ফিরিয়া গেলাম এবং তৎপরদিন আবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

এখানে সাধারণ পাঞ্জাবী কর্ম্মচারিগণ সাহেবদের অফিসে ঢুকিবার সময় সাধারণতঃ জুতা খুলিয়া অফিসের বাহিরে রাখিয়া অফিসে প্রবেশ করিয়া থাকে। আমি যদিও ফকির, যদিও পায় একজোড়া সামান্য ছেঁড়া চটিজুতা ভিন্ন ছিল না, তথাপি তাহাও বাহিরে না রাখিয়া তৎসহই সাহেব সমীপে হাজির হইলাম। সাহেবের বয়স বোধ হয় প্রায় ৫০ বৎসরের কম হইবে না। সাহেব আমাকে দেখিয়া একবারে শিরপায় একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিলেন, "আমার বোধহয় আপনি একজন শিক্ষিত লোক, কিন্তু এই বেশে কেন?" আমি তখন একটু মুচকি হাসিয়া কহিলাম "কাজের জন্য।" সাহেব তখন একখানা চেয়ারে আমাকে বসিতে বলিলেন, আমি বসিলাম। অফিসে আরও ৪।৫ জন ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারি ছিল। তাহারাও ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া হা করিয়া তাকাইয়া রহিল। (পুঃ সুঃ) বিটী সাহেব পুনরায় কহিলেন আমি আশা করি আপনি কোন প্রকার ঘোর ফের না করিয়া প্রকৃত ঘটনা আমাকে খুলিয়া বলিবেন। ঘোর-ফের করিলে আপনিও কষ্ট পাইবেন, আমাকেও কষ্ট দিবেন। সুতরাং আশা করি যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহাই বলিবেন।" তদুত্তরে

আমি কহিলাম 'আমি কোন প্রকার ঘোরফের করার দরকার দেখি না এবং ইচ্ছা রাখি না। যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহাই বলিতেছি আপনি শ্রবণ করুন।" আমি আমেরিকা পরিত্যাগের পুর্ব ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া পার্শিয়া হইয়া আফগানিস্থানে কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিরূপে আফগানিস্থান হইতে নিস্ক্রান্ত হইলাম সে সমস্ত বিবরণ তখন তাহার নিকট খুলিয়া বলিলাম। আমার আফগানিস্থানের অলৌকিক ব্যাপারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে একেবারে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল, অফিসে তখন হাসির রোল পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে বিটী সাহেব উৎফুল্লমনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিবেন?" প্রতি উত্তরে আমি কহিলাম "আমি এখনও কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। আমার মা আমাকে কি আদেশ করিবেন তাহা জানি না। এ বিষয়ে তাঁহার আদেশ সাপেক্ষ। সাহেব আবার কহিলেন "I will be very glad to help you, if you like? আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম—আমি আপনাকে এ বিষয় পরে জানাইব।

তৎপর সাহেব আমাকে একটি ভলাণ্টারী ষ্টেটমেণ্ট লিখিয়া দিতে বলিলেন, আমি নিরাপত্তে সেই ষ্টেট্‌মেণ্ট লিখিয়া দিলাম। সাহেব ইতিমধ্যে আমার জন্মভূমি সেই গণ্ডগ্রামে টেলিগ্রাম করিতে প্রস্তত হইলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম সেটি বড় সুবিধাজনক হইবে না। পুলিস অফিসারের টেলিগ্রাম বাড়ীতে পৌছিলে বাড়ীর সকলে বড়ই ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি

সাহেবকে টেলিগ্রাম না করিতে অনুরোধ করিলাম। সাহেব তচ্ছ্বণে আমাকেই টেলিগ্রাম করিতে কহিলেন এবং অগত্যাপক্ষে আমার নাম দিয়া বাড়ীতে টেলিগ্রাম করা হইল। তৎপর সাহেব আমাকে বলিলেন "আমার মনে হয় আপনি যদি কোন পুস্তক পড়িতে পান, তাহা হইলে সুখী হইবেন।" "বলা বাহুল্য"। সাহেব তখন তাঁহার আলমারী দেখাইয়া দিয়া কহিলেন "এ সমস্তই আপনার অধীন, যে খানা খুসি লইয়া যাইতে পারেন। তবে এইমাত্র কথা যেন নষ্ট না হয়।" আবার নিজেই কহিলেন "বোধহয় আপনি আধ্যাত্মিক বিষয়ও ভালবাসেন; অতএব এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার এই খণ্ডটি লইয়া যান।" আমি তাহাই করিলাম। তৎপর সাহেব আবার কহিলেন, 'শুনুন, একখানা বই লিখুন, আমরা এক টাকা করিয়া এক এক খানা বিক্রয় করিয়া দিব।" তদুত্তরে আমি "লিখিব" বলিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ চলিয়া আসিলাম। বাহিরে আসিলে ফকিরের হস্তে এতবড় কেতাব দেখিয়া সকলে অবাক হইল, রাস্তায় আসিলে মুসলমান-গণ আমাকে দেখিয়া মস্তবড় মোল্লা বলিয়া সেলাম জানাইল, আমরা অবিলম্বে বাসায় পৌঁছিলাম।

তৎপর দিন আমি আমার পরিচ্ছদ বদলাইয়া সুন্দর বাঙ্গালী বাবুটী সাজিয়া গেলাম। থানার লোকগুলি নূতন কিছু দেখিয়া লইল।

৩।৪ দিন পরে আবার একবার সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি প্রথমে আমাকে চিনিতেই পারিলেন না, কিন্তু তৎপর

চিনিয়া লইলেন এবং কহিলেন আপনি এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন! যাহাই হউক, চলুন আগামী পরশুদিন আমরা কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি তাঁহার কথায় অনুমোদন করিয়া আর দুই একটা বাজে কথা আলাপ করার পর বিদায় হইলাম।

দু'দিন পরে কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করার দিন। বিটীসাহেব তাঁহার অফিস হইতে আমার নিকট থানায় টেলিফোন করিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলাম এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার অফিসে পৌঁছিয়া দেখিলাম তিনি প্রস্তুত। আমাকে দেখিয়াই কহিলেন "তবে চলুন"। আমি কহিলাম "একটু অপেক্ষা করুন" বলিয়া তাঁহার আফিসে আমার হস্তস্থিত এন্‌সাইক্লোপিডিয়াখানা আলমারীতে রাখিবার জন্য একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারকে হুকুম করিলাম। সে বিনা আপত্তিতে তাহা পালন করিল। আমি তখন বাহিরে যাইয়া দেখিলাম সাহেব চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার আমার নিকটে আসিল, আমি তখন তাঁহার সহিত কমিশনারের আফিসের দিকে চলিলাম। অতি সত্বর বিটী সাহেবের সাহায্যে কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিটী সাহেব আমার নানারকম প্রশংসা করিয়া কমিশনার সাহেবের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। কমিশনার তখন আমাকে আমার আফগানীস্থানে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে বলিলেন, আমি হাসিতে হাসিতে পুনরায় আর একবার সেই সমস্ত গল্প বলিতে লাগিলাম। এখানেও এক হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

যাহাই হউক, এখানেও 'আমি গভর্ণমেণ্টের কাজ করিতে ইচ্ছা করি কি না' জিজ্ঞাসিত হইলাম। আমি তাহাতে পূর্ব্ববৎই উত্তর করিলাম। কমিশনার সাহেবও শেষকালে বলিলেন এক খানা পুস্তক লিখিলে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে।" অতঃপর আমরা তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ইহার দুইদিন পরে কোয়েটা পরিত্যাগ করতঃ আমি কলি-অভিমুখে ধাবিত হইলাম। পথে দিল্লি এবং আম্বালাতে কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া অবশেষে ২৭শে জুন তারিখে কলিকাতায় পঁহুছি-লাম—আর একবার সেই মূর্ত্তিখানি আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। এবার আর মূর্ত্তিখানি অন্তরে রহিল না, নিকটে আসিল। না, সুধু তাহাই নহে—অবশেষে একবারে অন্তরে প্রবেশ করিয়া অতুল আনন্দ দান করিতে লাগিল, আমি উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট মনে আস্তে আস্তে দুই এক বিন্দু জল দ্বারা তাহার অভিষেক করিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়, আমার সে যত্ন ব্যর্থ হইল, দেখিলাম—অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী আর একখানি দেবীমূর্ত্তি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা! আমি অবাক হইয়া কিয়ৎকাল সেই দেবী প্রতিমার উজ্জ্বল মুখপানে তাকাইয়া থাকিয়া শেষে অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিতে দণ্ডায়মান হইলাম, মূর্ত্তিখানি আবার অনন্তে মিশিয়া গেল। আশা! তুমিই ধন্য! আর ধন্য তোমার মোহিনী মায়া!

কিন্তু এই আশাই জীবন। অন্য যে যা' বলে বলুক, আমি বলি আশাই জীবন; না, জীবনের জীবনী শক্তি! সুধু তাই নয়—

মুখ্য দাত্রী। কেন না, আশাই মানুষকে উৎসাহিত করিয়া উদ্যম দেয়, আর উদ্যমই জীবন। আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া লোকে অভীষ্ট সাধনে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য · অভীষ্ট সিদ্ধি। লাভ— অভিজ্ঞতা ; আর—এই অভিজ্ঞতা লাভই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

কিন্তু অলসের আশা অল্পেই অবসান হইয়া যায়। আশার উদ্যম রূপ আশ্রয় চাই। যদি তাহা পায়, তবে আশা সুফল প্রসব করে। বাল্যাবস্থায় আমি সামান্য একটি আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম। তখন সেই আশা কেবলমাত্র আশা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু ক্রমে সেই ক্ষুদ্র আশাটুকু অতি বড় আশায় পরিণত হইল। আমি বহুকষ্ট সহ্য করিয়াও সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া শেষে পৃথিবী প্রদক্ষিণ পরিসমাপ্ত করিলাম। কিন্তু আমি কি আশায়

পৃথিবী-ভ্রমণ লিখিলাম ?

কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি "পৃথিবী-ভ্রমণ" লিখিলাম ! আমার ইহাতে কি ফল লাভ হইবে ? কোন্ মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইবে ? কেন আমি

"পৃথিবী ভ্রমণ" লিখিলাম ?

"পৃথিবী-ভ্রমণ" লিখিয়া জনসমাজে লেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে আমি "পৃথিবী-ভ্রমণ লিখি নাই। অথবা আমার পৃথিবী-প্রদক্ষিণ-লব্ধ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়াও পৃথিবী-ভ্রমণ লেখার উদ্দেশ্য নহে। লিখার জোরে জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করা

রূপ দুরাশাও আমার নাই। তবে কেন "পৃথিবী-ভ্রমণ" লিখিলাম? তাহ'লে কি শুধু লিখার জন্য 'পৃথিবী-ভ্রমণ' লিখিয়াছি? তাহাও নহে। যদি তাহা হইত, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, তাহা হইলে আমি "পৃথিবী-ভ্রমণ" লিখিতাম না। তারপর আবার পৃথিবী-ভ্রমণ' লিখিয়া তাহা ছাপাইতে, প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত আমাকে যেরূপ যাহা করিতে হইয়াছে, যে প্রকারে 'পৃথিবী ভ্রমণের মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপার শেষ করিতে হইয়াছে, তাহা আমি জানি, ভগবান জানেন, আর দুই চারিজন বন্ধুও জানেন। কিন্তু এই এত কষ্ট করিয়া এই অমার্জিত ভাষায় "পৃথিবী-ভ্রমণ' লিখিবার কি উদ্দেশ্য?

অবশ্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আমি একটু কিছু দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, অনেক দেশালোকের সঙ্গে মিশিয়াছি, অনেক সমাজে যোগদান করিয়াছি এবং এ সমুদয় করায় সামান্য একটু অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াছি তাহাও নহে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা লোক সমাজে বলিয়া বেড়াইয়া বাহাদুরী লইবার আশায় আমি 'পৃথিবী ভ্রমণ" লিখি নাই। তবে কেন লিখিলাম—লিখিবার উদ্দেশ্য কি একটি উদ্দেশ্য আছে, এবং সেই একটি মাত্র উদ্দেশ্যের জন্যই, এত সব ভালবেসে সহ্য করিয়াছি। যাঁহারাই মৎপ্রণীত "পৃথিবী-ভ্রমণ' প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটু মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, অথবা পড়িতেছেন, তাহারাই আমার "পৃথিবী-ভ্রমণ" এবং তৎবৃত্তান্ত লিখন ও মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপারে দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন আমি কেন "পৃথিবী ভ্রমণ" লিখিলাম? আমি এখান হইতে হংকং এর টিকিট বাদে কেবল মাত্র পঁচিশটী টাকা লইয়া

ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করি। আমি জানিতাম না কিরূপে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং হৃদয়ের অদম্য উদ্যম আমাকে এরূপ কার্য্য করিতে উৎসাহিত এবং সাহসী করিয়াছিল এবং এই সমুদয়ের জোরেই আমি নানারূপ বাঁধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়াও সামান্য আমি পৃথিবী প্রদক্ষিণ কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম করিয়াছি।

তারপর আবার "পৃথিবী-ভ্রমণ" মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপারেও সেইরূপ। একটি পয়সা লইয়াও আমি "পৃথিবী-ভ্রমণ" মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারে আরম্ভ করি নাই। কেবল মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং হৃদয়ের অদম্য উদ্যম লইয়া আমি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলাম এবং তাহারই জোরে আজ এই ব্যাপারও শেষ হইল। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ঐকান্তিক ইচ্ছা, অটুট অধ্যবসায় এবং অদম্য উদ্যমই মানুষকে যে কোন অভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম করে। তাই ঐকান্তিক ইচ্ছা, অচল অধ্যবসায়, আর—অদম্য উদ্যম। অলস কখনও অভিলষিত লাভে সক্ষম হয় না, কেন না, সেখানে উদ্যমের অভাব। অভিলষিত লাভ করা কেবল উদ্যমীর পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং সুধু আশা থাকিলেই অভিলষিত লাভে সক্ষম হওয়া যায় না, সুধু আশা থাকিলেই চলে না, উদ্যম চাই।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্না সকল ধনের আগার স্বরূপা ভারতবর্ষকে দীনা শক্তিহীনা বলিতে পারি না। ভারত শক্তির অভাব নাই, ভারতবর্ষ শক্তিময়ী। কিন্তু আশা, অতিশয় ক্ষীণা, অলস অবশ

প্রায়। উদ্যমের উত্থানশক্তি রহিত—একরূপ নাই বলিলেও চলিতে পারে। সুতরাং আশার উপাসনা করা দরকার। আশাদেবীর উপাসনা করিলে উদ্যমের পুনরুদ্বোধন করা হইবে। দেশে উদ্যমেরই অভাব, শক্তির অভাব নয়। ভারতে এখনও যথেষ্ট ধন আছে। আর যদি নাও থাকে দেশবাসীগণ, অলস অবশপ্রায় কালক্ষেপ না করিলে এই স্বর্ণময়ী ভারতবর্ষে পুনরায় ধনাগম হইতে পারে। দেশের লোকের হৃদয়ে উদ্যম ফিরিয়া আসিলে এই সোণার ভারতে আবার কিসের অভাব! কিন্তু হায়, সে আশা কই সে উদ্যম কোথায়। সুতরাং চাই আশা, চাই উদ্যম। অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উদ্যম, স্থির প্রতিজ্ঞা, এবং অধ্যবসায়ই কেবল আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম করিবে, আর কিছুই নয়। সুতরাং চাই আশা ও উৎসাহশালী উদ্যম।

সম্পূর্ণ